পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1510, Saturday, 28 January 2023 FREE www.parichoy.com

আমেরিকায় ভোট চুরি নিয়ে কি আমরা সালিশি করতে যাই -জাতীয় সংসদে শেখ সেলিম

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য মূল্যায়ন করছে বিশ্বব্যাংক - ৫ম পাতায়
- টানা এক সপ্তাহ বায়ুদূষণের শীর্ষে ঢাকা-৫ম পাতায়
- অন্তত ২ লাখ বাংলাদেশির বৈধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে মালয়েশিয়া-৫ম পাতায়
- ব্রিটেনে বাংলাদেশিসহ ৩৭০ জন গ্রেফতার, উদ্বেগে নতুন অভিবাসীরা-৫ম পাতায়
- এক বছরে বাংলাদেশে ৫৩২ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা: জরিপ -৫ম পাতায়
- সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের বাড়ি থেকেও ক্লাসিফাইড নথি উদ্ধার -৬ষ্ঠ পাতায়
- বাংলাদেশে মায়ের অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি : বড় প্রাপ্তির পথে যাত্রা? -৮ম পাতায়
- ব্যর্থতাগুলো খুঁজে বের করে দিন, সংশোধন করে নেবো : জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা - ৯ম পাতায়
- আ.লীগ ১০ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু -৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া-১০ম পাতায়
- ডলার ক্রাইসিস বলে আতঙ্ক ছড়াবেন না : সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান -১০ম পাতায়

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ দিনে ৩৬ বন্দুক হামলা, প্রাণ গেছে ৭০ জনের

ক্যালিফোর্নিয়ায় বন্দুক সন্ত্রাসে অভিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে লড়ছে তিন পরাশক্তি

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য মূল্যায়ন করছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অর্থাৎ ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে মূল্যায়ন করছে আর্থিক খাতের অন্যতম আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশের সাফল্য এবার বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবে সংস্থাটি।

চলতি অর্থবছরে ৫০ কোটি ডলারের বাজেট সহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংক। এছাড়া বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিক্ষা, চিকিৎসা, মন্দা মোকাবিলা, ঢাকা সবুজায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় নতুন করে ঋণ সহায়তার ঘোষণা দেবে বিশ্বব্যাংক। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ এই সময়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সহজশর্তের ঋণ সহায়তার বিষয়টি নিয়েও ফের আলোচনা করা হবে। উদ্যাপন করা হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর উৎসব। এ লক্ষ্যে চলতি সপ্তায় সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি, অপারেশন) আক্সেল ভার ট্রোটসেনবার্গ ঢাকায় আসছেন। তার এই সফরের সময় বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অবদানের বিষয়টি জাতির সামনে তুলে ধরা হবে। এছাড়া বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, ইআরডি সচিব শরিফা খানসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

বিশ্বব্যাংকের মতে, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ উন্নতি করেছে। মহামারি করোনা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, সবাইকে বিনামূল্যে করোনার টিকা প্রদান, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো চলমান সঙ্কট সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যদিও এই সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, ডলার সঙ্কটে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় রয়েছে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। শুধু তাই নয়, ধারাবাহিকভাবে ভালো জিডিপি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ব্রিটেনে বাংলাদেশিসহ ৩৭০ জন গ্রেফতার, উদ্বেগে নতুন অভিবাসীরা

লন্ডন : বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে স্টুডেন্ট ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিটে ব্রিটেনে অভিবাসী হয়ে আসার পথ খুলে দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। অন্যদিকে ব্রিটেনে বৈধ কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীদের ধরতে নতুন করে সমন্বিত অভিযান শুরু করেছে সরকার। ব্রিটেনে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার বাইরে কাজ করা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আটকের ঘটনাও ঘটেছে। জানা গেছে, হোম অফিসের সাম্প্রতিক অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৭০ জন অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশিও আছেন।

এ অবস্থায় ব্রিটেনে নতুন আসা শিক্ষার্থী ও স্টুডেন্ট ভিসা থেকে ওয়ার্ক পারমিটে মাইগ্রেট করা বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। স্টুডেন্ট ভিসায় ব্রিটেনে আসা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অনেকে এদেশে আসার পর ১৫ থেকে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

অন্তত ২ লাখ বাংলাদেশির বৈধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে মালয়েশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় আবারো শুরু হয়েছে অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকদের বৈধ করার প্রক্রিয়া। দেশটির সরকার আগেই ঘোষণা দিয়েছিল, গত ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হওয়া 'লেবার রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রাম' নতুন করে শুরু হবে ২০২৩ সালের ২৭ জানুয়ারি থেকে, যা চলবে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হলো দেশটিতে বিভিন্ন খাতে কর্মরত অবৈধ শ্রমিকদের যাতে তাদের মালিকরা বৈধভাবে নিয়োগ দিতে পারেন। মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ অবশ্য নির্দিষ্ট করে দেয় কোন কোন খাতে আর কোন কোন দেশের শ্রমিকরা এই সুবিধা নিতে পারবেন। লেবার রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রামের তালিকায় বরাবরই শীর্ষের দিকে থাকে বাংলাদেশ। মালয়েশিয়ার সরকার জানিয়েছে, গত ৩১ ডিসেম্বর শেষ ধাপে এই রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রামে নিবন্ধন করেছেন ৪ লাখেরও বেশি শ্রমিক।

কুয়ালালামপুরে বসবাসরত বাংলাদেশী সাংবাদিক আহমাদুল কবির বিবিসিকে জানিয়েছেন, এ তালিকার শীর্ষে আছেন বাংলাদেশি ও ইন্দোনেশিয়ান শ্রমিকরা।

এছাড়া ইমিগ্রেশন বিভাগের হিসাব বলছে, এ বছরের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত, মোট ১৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬৭৭ জন বিদেশি কর্মীকে অস্থায়ী কাজের ভিজিট পাস দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশির সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪ লাখ ৪৬ হাজার ২২৯ জন। *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

টানা এক সপ্তাহ বায়ুদূষণের শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা: টানা এক সপ্তাহ ধরে বায়ুদূষণের শীর্ষে রয়েছে রাজধানী শহর ঢাকা। বিশ্বের অন্যতম দূষিত বাতাসের শহরে পরিণত হয়েছে শহরটি। গত ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে বায়ুদূষণ সূচকে ঢাকার মান ছিল রেকর্ড ৩৬৯।এদিন বায়ুদূষণের সূচকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা উজবেকিস্তানের তাশখন্দের বায়ুমান ছিল ২৬৪। গত তিনদিন (২৩, ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী) ধরে বায়ুদূষণের সূচকে খুব অস্বাস্থ্যকর অবস্থানে ঢাকা। এর আগের তিন দিন এই নগরী ছিল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে। রাজধানী ঢাকার বাড্ডা এলাকার বাতাস আজ *বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

এক বছরে বাংলাদেশে ৫৩২ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা- জরিপ

ঢাকা : ২০২২ সালে সমগ্র বাংলাদেশে ৫৩২ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে ৪৪৬ জন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থী। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৮৬ জন। সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। দেশের দেড় শতাধিক জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে তারা। আজ শুক্রবার এক ভার্চুয়াল সভায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

আঁচল ফাউন্ডেশনের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ইউনিটের টিম লিডার ফারজানা আক্তার লাবনী জানান, আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ও সমমান পর্যায়ের ৩৪০ জন, কলেজ ও সমমান পর্যায়ে ১০৬ জন। এদের মধ্যে শুধু মাদ্রাসাগামী শিক্ষার্থী ৫৪ জন। স্কুল, কলেজ ও সমমান পর্যায়ের আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া ৪৪৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী ২৮৫ জন এবং পুরুষ ১৬১ জন।

আত্মহত্যার মাসভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গত বছরের জানুয়ারিতে ৩৪ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৯ জন, মার্চে ৪১ জন, এপ্রিলে ৫০ জন, মে মাসে ৪৫ জন, জুনে ৩১ জন, জুলাইয়ে ৪০ জন, আগস্টে ২১ জন, সেপ্টেম্বরে ৩২ জন, অক্টোবরে ৩০ জন, নভেম্বরে ৪৯ জন এবং সর্বশেষ ডিসেম্বরে ৩৪ জন স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৩৭ জন স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থী আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

সারা দেশের মোট আটটি বিভাগে আত্মহত্যাকারী স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

কাউকে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে দেব না। - বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা রাজনৈতিক, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয় একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই এর সমাধানের জন্য জোরালোভাবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।- জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

'খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছেন' - জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম

খালেদা জিয়ার মুচলেকার দাবি ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত - বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের বাড়ি থেকেও ক্লাসিফাইড নথি উদ্ধার

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পর এবার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের বাড়ি থেকেও সরকারি গোপন নথি উদ্ধারের খবর পাওয়া গেলো। গত সপ্তাহে মাইক পেন্সের ইন্ডিয়ানা বাড়িতে একজন আইনজীবী নথিগুলো আবিষ্কার করেন। পরে সেগুলো এফবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তদন্তকারীরা এরই মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাড়ি ও ব্যক্তিগত অফিস থেকে পাওয়া গোপন নথির বিষয়ে তদন্ত করছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কাগজপত্র অপব্যবহারের অভিযোগে একটি ফৌজদারি তদন্তেরও মুখোমুখি হয়েছেন।

জানা গেছে, মাইক পেন্সের প্রতিনিধিরা ন্যাশনাল আর্কাইভসকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা নথিগুলোর বিষয়ে সতর্ক করেন। এফবিআই সদস্যরা সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে নথিগুলো সংগ্রহ করেন।

প্রেসিডেন্সিয়াল রেকর্ডস অ্যাক্টের অধীনে, প্রশাসনের মেয়াদ শেষ হলে হোয়াইট হাউজের রেকর্ডগুলো জাতীয় আর্কাইভে যাওয়ার কথা। নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের ফাইল নিরাপদে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

জানা গেছে, পেন্স 'অত্যধিক সতর্কতার কারণে' শ্রেণীবদ্ধ নথি পরিচালনা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আইনি সহায়তা চাওয়ার পরে এ ঘটনা প্রকাশ পায়।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, নথিগুলো প্রথমে ভার্জিনিয়ায় পেন্সের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং পরে ইন্ডিয়ানাতে পাঠানো হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর, ট্রাম্প পেন্সকে রক্ষায় তার ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বলেন, তিনি 'একজন নিষ্পাপ মানুষ।'

সম্প্রতি পেন বাইডেন সেন্টার থেকে প্রথম দফায় গোপনীয় নথি উদ্ধার হয়। বাইডেন ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত হোয়াইট হাউজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত পেন বাইডেন সেন্টার অপ্রশাসনিক কাজের জন্য ব্যবহার করতেন।

এসব গোপন নথি আবিষ্কারকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য একটি রাজনৈতিক বিব্রতকর পরিস্থিতি বলে বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

কেননা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গোপন নথি জব্দের তদন্ত পরিচালনার সময় এখন।

এর আগে, বাইডেন ট্রাম্পকে 'সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে সমালোচনা করেছিলেন যখন এফবিআই গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্টের ফ্লোরিডার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১১ সেট অতি গোপন নথি জব্দ করে।

১৬ বছর ধরে কাজ করা কর্মীকে ভোর ৩টায় ছাঁটাই করলো গুগল

পরিচয় ডেস্ক: গুগলের মালিক প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন স্তরের ১২ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানিটির সিইও সুন্দর পিচাইয়ের এক মেমোর মাধ্যমে ছাঁটাইয়ের বিষয়টি কর্মীদের অবহিত করা হয়।

ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মধ্যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জাস্টিন মুর রয়েছেন। তিনি সাড়ে ষোল বছর ধরে গুগলে কাজ করছেন। ভোর ৩টায় তার অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট হওয়ার পর তাকে ছাঁটাই করা হয়।

সোশাল মিডিয়ায় মুর লিখেছেন, সাড়ে ষোল বছরের বেশি সময় ধরে গুগলে কাজ করার পর আমাকে স্বয়ংক্রিয় *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ভোট কারচুপির মামলা করে নিজেই ফাঁসলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভোট কারচুপির অভিযোগে মামলা করায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিপুল পরিমাণ জরিমানা করেছেন দেশটির একটি আদালত। আদেশে বলা হয়েছে, মার্কিন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলায় ট্রাম্প ও তাঁর প্রধান অ্যাটর্নি আলিনা হ্যাবা এবং তাঁর পক্ষে মামলা লড়া অন্য আইনজীবীদের প্রায় ১০ লাখ ডলার জরিমানা গুনতে হবে। গত ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এ রায় দেন ডিস্ট্রিক্ট জজ জন মিডলব্রুকস।

জন মিডলব্রুকসকে ১৯৯৭ সালে আদালতের এই বেঞ্চে বসিয়েছিলেন হিলারি ক্লিনটনের স্বামী ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ৪৫ পৃষ্ঠার রায়ে জন মিডলব্রুকস বলেন, ট্রাম্পের অভিযোগটি আমলযোগ্য ছিল না। তাই তা গ্রহণ করা হয়নি।

ভবিষ্যতে এ ইস্যুতে আর কোনো মামলাও আদালত শুনবে না। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন হিলারি ক্লিনটন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন ট্রাম্প।খবর রয়টার্সের

বয়স লুকিয়ে স্কুলে ভর্তি, নিউ জার্সীতে ২৯ বছরের নারী গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: বয়স লুকিয়ে স্কুলে ভর্তি হলেন এক নারী। সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে ক্লাস করলেন, তাদের সঙ্গে আড্ডা দিলেন, রীতিমতো খোশ গল্পে মেতে উঠলেন। কিন্তু প্রথমে কেউই টের পাননি।

চার দিন পর জানা গেল ওই নারীর বয়স ২৯ বছর। এমনকি ভর্তির সময় দেয়া কাগজপত্রও সব জাল। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনাটি নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের একটি হাই স্কুলের। গ্রেপ্তার ওই নারীর নাম হাইজেয়ং শিন। তার বিরুদ্ধে নিউ ব্রান্সউইক হাই স্কুলে ভর্তির জন্য একটি জাল নথি ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

গত ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার স্থানীয় শিক্ষা বোর্ডের সভায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সভায় নিউ ব্রান্সউইক পাবলিক স্কুলের জেলা সুপারিনটেনডেন্ট অব্রে জনসন এ তথ্য জানান। নিউ ব্রান্সউইক পুলিশ বলছে, স্কুলে ভর্তিতে ভুয়া কাগজপত্র দেয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বয়স লুকিয়ে হাই স্কুলে প্রাপ্তবয়স্ক ভর্তি হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে চীনা প্রকৌশলীর ৮ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে চীনা প্রকৌশলী জি চাউকুনকে ৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিমান বাণিজ্য সম্পর্কিত গোপন তথ্য দিয়ে চীনকে সহায়তার প্রচেষ্টায় তাকে এই শাস্তি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ।

বিদেশি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি মার্কিন সেনাবাহিনীকে মিথ্যা তথ্য দেওয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। বাইডেন প্রশাসনের দাবি, চীনের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতেন চাউকুন। স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসা চীনা এই প্রকৌশলী নিয়োগকারীদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে ২০১৬ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীতেও যোগ দেন। মার্কিন সেনাবাহিনীতে নিয়োগ হতে পারে চীনা ও তাইওয়ান বংশোদ্ভূত এমন ৮ ব্যক্তির তথ্য চীনের জিয়াংসু প্রদেশের নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়কে সরবরাহের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।বিবিসি

টানা এক সপ্তাহ বায়ুদূষণের শীর্ষে ঢাকা

৫ পৃষ্ঠার পর

বেশি দূষিত।

সাধারণত একিউআই স্কোর ১০১ থেকে ২০০ হলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' ধরা হয়। ২০১ থেকে ৩০০ একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলে মনে করা হয় এবং ৩০১ থেকে ৪০০ একিউআই স্কোরকে 'বিপজ্জনক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। বাতাসের মান নির্ণয়ের জন্য একিউআই একটি সূচক।

বৈশ্বিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সুইজারল্যান্ডভিত্তিক ওয়েবসাইট- এয়ার নাউ, বিশ্বের প্রায় ১০০টি বড় শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে লাইভ তথ্য প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলো- বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২,সিও,এসও২ এবং ওজোন (ও৩)।

সাধারণত অতিমাত্রায় বায়ুদূষণ এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়। এ ছাড়া অধিক সতর্কতার জন্য সাধারণের চলাচল সীমিত করার সুপারিশ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ দিনে ৩৬ বন্দুক হামলা, প্রাণ গেছে ৭০ জনের

ক্যালিফোর্নিয়ায় বন্দুক সন্ত্রাসে অভিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় দুই বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি খামারে কাজ করতে আসা জোসে রোমেরোর জন্য অ্যামেরিকা নিরাপদ এক জায়গা হওয়ার কথা ছিল। এমনটা মেক্সিকো ও চীন থেকে আসা অভিবাসীরাও ভেবেছিলেন। গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার সান ফ্রান্সিসকোর দক্ষিণে হাফ মুন ব্রেতে এক বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন রোমেরো। প্রান হারায় অন্য ছয় অভিবাসী শ্রমিক।

যুক্তরাষ্ট্র বন্দুক সহিংসতার সাথে খুব পরিচিত দেশ হলেও ক্যালিফোর্নিয়ার হত্যাকাণ্ডটি ছিল অপ্রত্যাশিত। কারণ, এটা ঘটে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে এশিয়ান আমেরিকান ছিটমহল মন্টেরে পার্কের একটি বলরুমে আরেক বন্দুকধারীর গুলি বর্ষণের মাত্র দুদিন পর। পরপর দুটি বন্দুক হামলার ঘটনায় মোট ১৮ জন নিহত হয়েছে, যা অভিবাসী কমিউনিটির জন্য আতঙ্কের। "এখানে মানুষ আসে তার জীবনকে উন্নত করতে, অথচ তারা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে," বলছিলেন রোমেরোর চাচাতো ভাই হোসে সুয়ারেজ।

হামলাকারীর একজন হলো ৭২ বছর বয়সি হু ক্যান ট্রান, যিনি মন্টেরে পার্কের ডান্স স্টুডিওতে প্রায়ই যেতেন, আর অন্যজন হচ্ছে ৬৬ বছর বয়সি চুনলি ঝাও হাফ, যিনি মুন বে ফার্মে কাজ করতেন। ঘটনা দুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বৃদ্ধি ও অভিবাসীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার ভয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ৩২ শতাংশ এশীয় অভিবাসী এবং ২৩ শতাংশ ল্যাটিন অভিবাসী জানিয়েছেন যে, তারা বন্দুক সহিংসতার শিকার হওয়া নিয়ে ভীত ও উদ্বিগ্ন। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের চেয়ে ভয়ের এই মাত্রা তিনগুণের বেশি।

আন্তোনিও পেরেজ ১৯৮৩ সালে মেক্সিকো থেকে চলে আসার পরে এখন হাফ মুন ব্রেতে বসবাস করেন। তিনি জানান, তিনি তার মাতৃভূমিতে চোরাচালানকারীদের সহিংসতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতার মধ্যে আটকা পড়েছেন।চএখানে এই ধরনের চরম পরিস্থিতি কখনোই আশা করিনি" পেরেজ বলেন।

প্রায় ৩৮০ মাইল দক্ষিণে মন্টেরে পার্কে নাচের হলে গুলি বর্ষণ ঘটনা বাসিন্দাদের মাঝেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাদের ভয় আমেরিকার বন্দুক সংস্কৃতির বিষ এবং গণহত্যার মহামারী এশিয়ান-আমেরিকান সম্প্রদায়কে সংক্রামিত করছে।

৩৬ বছর বয়সী ফ্রাঙ্ক হিও বলেন, "অ্যামেরিকানদের কাছে বন্দুক থাকে, সব জায়গায় বন্দুক আছে। এখানে থাকা অনেক বিপজ্জনক।চ

বন্দুকধারীরা তাদের সম্প্রদায়ের লোক বলে অভিবাসীদের অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। "বন্দুকধারীরা এশিয়ান, নিহতরাও এশিয়ান," জানালেন ফিলিপাইন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানো ৭২ বছর বয়সী রোল্যান্ডো ফাভিস।

অনেকেই বলেছেন তারা বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি শঙ্কিত ছিলেন। *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

নির্বিচারে গুলি, ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেরি পার্ক শহরে বন্দুক হামলায় ১১ জন নিহত

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের মন্টেরি পার্ক শহরে বন্দুক হামলায় ১১ জন নিহতে। চীনা চন্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে দুই দিনের উৎসব চলছিল মন্টেরি পার্ক শহরে। উৎসবে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ । গত শনিবার (২১ জানুয়ারি) রাত ১০টা ২০ মিনিটের দিকে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রায় আট মাইল পূর্বে মন্টেরি পার্কে এক বন্দুকধারী অতর্কিত গুলি চালালে পরিস্থিতি মুহূর্তেই বদলে যায়।

পুলিশ জানায়, ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেরি পার্কের একটি বলরুম ড্যান্স স্টুডিওতে হামলাকারীর গুলিতে ১০ জন নিহত হন, আহত হন আরও অন্তত ১০ জন। এদের কয়েকজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

সিএনএনের প্রতিবেদক প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানান, ওপ্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে জানিয়েছেন এটি একটি জনপ্রিয় ড্যান্স ক্লাব ছিল। চীনা চন্দ্র নববর্ষের উদযাপন যখন চলছিল, তখন এই গুলির শব্দ পাওয়া যায়ও

লস অ্যাঞ্জেলেসের কাউন্টি শেরিফ বিভাগ জানায়, তারা একজন পুরুষ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে শনাক্ত করেছেন। কিন্তু আটক করা সম্ভব হয়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যে ঘটনাস্থলে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) সদস্যরা পৌঁছেছেন।

কী ঘটেছিল মন্টেরি পার্কে?

এমন পরিস্থিতিতে মন্টেরি পার্কের রবিবারের লুনার উৎসবের আয়োজন বাতিল করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সেখানকার পুলিশ প্রধান স্কট ওয়েইস সংবাদ সম্মেলনে জানান,ওঅনুষ্ঠান রবিবার পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ছিল, কিন্তু তা এখন বাতিল করা হয়েছেও এক প্রত্যক্ষদর্শী লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসকে বলেন, ওতিন জন লোক তার রেস্তোরাঁয় দৌড়ে আসে এবং দরজা বন্ধ করতে বলেন। কারণ, ওই এলাকায় মেশিনগানসহ একজন লোককে দেখা গেছেও

মন্টেরি পার্কে আনুমানিক ৬০ হাজার মানুষের বসবাস। যার ৬৫ শতাংশই এশিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান ও ২৭ শতাংশ হিস্পানিক। উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৯ শিক্ষার্থীসহ ২১ জনকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার পর দেশটিতে অস্ত্র ব্যবহারের আইন আরও কঠোর করার দাবি ওঠে বিভিন্ন মহলে।

এবার আইওয়ায় বন্দুকধারীদের গুলিতে দুই শিশুসহ হতাহত ৩

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের মন্টেয়ারি পার্ক হত্যাকাণ্ডের পর আবারও গুলি চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক অঙ্গরাজ্য আইওয়ার একটি কিশোর-তরুণ সংশোধনকেন্দ্রে। এই ঘটনায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। স্থানীয় সময় সোমবার (২৩ জানুয়ারি) এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, আইওয়ার ডে ময় শহরের অলাভজনক বেসরকারি কিশোর-তরুণ সংশোধনকেন্দ্র স্টার্টস রাইট হিয়ারে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করেই হামলা চালায় তিন সন্দেহভাজন বন্দুকধারী।

তাদের গুলিতে আহত হওয়া দুই শিক্ষার্থীকে হাসাপাতালে নেয়া হলে সেখানেই মারা যায় তারা।

স্থানীয় পুলিশের সার্জেন্ট পল পারিজেক এ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আহত অবস্থায় দুই শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে নেয়ার পর তারা মারা যায়। তাদের মৃত্যুর সময় স্টার্টস রাইট হিয়ারের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দুজনই সার্জারি চলা অবস্থায় মারা যায়।' এই বিষয়ে তিনি আর বিস্তারিত কোনো তথ্য জানাননি।

তবে পল পারিজেক জানিয়েছেন, তারা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন, এই ঘটনায় তিন সন্দেহভাজন বন্দুকধারী গুলি চালিয়েছে। গুলি করেই তারা একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। ২০ মিনিট পর তারা যানজটে আটকে পড়ে। এ সময় পুলিশ তাদের আচরণে সন্দেহ করলে তাদের আটক করা হয়। আটকের সময় একজন লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকেও গ্রেফতার করা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের কোনো মোটিফ এখনো জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তারা হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, তারা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

পুলিশ সার্জেন্ট পারিজেক আরও বলেছেন, 'এসব শিক্ষার্থীদের নিরাপদ অবস্থানে থাকার কথা ছিল। এখানে যা ঘটেছে তা আমাদের পুরো সমাজের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে।'

ওয়াশিংটন পোস্ট বেচে ফুটবল ক্লাব কিনছেন বেজোস!

পরিচয় ডেস্ক: অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোস ওয়াশিংটন পোস্টের মালিকানার জন্য ২০১৩ সালে খরচ করেন ২৫ কোটি ডলার। এখন ওয়াশিংটন কমান্ডার্স নামে ফুটবল দল কেনার জন্য সংবাদমাধ্যমটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের খবরে জানানো হয়েছে এমন তথ্য। এদিকে নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে 'সংবাদমাধ্যমটির একজন নিয়ন্ত্রক' বলা হলেও তারা ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে জেফ বেজোসের মুখপাত্ররা জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন পোস্ট বিক্রি করা হবে না।

বেজোস আগেই অসংখ্যবার বলেছেন, কোনো সংবাদমাধ্যমের মালিক হওয়া তার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শেষপর্যন্ত ওয়াশিংটন পোস্ট কিনেছিলেন তিনি।

দ্য ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিন এর রিপোর্ট

বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে লড়ছে তিন পরাশক্তি

পরিচয় ডেস্ক: স্বাধীনতার ৫১ বছর পেরিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক নানা কারণে বিশ্বের পরাশক্তি দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রে এখন ঢাকা। এমনকি বড় বড় পরাশক্তির ক্ষমতার প্রতিযোগিতা এবং প্রভাব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে লড়ছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের মতো পরাশক্তিরা। মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) এ বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়ে প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশকারী ম্যাগাজিন দ্য ডিপ্লোম্যাট। ম্যাগাজিনটি মূলত এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিকেই বেশি ফোকাস করে। বাংলাদেশ নিয়ে মন্তব্য প্রতিবেদনটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাফী মো. মোস্তফা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহে মার্কিন এবং চীনা কর্মকর্তাদের সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি দক্ষিণ ও মধ্য-এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ঢাকা সফর করেন। সেসময় তিনি রাজনৈতিক দল, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন।

আগের সপ্তাহে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়ার জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল আইলিন লাউবাচার চার দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। গত ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল কালাম আবদুল

মোমেনের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

মোমেনের সঙ্গে লাউবাচারের বৈঠকের একদিন পর চীনের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং বিমানবন্দরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় আসেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এটাই ছিল তার প্রথম বিদেশ সফর।

দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, নবনিযুক্ত চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত সেই সফরে দেশটির কূটনৈতিক ঐতিহ্য কার্যত ভেঙে গেছে। কারণ চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা প্রতি বছর আফ্রিকার কোনো দেশকে তাদের প্রথম বিদেশ সফরের গন্তব্যে পরিণত করার বিষয়ে দীর্ঘদিন চালু থাকা প্রথা মেনে আসলেও এ বছর নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে ঢাকায় আসেন।

যদিও কিন সেসময় আফ্রিকায় যাচ্ছিলেন এবং মোমেনের সঙ্গে বৈঠকটি কোনো সরকারি সফর ছিল না। তারপরও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশের রাজধানীতে সংক্ষিপ্ত বিরতি ও মাঝরাতে মোমেনের সঙ্গে বিমানবন্দরে তার সাক্ষাৎ ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই বিষয়টি ঢাকা ও বিদেশের কূটনৈতিক মহলের নজর এড়ায়নি।

কিনের সেই সফরের পরপরই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের উপ-প্রধান চেন ঝো-এর নেতৃত্বে সিসিপির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসে। সফরে প্রতিনিধি দলটি ২০তম সিসিপি জাতীয় কংগ্রেসের স্পিরিট তথা মূল কথা ব্যাখ্যা করে নানা বক্তৃতা দেয়।

দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি যে নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে, তা হলো- 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'। পররাষ্ট্রনীতির এই কৌশল বাংলাদেশের জন্য ভালো কাজ করেছে। তবে দিন যত যাচ্ছে বড় পরাশক্তিগুলো তাদের বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যেকোনো একটি পক্ষকে বেছে নিতে ঢাকাকে ক্রমবর্ধমানভাবে চাপ দিচ্ছে।

২০২০ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক এবং স্যাংশন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত যা বললেন

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার সাথে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বার্থের বিষয় রয়েছে উল্লেখ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদলের প্রধান চার্লস হোয়াইটলি বলেছেন, অত্যাচারী রাশিয়া একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ইউক্রেনের উপর হামলা চালিয়েছে।

গত সোমবার (২৩ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত 'ইউরোপীয়ান ইন্টিগ্রেশন এন্ড দ্য ব্রেক্সিট' শীর্ষক এক সেমিনারে ইইউ রাষ্ট্রদূত এমন মন্তব্য করেন।

রাশিয়ার সাথে, ইউরোপের সাথে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে অনেকসময়ই এখানে কথাবার্তা হয় এমন মন্তব্য করে ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমরা সবাই বাংলাদেশের সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয় বিষয়টা জানি। (রাশিয়ার সাথে) বাংলাদেশের নিজস্ব স্বার্থের বিষয় রয়েছে, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, আমাদের দৃষ্টিতে মূল কথা হলো- এখানে অত্যাচারীটা কে? একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর রাশিয়া হামলা চালিয়েছে।

দেশটির হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। ৮০ লাখ মানুষকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের শরণার্থী বানিয়েছে এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। অনেকে আমাকে বলে, তোমরা এটাতে প্ররোচনা দিয়েছো কারণ ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য হতে চায়, ইউক্রেন ইইউর সদস্য হতে চায়...কিন্তু, কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র কোনো আঞ্চলিক সংস্থায় যোগ দেওয়াটা কিভাবে প্ররোচনা হয়? যেমনঃ আমি যদি বলি বাংলাদেশ সার্কে যোগ দিতে পারবে না! তাই, আমি এই ধরনের তর্ক পছন্দ করি না।অত্যাচারীতো পরিষ্কার এবং সেজন্যই আমরা স্যাংশন দিয়েছি।চ

অনেক সময় বাংলাদেশেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্যাংশনের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে দোষারোপ করে কথা বলা হয় জানিয়ে রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, "যুদ্ধে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করেই স্যাংশন দেওয়া হয়, যারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে লংঘন করে, স্যাংশনের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তাছাড়া, রাশিয়া থেকে তেল-গ্যাস-স্টিল আমদানিতেও স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। কারণ,আমরা রাশিয়া থেকে এগুলো নিতে চাইনা। ওরাতো অত্যাচারী। খাদ্য সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসেতো স্যাংশন দেওয়া হয়নি!চ

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এবং ইইউর মধ্যে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সংলাপের কথা স্মরণ করিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমাদের মধ্যে কৌশলগত ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা ইউক্রেন যুদ্ধ, ইন্দো-প্যাসিফিক, চীনের সাথে সম্পর্ক সবকিছু নিয়েই আলোচনা করেছি। বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়ন অংশীদার নয়, অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করি।চ বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "পদ্মাসেতু এবং চট্টগ্রাম টার্মিনালের মতো অনেককিছুই হচ্ছে যেগুলো ব্যবসার জন্য ভালো। কিন্তু, অবশ্যই দুর্নীতির মতো ইস্যুগুলো রয়েছে। এগুলো বিবেচনায় নিতে হবে।চ

এছাড়াও, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল ইইউর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে এর রাষ্ট্রদূত বলেন, আমাদের নিজস্ব ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি আছে। যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলেও দেশটির প্রতি ইউরোপীয় জোটটির সংহতি অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশে লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, "অনেক বছর হয়ে গেলেও তাদের দেশে ফেরার নাম নেই দেখে অনেকেই বলেন, পরিস্থিতি পরিবর্তনে তোমরা কি করছো? আমরা মিয়ানমারের ওপর প্রভাব খাটাতে চাচ্ছি। তাদের ওপর স্যাংশন দিয়েছি, অস্ত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছি, উন্নয়ন সহযোগিতা বাতিল করে দিয়েছি। অন্যদিকে, ইউরোপে আমরা নিজেরাও শরণার্থী সংকটে রয়েছি। ইউক্রেনের ৮০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।চ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. তাসনিম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রদূতকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাষ্ট্রদূত তাদের সকলের প্রশ্নেরই খোলামেলা জবাব দেন। সূত্র মানবজমিন

বাংলাদেশে মায়ের অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি : বড় প্রাপ্তির পথে যাত্রা?

ঢাকা: গত ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবারের এই রায়ের ফলে অভিভাবকের ঘরে বাবা অথবা মা অথবা আইনগত অভিভাবক- এই তিন বিকল্পের যেকোনো একটি উল্লেখ করেই শিক্ষার্থীরা এখন থেকে ফরম পূরণ করতে পারবে।

তবে নারী অধিকারকর্মী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা মনে করেন উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্ত নারীর অধিকার অর্জনের প্রথম ধাপ, এখনও অনেকদূর যেতে হবে। এখনও অভিন্ন পারিবারিক আইন, সম্পত্তির অধিকারসহ অনেকগুলো পদক্ষেপ বাকি রয়েছে, যেগুলো আদায়ের জন্য এখনও আন্দোলন করে যাচ্ছেন নারী অধিকারকর্মীরা।

এই অর্জনে যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাদের একজন রিটকারী ব্যারিস্টার সারা হোসেন। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "লিঙ্গ বৈষম্যমূলক প্রথা দূরীকরণের ক্ষেত্রে এই রায়টি যুগান্তকারী। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশের অধিকার এবং শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিতে এই রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। লিঙ্গভিত্তিক সকল বৈষম্য দূরীকরণের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন নিশ্চিতকরণে আজকের এই রায়ের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পাশাপাশি আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই আইন ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তবায়নে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। অনলাইনে যতগুলো ফরম আছে, সেখানে সব জায়গায় বাবার নাম বাধ্যতামূলক করা আছে। অথচ অনেক জায়গাতেই আইনে এর প্রয়োজন নেই। এগুলো নিয়ে এখন কাজ করতে হবে।"

বাবার পরিচয় নেই, বন্ধ হলো মেয়ের লেখাপড়া"

শিরোনামে ২০০৭ সালের ২৮ মার্চ দৈনিক প্রথম আলোয় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি যুক্ত করে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারীপক্ষ ২০০৯ সালে ওই রিট করে। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ওই বছরের ৩ আগস্ট রুলসহ আদেশ দেন হাইকোর্ট। রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত মঙ্গলবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেয়।

কেন এই রিট সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আবেদনকারীদের আইনজীবী আইনুন নাহার সিদ্দিকা ডয়চে ভেলেকে বলেন, এই রায়ের ফলে মায়ের অধিকারও আংশিক প্রতিষ্ঠিত হলো। আর মাতা-পিতার পরিচয়হীন যেকোনো শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হলো। আমি মনে করি, এটা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১০০ ধাপের এক ধাপ। আমাদের আরও কাজ করতে হবে।"

কোন প্রেক্ষাপটে এই রিট, জবাবে তিনি বলেন, "রাজশাহী বোর্ডের অধীন এসএসসির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণে বাবার নাম দিতে না পারায় এক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

নেদারল্যান্ডসে কোরআন অবমাননার ঘটনায় বাংলাদেশের তীব্র নিন্দা

ঢাকা: নেদারল্যান্ডসে পবিত্র কোরআন মাজিদ অবমাননার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই ঘৃণ্য কাজে বাংলাদেশ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি উগ্র ডানপন্থীরা দ্য হ্যাগে পবিত্র কোরআনের অবমাননা করেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে এবং যেকোনও কারণে মুসলিম ধর্মের প্রতি অবমাননা এবং একই সঙ্গে অন্য যেকোনও ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশ। ইসলাম শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, যেকোনও পরিস্থিতিতে ধর্মের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের স্বার্থে বাংলাদেশ সবাইকে অযৌক্তিক উসকানি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

ব্যর্থতাগুলো খুঁজে বের করে দিন, সংশোধন করে নেবো- জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: সরকারের ব্যর্থতা থাকলে তা খুঁজে বের করার জন্য বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ২৪ জানুয়ারি সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ফখরুল ইমামের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সফলতা কী, ব্যর্থতা কী এটা যাচাই করবে জনগণ। এটা যাচাই আমার দায়িত্ব না। সততা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে জনগণের কল্যাণ বিবেচনা করে কাজ করলে ব্যর্থ হবো কেন? কোথায় সাফল্য, কোথায় ব্যর্থতা সেটা জনগণই নির্ধারণ করবে। তবে মাননীয় সদস্যের যখন এতই আগ্রহ, তাহলে আমার ব্যর্থতাগুলো আপনিই খুঁজে বের করে দিন, আমি সংশোধন করে নিবো।

ওদিকে ইতিহাস বিকৃতিকারীদের বিচার: জাতীয় পার্টির পীর ফজলুর রহমান সম্পূরক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিচারের আওতায় আনতে আইন প্রণয়ন করবেন কিনা তা জানতে চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ইতিহাস '৭৫ সালের পর বিকৃতি শুরু হয়। জাতির পিতাকে হত্যাকারী ও ক্ষমতা দখলকারীরা এই বিকৃতি শুরু করে। ধারাবাহিকভাবে তা ২১ বছর চলতে থাকে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের মানুষকে সেই বিকৃতি ইতিহাস থেকে মুক্তি দেয়। আজকে বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল উদ্ভাসিত নয়, দেশের মানুষ ও নতুন প্রজন্ম এই ইতিহাস জানার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এখন বিকৃত করার সুযোগ নেই। কেউ তা করতেও পারবে

না। এটি সম্ভবও নয়। একই প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, ইতিহাস যারা বিকৃতি করেছে। আমি যদি ঠিক '৯৬ সালের আগে যাই। তাহলে কাকে রেখে কার বিচার করবো। '৭৫ সালের পর যারাই ছিলেন, এমন কি যারা সত্য কথাটাও জানতেন তারাও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে- দুর্ভাগ্য। রেডিও টেলিভিশন পত্রিকার কেউই বাদ যায়নি। খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ এর প্রতিবাদ করেছেন। বা সঠিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর-পর্বে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটিতে রয়েছে। প্রস্তাবটি যাতে বিবেচিত হয়, সে জন্য বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে এ সংক্রান্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগের সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ। একই প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা আরো বলেন, আমরা সরকার গঠনের পর থেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে কুটনৈতিক পর্যায়ে নানান পদক্ষেপ চালিয়েছি। এরই ফলশ্রুতিতে, ১৯৭১ সালে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আর কোনো রোহিঙ্গাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না - পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

সিলেট : দেশের সীমান্ত দিয়ে নতুন করে আর কোনো রোহিঙ্গাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার দুপুরে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ-৩, এনসিডিসি ইউনিট ও 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' নামক কর্নার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা নীতিগতভাবে আর একজনও রোহিঙ্গা নেব না। রোহিঙ্গা নিয়ে আমরা অলরেডি ঝামেলায় পড়েছি। প্রতিবছরে অনেক টাকা খরচ করছি। সম্প্রতি ওখানে ঝামেলা হয়েছিল, কিছু লোক ঢুকে গেছে। আস্তে আস্তে সেগুলো বের করে দেওয়া হবে।'

বৃহত্তর সিলেটের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, 'ওসমানী হাসপাতালের আইসিইউ-৩ ইউনিট এই অঞ্চলের মানুষের; বিশেষ করে মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে অবদান রাখবে। অবদান রাখবে এনসিডিসি ইউনিটও।'

ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দ্বিতীয় শাখার কাজ শুরুর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, 'হাসপাতালটির ওপর চাপ কমাতে এবং সিলেটবাসীর স্বাস্থ্যসেবা বাড়াতে ওসমানী হাসপাতালের দ্বিতীয় শাখার কাজ দ্রুত শুরু করা জরুরি।'

হাসপাতালের অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত শুরুর নির্দেশনা দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এটি হয়ে গেলে সিলেটবাসীকে আর বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে না। এতে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে, তেমনি মানুষের জীবনও অনেক সুরক্ষিত হবে।'

সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) সুইজারল্যান্ডের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার্ড প্রধানমন্ত্রীর সংসদ ভবনস্থ কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে এবং আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন কমিশন আইন প্রণয়নের পর সরকার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকায় ভোট চুরি নিয়ে কি আমরা সালিশি করতে যাই -জাতীয় সংসদে শেখ সেলিম

ঢাকা: আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপের চেষ্টার কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, 'আমেরিকার নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলেছিল আমরা কি সেখানে গিয়ে বলেছি, আসো আমরা সালিশি করি? কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ার নির্বাচন নিয়ে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। ওখানে কি আমরা হস্তক্ষেপ করেছি? আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।'

২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আ.লীগ ১০ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু

চট্টগ্রাম: আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ১০ লাখ কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, এখন ৫০ হাজার কোটি টাকার নোট ছাপানো হয়েছে। সব ব্যাংক খালি। রিজার্ভ খালি। টাকা নেই, রিজার্ভ নেই। অথচ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ১০ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা দিয়ে দেশে দেশে ঘরবাড়ি করেছে।

গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার বিকেলে চট্টগ্রামে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ১০ দফা দাবি বাস্তবায়ন, গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে চট্টগ্রাম মহানগর এবং উত্তর ও দক্ষিণ জেলা বিএনপি কেন্দ্র ঘোষিত এই সমাবেশ আয়োজন করে।

সমাবেশে আমীর খসরু আরো বলেন, আজ রিজার্ভ খালি। ডলার নেই বলেই দেশের মানুষের জন্য পণ্য আমদানি করতে পারছে না। দ্রব্যমূল্য আজ আকাশচুম্বী। যারা জনগণের অর্থ চুরি, ব্যাংক লুটপাট, মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তাদের কোনো সমস্যা নেই। তাদের তো পকেটভর্তি টাকা। পণ্যের দাম যতই বাড়ুক, তাদের সমস্যা হবে না। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তারা। তারা বেহেশতে আছে।

রিজার্ভ এক বছরে কমেছে ১৩ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে ডলারের চাহিদা মেটানোর অন্যতম উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া লেগেছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর যে চাপ তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছেড়্গাত ডিসেম্বর মাসের পর চলতি জানুয়ারি মাসেও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহে গতি বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, চলতি মাসের ২০ দিনে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ১৩১ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। আর চলতি অর্থবছরের ছয় মাস ২০ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ১৮০ কোটি ৮৫ লাখ ডলার। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে এসেছে ৬ কোটি ৫৮ লাখ ডলার।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের গবেষক ও অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত বলেন, 'গত বছরে অনেক মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গেছেন। তাদের অনেকে এখন রেমিট্যান্স পাঠানো শুরু করেছেন। এছাড়া সামনে রমজান মাস, সে কারণে অনেকেই বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছেন।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রবাসীরা ১৭০ কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন, যা ছিল আগের চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সেপ্টেম্বরে এসেছিল ১৫৪ কোটি ডলার। অক্টোবর ও নভেম্বরে এসেছিল যথাক্রমে ১৫২ কোটি ৫৫ লাখ ও ১৫৯ কোটি ৫২ লাখ ডলার।

অর্থাৎ গত চার মাসে প্রতিদিন গড়ে ৬ কোটি ডলারের কম রেমিট্যান্স এসেছে। তবে জুলাই মাসে এসেছিল ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার। পরের মাস আগস্টে আসে ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, জানুয়ারির প্রথম ২০ দিনে যে হারে রেমিট্যান্স এসেছে, মাসের বাকি ১১ দিনে সেই হারে এলে এই মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ জুলাই ও আগস্ট মাসের মতো ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আর আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চে আরও বাড়তে পারে। কারণ, মার্চের শেষের দিকে রমজান মাস শুরু হবে। সাধারণত, রোজা এবং ঈদকে সামনে রেখে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়িয়ে দেন প্রবাসীরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

রিজার্ভ এক বছরে কমেছে ১৩ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: গত এক বছরে সঙ্কটে পড়া ব্যাংকগুলোর কাছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার রিজার্ভ থেকে বিক্রি করেছে ১০ বিলিয়ন ডলার। এরই সুবাদে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত এক বছরে কমেছে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশের বকেয়া আমদানি ব্যয় মেটাতে হচ্ছে। সাথে চলতি আমদানি দায়ও পরিশোধ করতে হচ্ছে। কিছু আমদানি ব্যয় না মিটিয়ে আবার ছয় মাসের জন্য বকেয়া রাখা হচ্ছে। এভাবেই বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের রিজার্ভে চাপ হ্রাসের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ দিকে ডলার সঙ্কট মেটাতে কিছু কিছু ব্যাংকের বিরুদ্ধে আবার বেশি দরে রেমিট্যান্স সংগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। এর প্রভাব পড়ছে ডলার মূল্যের ওপর। ইতোমধ্যে আন্তঃব্যাংক ডলারের দাম ১০৭ টাকা থেকে ৫০ পয়সা বেড়ে ১০৭ টাকা ৫০ পয়সা হয়েছে। সামনে এ ধারা অব্যাহত থাকলে ডলারের মূল্য আরো বেড়ে যাবে। আর তা হলে পণ্যের আমদানি ব্যয় আরো বেড়ে যাবে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির ওপর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত বছরের ১৮ জানুয়ারিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪৫.২১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে চলতি মাসের একই সময়ে তা কমে নেমেছে ৩২.৪৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে চলতি মাসেই গতকাল পর্যন্ত সঙ্কটে পড়া ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করা হয়েছে ৯১ কোটি ডলার। মাস শেষে তা এক বিলিয়ন ছেড়ে যাবে। গত জুলাই থেকে গতকাল ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক সঙ্কটে পড়া ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করেছে ১০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। আর এ কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে এসেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো: মেজবাউল হক গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, বকেয়া এলসির দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। সাথে রয়েছে চলতি এলসির দায়। পাশাপাশি বড় বড় এলসি বিশেষ করে সার, বীজ, ভোগ্যপণ্যের আমদানি দায় পরিশোধ করতে হচ্ছে। এসব বকেয়া এলসির দায় কমে আসতে শুরু করেছে। অপর দিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ছে। গতকাল পর্যন্ত চলতি মাসে ১.৫৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। মাস শেষে তা দুই বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে। পরের মাসে রমজান ও ঈদ হবে। ওই দুই মাসেও রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে। ফলে সামনে রিজার্ভের ওপর চাপ আরো কমে যাবে বলে তিনি আশা করেন। এ দিকে ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংকগুলোর ডলার সঙ্কট এখনো কাটেনি, বরং দিন দিন তা বেড়ে যাচ্ছে। সরকারি ব্যাংকগুলো শুধু সরকারি কেনাকাটায় বিশেষ করে বিপিসির জ্বালানি তেল, বিসিআইসির সার, খাদ্য অধিদফতরের ভোগ্যপণ্য, বিদ্যুৎ বিভাগের বিদ্যুতের সরঞ্জামাদি আমদানির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি ব্যাংকগুলোকে ডলার সরবরাহ করা হচ্ছে। চলতি জানুয়ারিতেই গত ২৫ জানুয়ার পর্যন্ত ৯১ কোটি ডলার বিক্রি করতে হয়েছে রিজার্ভ থেকে। কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলোর চাহিদা মেটাতে গেলে তা কয়েক বিলিয়ন ছেড়ে যেত। তবে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য আমদানির জন্য এলসি খুলতে পারছে না। রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহের মাধ্যমে যেটুকু সংগ্রহ করতে পারছে ওই টুক দিয়েই আমদানি ব্যয় মেটানো হচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে ভাটা পড়ে গেছে। একটি ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন, ব্যাংকগুলোর আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য আয় আসে এলসি কমিশন থেকে। কিন্তু ডলার সঙ্কটের কারণে এলসি খুলতে না পারায় ব্যাংকগুলোর নিট মুনাফা কমে যাচ্ছে। এর সামগ্রিক প্রভাব পড়েছে ব্যাংকগুলোর আয়ের ওপর। তিনি জানান, বৈদেশিক বাণিজ্যে আয় কমলেও ব্যয় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কারণ রেমিট্যান্স সংগ্রহে কোনো কোনো ব্যাংক আগ্রাসী ব্যাংকিং করছে। তারা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে এমন ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাফেদা ও ব্যাংকারদের সংগঠন এবিবি বেঁধে দেয়া ১০৭ টাকা দর কিছু কিছু ব্যাংক মানছে না। তারা বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য প্রতি ডলার ১১৩ টাকা পর্যন্ত দরে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করছে। ইতোমধ্যে বাফেদা ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সতর্ক করা হয়েছে। প্রয়োজনে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ কামনা করবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডলার ক্রাইসিস বলে আতঙ্ক ছড়াবেন না

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম বলেছেন, ডলার সাশ্রয় সবসময় ভালো ফল বয়ে আনে না, ঢালাওভাবে আতঙ্কিত হয়ে কিছু করাও যাবে না। আর ডলার ক্রাইসিস, ডলার ক্রাইসিস বলে আতঙ্ক ছড়াবেন না। এই সংকট পুরো পৃথিবীজুড়েই।

গত ২৫ জানুয়ারী বুধবার আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ডলার সাশ্রয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল পণ্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করতে কাস্টম ডিউটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিউটি বৃদ্ধি করা ছাড়া ডলার সাশ্রয়ে আমাদের তরফ থেকে কিছু করার নেই। আমরা আমদানি বন্ধ করতে পারব না, ডিউটি বাড়িয়ে তাদের নিরুৎসাহিত করছি। তাছাড়া ডলার সাশ্রয়ে সবসময় ভালো ফল আসবে না।

তিনি বলেন, উপকরণ আমদানি ও মেশিনারিজ আমদানি বন্ধ করলে ডলার সাশ্রয় হবে। কিন্তু তাতে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, রপ্তানি কমে যাবে। তাই ডলার সাশ্রয় করতে গিয়ে ঢালাওভাবে আতঙ্কিত হয়ে কিছু করা যাবে না। আর আপনাদেরও (সাংবাদিক) বলবো, ডলার ক্রাইসিস, ডলার ক্রাইসিস বলে আতঙ্ক ছড়াবেন না। পুরো পৃথিবীজুড়েই ডলার সংকট। বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শুল্কহার কমানো-বাড়ানো এনবিআরের কাজ। যখন অন্য কোনো মন্ত্রণালয় থেকে আসে তখন তারা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। আর এনবিআর যখন বিবেচনা করে তখন সার্বিক দিক বিবেচনা করে। শুল্কহার কমানো-বাড়ানোর সঙ্গে শুধু ডলার সাশ্রয়ের সম্পর্ক নয়। এর সঙ্গে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয় কি না, চোরাচালানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় কি না এসব বিষয়গুলোও আমাদের দেখতে হয়। এসব বিবেচনায় যেসব পণ্যের শুল্কহার বাড়ানো দরকার সেগুলো আমরা বাড়াই, প্রয়োজনে আরও বাড়াব। অনেক জিনিস অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু দেখা যাবে সেগুলো আরেকটি পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে মন্দাভাব তার রেশ বাংলাদেশের বাণিজ্যেও পড়েছে। তাতে রাজস্ব আহরণও কমেছে। ভোক্তার সুবিধার্থে আমদানি পর্যায়ে কিছু অব্যাহতি দিয়েছি। তাতেও কিছুটা আহরণ কম হয়েছে। তবে আশাকরি বছর শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারব।

গ্যাসের দামবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এনবিআর ট্যারিফ কমাতে পারতো কি না জোনতে চাইলে তিনি বলেন, শুধু গ্যাসের দাম না, অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সবাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখে ট্যাক্স, কাস্টম ডিউটি। যখনই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়। সবাই মনে করে ট্যাক্স, ভ্যাট, কাস্টম ডিউটি কমালেই দ্রব্যমূল্য কমে যাবে।

বাংলাদেশে ঋণখেলাপির সংখ্যা পৌনে ৮ লাখ

ঢাকা: বাংলাদেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণখেলাপির সংখ্যা সাত লাখ ৮৬ হাজার ৬৫ জন বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এর মধ্যে শীর্ষ ২০ জনের তালিকা তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী জানান, শীর্ষ ২০ খেলাপির মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১৯ হাজার ২৮৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১৬ হাজার ৫৮৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা। আজ মঙ্গলবার সংসদের বৈঠকে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য শহীদুজ্জামান সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য তুলে ধরেন। এর আগে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয়।

একই প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী শীর্ষ ২০ খেলাপির তালিকা তুলে ধরে জানান, সিএলসি পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ৭৩২ কোটি ৯২ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক হাজার ৬৪০ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ৮৫৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। তাদের খেলাপির পরিমাণ এক হাজার ৫২৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ৭৭ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। এদের পুরোটাই খেলাপি ঋণ। রাইজিং স্টিল কোম্পানি লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৪২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণ ৯৯০ কোটি ২৮ লাখ টাকা। মোহাম্মদ ইলিয়াস ব্রাদার্স (প্রা.) লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৯৬৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। তাদের পুরোটাই খেলাপি ঋণ। রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যার লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ একই। তাদের খেলাপি ঋণ ৮৭৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা। ক্রিসেন্ট লেদারর্স প্রডাক্ট লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮৫৫ কোটি ২২ লাখ টাকা। কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেমস লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮১১ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। সাদ মুসা ফেব্রিক্স লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৩১ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭৭৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। বি আর স্পিনিং মিলস লিমিটেডের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭২১ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। এস.এ অয়েল রিফাইনারী লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৭২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭০৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

GRAND
Opening
Salim
Biryani & Kabab
SALIM
BIRYANI & KABAB
ROSE GARDEN PARTY HALL
ROSE
GARDEN
PARTY HALL
We request the honor
of your presence at the
grand opening of Salim
Biryani & Kebab and
Rose Garden Party Hall.
@166-14 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
You are cordially invited..
30th
January
2023
7:30 pm
Monday

মেয়ের শ্লীলতাহানি, ভারতে প্রতিবাদী বাবাকে পিটিয়ে খুন

কলকাতা: ফের পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটল কলকাতার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। মেয়েকে বাঁচাতে গেছিলেন বাবা। তাকে পিটিয়ে মেরেছে সমাজবিরোধীরা।কলকাতা থেকে শখানেক কিলোমিটার দূরে হাওড়া জেলার শ্যামপুর।

রোববার সন্ধ্যায় সাইকেল চড়ে টিউশন পড়ে ফিরছিল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। অভিযোগ, বাড়ির কাছেই তিন সমাজবিরোধী ওই ছাত্রীর পথ রোধ করে। তাকে কটূক্তি করে। তার শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করে। মেয়ের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তারা বাবা। বছর পঁয়ত্রিশের ওই ব্যক্তি মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তার উপর আক্রমণ করে ওই সমাজবিরোধীরা।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, মেয়েটির বাবাকে বহুক্ষণ ধরে পেটানোর পর এক সময় তার শরীর স্থির হয়ে যায়। সমাজবিরোধীরা পাশের ঝোপে তার দেহ ফেলে রেখে পালায়। ওই যুবককে এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার পরেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ওই তিন যুবক এলাকারই বাসিন্দা।

তাদের দৌরাত্মে এলাকায় বাস করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিনতাই, চুরির পাশাপাশি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে কটূক্তি প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগেও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

এদিনের ঘটনার পর একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, ওই তিনজনের মধ্যে দুইজন ভাই। তাদের একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকি দুইজন এখনো পলাতক। গত সোম এবং মঙ্গলবার (২৩ ও ২৪ জানুয়ারী) থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, থমথমে অবস্থা নিহতের পরিবারের। -পিটিআই

মোদি কেন বিবিসির তথ্যচিত্র দেখাতে চান না

পরিচয় ডেস্ক: বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে বিবিসির তথ্যচিত্রের সম্প্রচার বন্ধ করেছে দেশটির ডানপন্থী সরকার। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় মোদির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই তথ্যচিত্রে।

দুই পর্বের 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোশ্চেন' শীর্ষক তথ্যচিত্রকে 'প্রোপাগান্ডা' হিসেবে উল্লেখ করে এর ভিডিও ও লিংক সরাতে ইউটিউব ও টুইটারকে নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। এমনকি ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যচিত্রটি দেখানোর সময় বাধা দেয় সরকারি কর্তৃপক্ষ। আয়োজক ছাত্র ইউনিয়নের কার্যালয়ে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার অভিযোগও উঠেছে। দেশটির অন্যান্য অংশেও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার খবর মিলেছে। এদিকে সরকারি নির্দেশনা না মেনে বিরোধী দলীয় নেতা, সংবাদকর্মী এবং অধিকারকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্যচিত্রটির লিংক শেয়ার করে যাচ্ছেন।

২০০২ সালে গুজরাটে কী হয়েছিল?

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনে ২০০১ সালের শেষদিকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় নরেন্দ্র মোদিকে। তখন পর্যন্ত তিনি 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের' (আরএসএস) গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী দলগুলোর অনুকরণে ১৯২৫ সালে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে বিজেপি। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চেয়েছিল আরএসএস, দেশটির ২০ কোটির বেশি মুসলমান যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হবেন।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক ট্রেন অগ্নিকাণ্ডে ৫৯ জনের মৃত্যু হয়। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাফেরত অনেক হিন্দু তীর্থযাত্রী ছিলেন সে ট্রেনে। মুসলমান দোকানীরা গোধরা স্টেশনে ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে মোদি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার অভিযোগ করে বসে। তবে ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক কমিটি জানায়, ট্রেনে আগুন ধরেছিল দুর্ঘটনাক্রমে।

এদিকে গোধরা স্টেশনের খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় গুজরাটজুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের ওপর তাণ্ডব চালায় ধর্মান্ধ হিন্দুরা। দুই হাজারের বেশি মানুষ হত্যা করা হয়, যাদের সিংহভাগ মুসলমান ছিলেন। অনেক নারী ধর্ষণের শিকার হন। ভারতের ইতিহাসে এমন ধর্মীয় গণহত্যার নজির কম। এদিকে রাষ্ট্র হিসেবে গুজরাটের কপালেও দুর্নাম কম জোটেনি।

যুক্তরাজ্যসহ অনেক বিদেশি রাষ্ট্র সে সময় মোদি সরকারের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে মোদির ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাও দেয়া হয়। এদিকে গণহত্যায় মোদি 'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' উপাধি পেয়ে বসেন। আরএসএস ও বিজেপিতে তার মর্যাদা বাড়তে থাকে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হতে সে বছর নয়া দিল্লিতে যান তিনি।

বিবিসির তথ্যচিত্রটি কী নিয়ে?

গুজরাট দাঙ্গায় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোদি নির্দেশ দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৫৯ মিনিটের তথ্যচিত্রে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন নথির উদ্ধৃতি করেছে বিবিসি। বেনামী সূত্রের বরাত দিয়ে বলেছে, পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে মোদি মুসলমানদের ওপর হামলায় পুলিশকে বাধা দিতে বারণ করেন। সে সঙ্গে হামলাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত' বলা হয়েছে, যার লক্ষ্য মূলত 'হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করা'। দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে তথ্যচিত্রে।

ভারতে তথ্যচিত্রটি নিষিদ্ধের পর বিবিসি এক বিবৃতিতে বলে, তথ্যচিত্র তৈরিতে 'সর্বোচ্চ সম্পাদকীয় নীতিমালা মেনে যথাযথভাবে গবেষণা করা হয়েছে'। তা ছাড়া সূত্র হিসেবে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া হয়েছে বলেও জানায় বিবিসি, এমনকি বিজেপির ভেতর থেকেও মতামত নেয়া হয়। বিবিসি বলেছে, 'আমরা ভারতীয় সরকারকে তথ্যচিত্রে উত্থাপিত বিষয়বস্তু নিয়ে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

'২০১৯ সালে পারমাণবিক যুদ্ধের খুব কাছে চলে গিয়েছিল ভারত-পাকিস্তান'

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মাইক পম্পেও

ওয়াশিংটন ডিসি:পারমাণবিক যুদ্ধের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। এমন অবস্থায় ২০১৯ সালে সেই উত্তেজনা প্রশমনে হস্তক্ষেপ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং তাতেই একটি ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসে এই দুটি দেশ। এসব কথা নিজের স্মৃতিকথা 'নেভার গিভ অ্যান ইঞ্চ'তে লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক শীর্ষ কূটনীতিক মাইক পম্পেও। তিনি বলেছেন, কাশ্মীর নিয়ে ওই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এতে দুই দেশই পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই আয়ত্তে আনে যুক্তরাষ্ট্র। মাইক পম্পেও লিখেছেন, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান একটি পারমাণবিক যুদ্ধের কতো কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, আমার মনে হয় তা বিশ্ববাসী ঠিকমতো জানেন না। মাইক পম্পেও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তারও আগে তিনি ছিলেন সিআইএ'র প্রধান। গত ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে তার এই স্মৃতিকথা।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীর অঞ্চলের একটি ফ্লাশপয়েন্টে ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়। এতে ভারতের আধা-সামরিক বাহিনীর ৪১ জন সদস্য নিহত হন। এর জন্য পাকিস্তানি জঙ্গি গ্রুপকে দায়ী করে ভারত। জবাবে ওই মাসেই পাকিস্তানের ভূখণ্ডের ভেতরে আকাশপথে হামলা চালায় ভারত। এর নাম দেয়া হয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। ওই সময় ভারতীয় একটি যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করে পাকিস্তান। আটক করে এর পাইলট অভিনন্দন বর্তমানকে। পরে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তাকে মুক্তি দেয় ইসলামাবাদ। ওই সময়ে ডনাল্ড ট্রাম্প এবং উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের মধ্যে সামিটে যোগ দিতে মাইক পম্পেও ছিলেন হ্যানয়ে। তিনি বলেছেন, ভারতের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার আর্জেন্ট ফোনকলে তার ঘুম ভাঙে। পম্পেও লিখেছেন, 'ওই কর্মকর্তা বিশ্বাস করেছিলেন যে, হামলা চালানোর জন্য পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত করা শুরু করেছে পাকিস্তান। তিনি আমাকে জানান যে, ভারতও এই উত্তেজনার জবাব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন কিছু না করতে তাকে অনুরোধ করি আমি। বলি বিষয়টি দেখার জন্য আমাদেরকে এক মিনিট সময় দিতে'। মাইক পম্পেও বলেন, ভারত এবং পাকিস্তানকে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখতে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকরা। পম্পেও লিখেছেন- 'ভয়াবহ একটি পরিণতি এড়াতে ওই রাতে আমরা যা করেছি, তা অন্য কোনো দেশই করতে পারতো না'। পম্পেও আরও লিখেছেন, ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছিল কাশ্মীরের ২০ বছর বয়সী এক যুবক। এ হামলায় তাকে 'সম্ভবত মদত' দিয়ে থাকতে পারে পাকিস্তান। পম্পেও বলেছেন, এ নিয়ে তিনি 'পাকিস্তানের প্রকৃত নেতৃত্ব' তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল কমর জাভেদ বাজওয়ার সঙ্গে কথা বলেন। এর মধ্যদিয়ে তিনি তখনকার বেসামরিক সরকারের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ওই সময় *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

মোদিকে নিয়ে ডকুমেন্টারি, যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে - স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস

ওয়াশিংটন ডিসি: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে তৈরি বিবিসির ডকুমেন্টারি বা তথ্যচিত্র নিয়ে গত কদিন ধরেই দেশটিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এরইমধ্যে এতে জ্বালানি দিলো যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই ডকুমেন্টারির পক্ষ নিয়ে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে রয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেন, আমরা মুক্ত গণমাধ্যমকে সমর্থন করি। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। বিশ্বজুড়ে আমরা সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেই। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে জানানো হয়েছে, ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিবিসির ওই ডকুমেন্টারিতে। এ নিয়ে নেড প্রাইসকে প্রশ্ন করেন পাকিস্তানের এক সাংবাদিক। এরপরই মোদিকে নিয়ে তৈরি ওই ডকুমেন্টারি তথা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্ত করেন নেড প্রাইস। ভারতের গুজরাট রাজ্যের দাঙ্গার সময় এর পেছনে নরেন্দ্র মোদিকে দায়ী করে ওই ডকুমেন্টারিটি তৈরি করেছিল বৃটিশ গণমাধ্যম

বিবিসি। এ নিয়ে সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, এর আগেও তাকে ওই ডকুমেন্টারি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তবে তখন তিনি এই ইস্যুটি পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এমন ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি অবগত নন। তবে এবার সুর বদল করে ডকুমেন্টারির পক্ষ নিলেন নেড প্রাইস। এর আগে ভারত সরকারের তরফে বিবিসির এই ডকুমেন্টারির নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেয়া হয়। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, বিবিসির এই তথ্যচিত্রটির পিছনে নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা রয়েছে।

'ইন্ডিয়া: দ্য মোদী কোয়েশ্চন' নামে দুই পর্বের ওই ডকুমেন্টারিতে ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। তবে এতে মোদিকে 'ভুল চরিত্রায়ন' করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির।

দেশটির কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ইউটিউব ও টুইটার থেকে এ সংক্রান্ত সকল ভিডিও সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

মহাসমারোহে শুভ মুক্ত
নিউ ইয়র্ক সহ আমেরিকার ২২টি শহরে
১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, শুক্রবার
মেইড ইন
চট্টগ্রাম
DIRECTED BY IMRAUL RAFAT
In
JAMAICA
Multiplex
১০-১৬ই ফেব্রুয়ারী
প্রথমবার সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম
এর ভাষায় নির্মিত

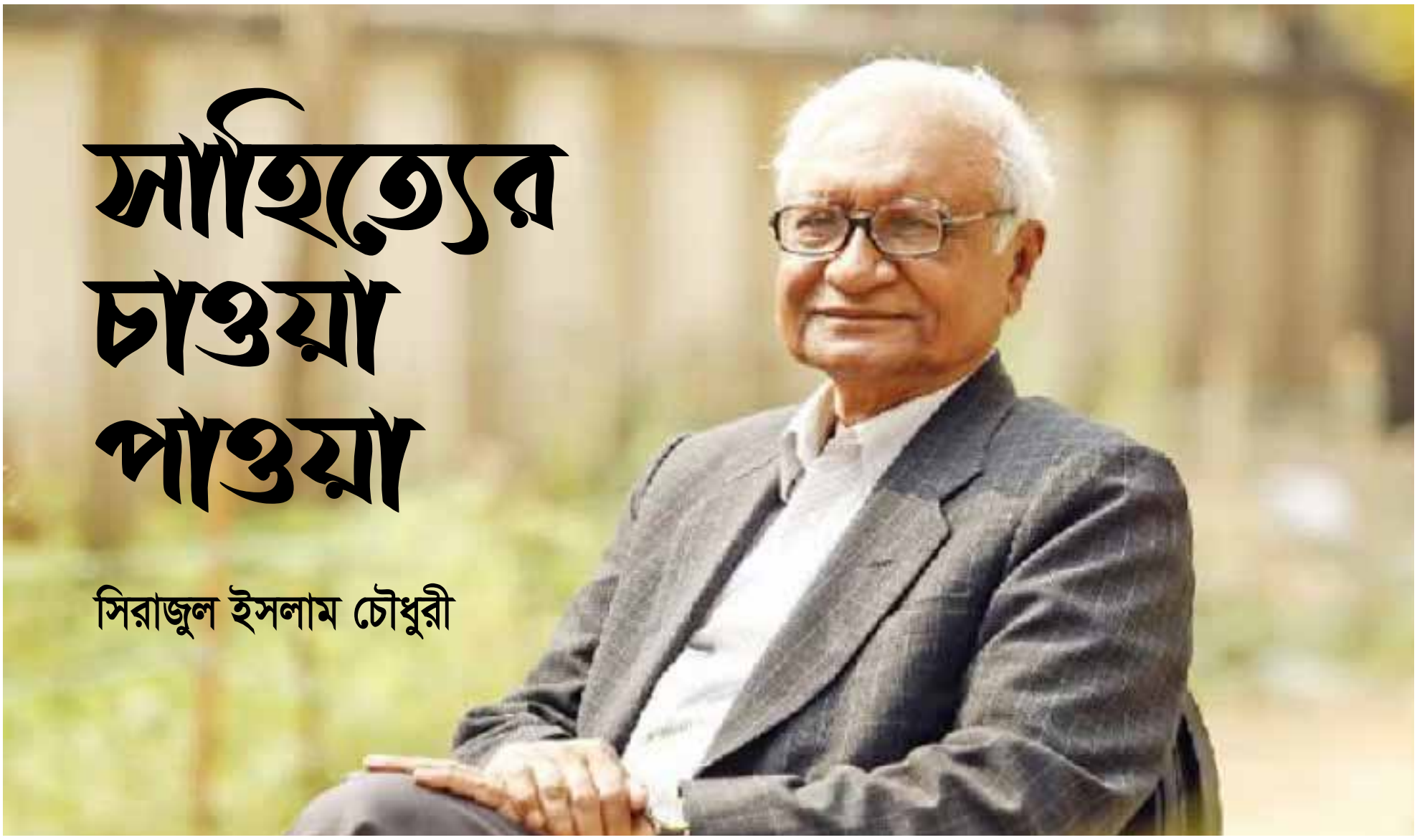

সাহিত্যের চাওয়া পাওয়া

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সাহিত্যের কাছে আমাদের চাইবার জিনিস আছে। কিন্তু সাহিত্যের নিজের চাওয়া পাওয়ার একটা বিষয় থাকে। আমরা জানি যথার্থ সাহিত্য বারবার পড়া যায়, কখনোই পুরাতন হয় না। উল্টো প্রতিপাঠেই নতুন চেহারায় ধরা দেয়। এর কারণ সাহিত্যের ভেতর একটা রহস্য থাকে। রহস্যটা কী? থাকে সে কোথায়? সেসব কথা একেবারে পরিষ্কার করে বলা যাবে না, বলতে গেলে কারণের একটা ফর্দ তৈরি করতে হবে। ফর্দে উল্লেখ থাকবে লেখকের কল্পনার, তার অনুভূতির, এবং তার দর্শনের। কোনটা আগে কোনটা পরে সেটার মীমাংসাও একটা সমস্যা। কারণ ওই ৩টি মিলেমিশে যায়, অভেদ্য হয়ে পড়ে। তবে এটা খুবই সত্য যে দর্শন ছাড়া সাহিত্য নেই। সাংবাদিকতা যে সাহিত্য নয় তার প্রধান কারণ ওই দর্শন।

সাংবাদিকতা দর্শনকে এড়িয়ে চলে, ওদিকে দর্শনের সন্ধান না পেলে সাহিত্যের একেবারেই চলে না। তা দর্শন বলতে আমরা কী বোঝাবো? দর্শনের মূল কথাটা হচ্ছে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা অন্যত্রও পাওয়া যায়, কিন্তু দর্শনের ব্যাখ্যাটা আসে যুক্তির পারম্পর্যের ভেতর দিয়ে। এখানে তার আত্মীয়তা আছে বিজ্ঞানের সঙ্গে। কিন্তু বিজ্ঞান যে-পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক দর্শন সে-পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক নয়। দর্শনের চরিত্রটা সর্বদাই মানবিক এবং মানুষের অমঙ্গল যদি করে ফেলে তাহলেও সে মানবিকতার গুণ ও সীমা লঙ্ঘন করে না। আর এই মানবিকতাই সাহিত্যকে দর্শনাভিমুখী করে তোলে।

২

কবিতাই প্রথমে এসেছে, তার পরে দর্শন। কিন্তু কবিতা দর্শনকে খুঁজেছে। যদিও দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর- জন্মসময়গত যতটা তার চেয়ে অনেক বেশী চরিত্রগত। কবিতার তথা সাহিত্যের উপজীব্য হচ্ছে বিশেষ; দর্শনের উপজীব্য নির্বিশেষ। তাদের অবলম্বন ভিন্ন ভিন্ন; সাহিত্য বিশ্বাস করে সংশ্লেষণে, দর্শনের আগ্রহ বিশ্লেষণে। তবু সাহিত্যের জন্য দর্শনানুসন্ধান অপরিহার্য। কেননা মানুষের বিশেষ অনুভূতিগুলোর প্রবণতা থাকে নির্বিশেষ সাধারণীকরণের দিকে; সব সময়েই তাই দেখা যায় তারা কোনো জ্ঞানের অভিমুখে যেতে চাইছে। অন্যদিকে আবার দর্শন যদিও বিশ্লেষণধর্মী ও চিন্তানির্ভর, তথাপি দর্শন বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের মতো খণ্ড খণ্ড করে অবলোকন করে না সে জীবন ও জগতকে; সংলগ্ন ও ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা রাখে সমগ্রকে ব্যাখ্যা করবে একক কোনো মানদণ্ডে। তবে সত্য থাকে এটা যে, দর্শনের তবু সাহিত্যকে বাদ দিলে চলে, কিন্তু সাহিত্যের কখনোই চলতে পারে না দর্শনকে বাদ দিয়ে।

তাই দেখি ইন্দ্রিয়সংবেদী কবি, কীটস, চরমভাবে যিনি আস্থা রেখেছিলেন ংবহংধঃরড়হং-এ, তিনিও বারংবার বলছেন দর্শনের কথা, ভয় পাচ্ছেন চিন্তাবিহীন অনুভবকে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন মননশীলতার দিকে, এবং গভীরতম অনুভবশক্তির প্রকাশে-সমৃদ্ধ কবিতাসমূহেও অনুপ্রাণিত অথচ যৌক্তিক দার্শনিক উক্তি করছেন। সেটা একটা দিক। অপর দিকে এও অনিবার্য সত্য যে, কোনো মানুষই তার সমসাময়িক দার্শনিক আবহাওয়ার বাইরে নয়, লেখক তো ননই। যেমন করে প্রাকৃতিক জলবায়ু প্রভাবিত করে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যকে, ঠিক তেমনিভাবে দার্শনিক আবহাওয়া প্রভাব রাখে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। এই প্রভাব একজন লেখক অন্য মানুষের তুলনায় অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন, কেননা লেখক সাধারণ-মানুষের তুলনায় অধিক সংবেদনশীল, গ্রহণসক্ষম। টেনিসনের 'ইন মেমরিয়াম' কবিতায় বিবর্তনবাদী চিন্তার উপস্থিতি কোনো গোপন ব্যাপার নয়; এই কবিতা কিন্তু লেখা হয়েছিল ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের বই প্রকাশের ৯ বছর আগে। ডারউইনের বই প্রকাশের পূর্বেই বিবর্তনবাদী চিন্তা অগ্রসর হয়ে এসে পৌঁছেছিল অগ্রসর মানুষের মনে, এবং সেই অগ্রসর চিন্তা থেকে দূরে ছিলেন না কবি টেনিসন, মূলতঃ যিনি সৌন্দর্যপিপাসু; বিশেষ দক্ষতা যার দার্শনিক ভাবনার চঞ্চল অনুসরণে নয়, অনুভবের অচঞ্চল চিত্রায়নে।

জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্দীন পরস্পরের সমসাময়িক। দু'জনেই পূর্ববঙ্গের মানুষ, শ্যামল ও সিক্ত প্রকৃতির প্রতি দু'জনেরই গভীর ভালোবাসা। কিন্তু তাদের কবিতাতে যে পারস্পরিক দূরতিক্রমণীয় ব্যবধান তার কারণটা মূলতঃ দার্শনিক। সময়কে জয় করবার প্রয়োজনে বিপন্ন জীবনানন্দ যে একটি ইতিহাসচেতনা নীরবে গড়ে তুলেছিলেন নিজের মতো করে, জসীমউদ্দীনের লেখায় তেমন কোনো দর্শনানুসন্ধান আমরা পাবো না। এখানে জীবনানন্দ বড় জসীমউদ্দীনের তুলনায়; একই সঙ্গে তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গভীর। অথবা ধরা যাক কাজী নজরুল ইসলামের কথা। বড় মাপের কবি তিনি। কিন্তু মনে হবে কবিতাতে তিনি বড়ই অগোছালো, অনেক সময় স্ববিরোধী। আসলে নজরুল ইসলামের ভেতরে ন্যায়-অন্যায়ের প্রকারভেদের বোধ আছে, রয়েছে সুন্দর জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা, আর তার বিপরীতে অসুন্দরের জন্য প্রবল ঘৃণা। দেখা যাবে প্রবহমান ঘটনা ও নির্যাতিতের দুঃখের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী।

সব মিলিয়ে একটি দার্শনিকতা রয়েছে, যেমনটা আমরা পাই ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের লেখায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে একজন কালজয়ী সাহিত্যিক সে কেবল হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক গল্প বলার দরুণ নয়, আরও বড় কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গি, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য গভীর মমতা; এবং যে-দৃষ্টিটি উল্লেখযোগ্য এই বৈশিষ্ট্যের কারণেও বটে যে এতে একই সঙ্গে রয়েছে সামন্তবাদের প্রতি ঘৃণা ও ভালোবাসা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সৃজনীকল্পনা ও দার্শনিকতা একেবারে হাত ধরাধরি করে আছে। একই সঙ্গে তিনি ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক। তার রচনাতে রক্ত মাংসের মানুষেরা রয়েছে, তাদের নিজস্ব দাবী নিয়ে। বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

সমসাময়িক জগৎ ও ঘটনা সম্পর্কে তিনি সজাগ, যেমন সচেতন তিনি অতীত ইতিহাস বিষয়ে। গতির প্রতি তার স্বাভাবিক পক্ষপাত। অন্যদিকে আবার রয়েছে তার ধর্মচেতনা। তিনি উপনিষদের উত্তরাধিকারী। ধর্ম তাঁকে সাম্প্রদায়িক করেনি, বরঞ্চ বাংলা সাহিত্যকে তিনি যে-পরিমাণে অসাম্প্রদায়িক করে গেছেন তার আগে তেমনটি আর কেউ করতে পারেননি। আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার স্বাভাবিক টান। এবং এও মোটেই তাৎপর্যহীন নয় যে, তাঁর গান যেমন ভারতের তেমনি বাংলাদেশে জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্যকে ধারণ করে রয়েছে একটি দার্শনিকতা, যেটি ছাড়া তার সাহিত্যকে ভাবাই যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্য অবশ্যই আদর্শ-নিরপেক্ষ নয়, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গভীর ভাবে আদর্শবাদী।

সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠ শেক্সপীয়র মত প্রচারক ছিলেন না আদৌ, কোনো বিশেষ দার্শনিক মতবাদের স্থিরপ্রতিজ্ঞ উপস্থাপকও নন তিনি; জীবনের জটিলতাকেই নাট্যায়িত করেছেন এই লেখক- নিরাসক্ত পক্ষপাতবিহীন অবস্থানে দাঁড়িয়ে। তিনি দার্শনিক নন- দান্তে নন, গ্যেটে নন, নন টলস্টয়- কিন্তু তাই বলে কি তার রচনাতে জীবনের কোনো ব্যাখ্যা নেই, চিন্তা নেই গভীরতম? অবশ্যই আছে। বস্তুত শেক্সপীয়রের রচনায় অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি- এই দুই শত্রুর মধ্যে জীবনমরণ, সামনা-সামনি, সমান-সমান মল্লযুদ্ধের যে চিত্র কবি-সমালোচক কোলরিজ দিয়েছেন তা অসত্য নয় মোটেই। সাদায়-কালোয় জীবন আঁকেননি তিনি, শুভ ও অশুভ সর্বক্ষণ আছে তার লেখায়, আছে তাদের ক্ষান্তিহীন রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব।

রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের যে দার্শনিক আবহাওয়ার মধ্যে শেক্সপীয়রের অবস্থান তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার সাহিত্যে; শুধু প্রতিফলিত নয়, সেই আবহাওয়া গভীরতর ও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে তার রচনার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর নয়, মানুষই থাকবে বিবেচনার ও মূল্যবোধের কেন্দ্রভূমিতে- এই দর্শন রেনেসাঁ শিখিয়েছে তাকে। মানুষের চরিত্র যে অপার বিস্ময়ের এক রহস্যলোক এই বোধও ওই রেনেসাঁই। রিফরমেশন দৃঢ়তর করেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই চেতনাকে, ধর্মের ক্ষেত্রে বিবেকের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে। সেই সঙ্গে ধর্মনিহিত মূল্যবোধকেও গ্রহণ করেছেন শেক্সপীয়র, এলিজাবেথীয় জগৎ-দৃষ্টিকেও। স্পেনীয়দের পরাজিত করে এবং নাবিকদের সাহায্যে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করায় যে বহির্মুখী উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল সেকালে তার প্রভাবও পড়েছে শেক্সপীয়রে।

এক কথায় বলতে গেলে, ইহলৌকিকতার এবং জীবনকে নিরুদ্বেগে নির্দ্বিধায় গ্রহণের ফলে যে-একটি মানববাদী শক্তি তৈরি হয়েছিল, সেই শক্তিই আপন সৃজনক্ষমতা অবারিত করেছে শেক্সপীয়রের অসামান্য রচনাবলীর মধ্য দিয়ে। শেক্সপীয়রের ব্যক্তি-মনীষাকে খাটো করা সম্ভব নয়, কিন্তু তার মনীষা অবশ্যই একটি বিশেষ সামাজিক ও দার্শনিক পরিবেশের আনুকূল্যে বিকশিত হয়েছিল; সেই পরিবেশটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। গ্রীক নাট্যকাররাও একটি বিশেষ আবহাওয়ার মানুষ, এবং তিনজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক নাট্যকার যখন একই বিষয়ের উপর তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন নাটক রচনা করেন তখন একটি বড় ও সাধারণ দার্শনিক পরিম-লের ভিতরে থেকেও তাদের নিজস্ব দার্শনিক অবস্থানের স্বাতন্ত্র্যকে উদ্ভাসিত করেন তারা। কীটসের মধ্যে শেক্সপীয়রের গুণ ছিল। কিন্তু কীটসের তুলনায় শেক্সপীয়র যে বড় লেখক তার একমাত্র কারণ এটা নয় যে, শেক্সপীয়র দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন কীটসের তুলনায়; কারণ এটাও যে শেক্সপীয়রের দার্শনিকতা গভীরতর ছিল কীটসের অপেক্ষা। ট্র্যাজেডি গীতিকবিতার চাইতে উচ্চতর রূপকল্প- দার্শনিক গভীরতার কারণে।

মূল কথা দাঁড়ায় তাহলে এই রকম। কোনো লেখকই দার্শনিক বলয়ের বাইরে নন- তখন তো ননই যখন তিনি সেই বলয়কে মান্য করেন, যেমন শেক্সপীয়র করেছেন; তখনো নন যখন তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যেমন মাইকেল মধুসূদন করেছিলেন।

মাইকেল প্রসঙ্গ এলে স্মরণ করা যায় যে, তার ওপর হোমার-মিল্টনের সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রভাব সক্রিয় ছিল। সেই তুলনায় তার লেখায় শেক্সপীয়রের প্রভাবটা পড়েছে কম। বাংলা সাহিত্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব গভীর নয়। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর এতো বছর পরেও বাংলায় তার একই সঙ্গে সার্থক ও যথার্থ অনুবাদ হয়নি। এর কারণ ভাষাতাত্ত্বিক তো বটেই, তার চেয়েও অধিক পরিমাণে দার্শনিক।

যে-বিশেষ দার্শনিক পরিম-লে শেক্সপীয়রের অবস্থান বাঙালীর মনন থেকে তার দূরবর্তিতা নিতান্ত সামান্য নয়। শেক্সপীয়রের 'দি টেমপেস্ট' নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "নাটকের নামও যেমন, তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে প্রকৃতিতে বিরোধ এবং সেই বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়া বিক্ষোভ।" এই বিক্ষোভ পছন্দ হয়নি রবীন্দ্রনাথের। না-হবার কারণটি নিছক ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তিগত হয়েও তা সমষ্টিগত ও আদর্শিক বটে।

এই আদর্শগত কারণেই আমাদের, বাঙালীদের পক্ষপাত গীতিকবিতার প্রতি। নাটক এসেছে ধীরে ধীরে। এবং সেখানেও কমেডি প্রাধান্য পেয়েছে ট্র্যাজেডির তুলনায়। ট্র্যাজেডি চূড়ান্তরূপে ইহজাগতিক, অন্যপক্ষে বাঙালী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মভিত্তিক ভাববাদ শিক্ষা দেয় যে জগৎ অনিত্য, নিত্য হচ্ছে মানুষের আত্মা ও তার পরকাল। ইহকালের দুর্ভোগ চূড়ান্ত নয়, বরঞ্চ এই দুর্ভোগের পুরস্কার পাওয়া যাবে পরলোকে- এই যে ধারণা এটি ট্র্যাজেডির জন্মবিরোধী। শুধু ভাববাদের কারণে নয়, দারিদ্র্যের কারণেও 'মরলে বাঁচি'র জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে এই দেশে। এই দর্শন ট্র্যাজেডির শত্রু; ট্র্যাজেডি মরার পরে বাঁচার কথা বলে না, বাঁচার মধ্যে বাঁচাকেই চরম ও চূড়ান্ত জ্ঞান করে। তপোবনে দ্বন্দ্ব নেই, কেননা সেখানে প্রতাপান্বিত অশুভ নেই। পরলৌকিক স্বর্গেও ঐ একই ব্যাপার। আমাদের শুভ সংঘর্ষে যেতে চায় না অশুভের সঙ্গে, ফলে তার শক্তি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

KT KHAN'S TUTORIAL

2 FREE WEEKS OF IN-PERSON CLASSES!*

SHSAT & SAT Students get:

2 FREE Group Classes, & 1 FREE Diagnostic Exam

Grades 3-6 State Exam Students get:

2 FREE ELA Classes & 2 FREE Math Classes

*This promotion can be claimed at any of our locations and must be completed in **2 CONSECUTIVE WEEKS (Offer Expires Sunday, January 15th).**

EXTRA $150 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights
74th St. & 37th Ave

Jamaica
178th St. & Hillside Ave.

Ozone Park
86th St. & 101 Ave.

NYC - Flatiron
23rd St. & 5th Ave.

4,450+
SHSAT Students Accepted

1,400+
4/4s on State Exams

THOUSANDS
1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

স্ববিরোধিতার রাজনীতি

মোস্তফা হোসেইন

বিদ্যমান উত্তপ্ত রাজনীতির হাওয়া কোন দিক থেকে এসে কোথায় ধাক্কা দেয়, আর কোন দিকেই বা যায় বলা যাচ্ছে না। এবার জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক এই ঝড়োহাওয়া একটু আগেই বইতে শুরু করেছে। ছোট দলগুলো রাজপথে মানববন্ধনসহ কিছু কর্মসূচি দিচ্ছে বড় দলগুলোকে কাছে পেতে। বড় দলগুলো ঘুটি হাতে ঘুরঘুর করছে, কোন ঘরটাকে দখল করবে সেই আশায়। ফলে পুরো রাজনীতিই এখন ছাড়াচুলের কিশোরীর পথচলার মতো। এর মধ্যে বৃহৎ বিরোধী দল জোট ও সমমনা রাজনীতিবিদদের বগলদাবা করে নতুন চমক দেওয়ার চেষ্টা করছে। কখনও ৫৪ দল, কখনও ৩০ দল, কখনও ২০ দলড়এমন শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে তাদের থেকে। কোনো দলের নিবন্ধন আছে কিংবা কার নেই, এ প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায়, এরা অধিকাংশই 'আউলা বাতাসে' ভেসে বেড়ানো রাজনৈতিক দল। শুধু তাই নয়, তারা জানে শরিক দল হিসেবে তারা যদি একটি আসনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগও পায়, তাতেই তাদের পাহাড় পাওয়া হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, বড় দলগুলো কি 'আউলা বাতাসে' ভেসে বেড়ানো ক্ষুদ্র দলগুলোর প্রত্যেকটিকে একটি করে আসন ছাড়বে? ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো কোনো নেতার নিজ এলাকাতে হয়তো কিছু ভোট আছে। তবে নিজ দলীয় নামে প্রার্থী হলে জামানতও অনেকের টিকবে না। সেই জন্য তারা পরনির্ভরতায় উৎসাহী। এর মধ্যে যারা বুঝেছেন আগের আশ্রয়কেন্দ্রে জায়গা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তারা ইতোমধ্যেই যে দল কিংবা মার্কার কল্যাণে সংসদ সদস্য হয়েছেন সেই মার্কা ও দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনাও শুরু করেছেন।

এ প্রসঙ্গে এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মো. মনসুরের কথা বলা যায়। গত নির্বাচনে তিনি বিএনপিদলীয় প্রতীক ধানের শীষ মার্কা নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী হিসেবে মৌলভীবাজার থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্যরা সম্প্রতি পদত্যাগ করলেও তিনি পদত্যাগ করেননি। সিলেট থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন গণফোরামের মোকাব্বির খানও। তিনিও সুলতান মনসুরের মতো সংসদে বহাল আছেন। জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচিত হলেও আইনগতভাবে তাদের সদস্যপদ বিলুপ্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাদের জোটগত পরিচিতি বিলুপ্ত হয়নি। তারা এখনও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের এমপি হিসেবেই পরিচিত। অথচ তারা নিজ জোট সম্পর্কে এখন তীব্র সমালোচনায় মুখর। সুলতান মনসুরের বক্তব্য অনেক প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে, আসলে যে দলটি তার এত অপছন্দ; সেই দলের মনোনয়ন নিয়ে তিনি কীভাবে নির্বাচন করলেন?

একই সঙ্গে প্রশ্ন আসে, আজকে বিএনপির কঠোর সমালোচনা করে তিনি কি আওয়ামী লীগের মন জয় করতে চেষ্টা করছেন? সুলতান মোহাম্মদ মনসুর বলেছেন, 'বাংলাদেশকে মেরামত করতে হবে। কাদের থেকে শুনছি? '৭৫ সালের খুনিদের কাছ থেকে শুনছি। মেরামত শব্দটি সাধারণত পরিবারের সঙ্গে ঘর মেরামত বোঝায়। তারা কী সেই মেরামত করতে চায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মতো ঘটনা ঘটিয়ে। তারা কি সেই মেরামত করতে চান যেমনিভাবে পাকিস্তানের দালাল

জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সে রকম পরিবর্তন ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন? জিয়ার দুঃশাসনে যে কারফিউর গণতন্ত্র, তারা কি সেই স্বৈরতন্ত্র করতে চান? তাদের কথা শুনলে মনে হয় ওই দিকেই যাচ্ছেন।'

সুলতান মোহাম্মদ মনসুর যখন ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচনী মাঠে লড়াই করছিলেন তখন কি ১৫ আগস্টের ঘটনার কথা মনে আসেনি? আজ 'রাষ্ট্র মেরামত' প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি খুনি হিসেবে বিএনপিকে দোষারোপ করছেন, সেই বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার সময় নিশ্চয়ই তিনি সেটা ভুলে যাননি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসন্ন উপনির্বাচনে উকিল আব্দুস সাত্তার সংসদ সদস্য হিসেবে পদত্যাগ করলেন এবং বিএনপির সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে উপনির্বাচনে প্রার্থী হলেন। শুধু তাই নয়, সেই আসনে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী দাঁড় না করিয়ে তার বৈতরণী পার হওয়ার সুযোগও তৈরি হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোতা হয়েছে এমনটাও প্রকাশ হয়েছে। তিনি বলেছেন, বিএনপি তাকে কখনও মূল্যায়ন করেনি বলে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। যে মুহূর্তে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিএনপিকে তুলাধুনা করতে শুরু করেছেন।

সুলতান মোহাম্মদ মনসুর কিংবা উকিল আব্দুস সাত্তারের ভূমিকাকে কি স্ববিরোধী বলা যায় না? সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের এমন বৈপরীত্য সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার জন্য নয়, এটা যে কেউ জানে। তা হলে কি আগাম নির্বাচনে ধানের শীষ ত্যাগ করে নৌকায় চড়ার প্রত্যাশা করছেন? আর উকিল সাহেব উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আগামী নির্বাচনেও নৌকা পাওয়ার কথা ভাবছেন কি? সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের বক্তব্য এবং উকিল আব্দুস সাত্তারের সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ আলোচনায় আনার কারণ– জাতীয় নির্বাচনের আগে আমাদের রাজনীতিতে ছোট ছোট অনেক ঘটনাই ঘটবে এবং ঘটতে শুরু করেছে, যা আমাদের রাজনীতিতে স্ববিরোধীতারই প্রকাশ। আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন স্ববিরোধী ভূমিকা আগেও ছিল। সংসদের মধ্যেও এক সময় নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে নিজ দলকে বিপাকে ফেলার ইতিহাস আছে। হয়তো সেই চিন্তা করেই আমাদের সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে।

রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকবে কিন্তু এমন কিছু করা ঠিক নয় যা বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। বিএনপি তাদের ২৭ দফা রূপরেখায় ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের ঘোষণাও দিয়েছে। যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে, তারা যদি ৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে, তা হলে আজকে যেভাবে সুযোগ বুঝে রাজনীতিবিদরা নিজ জোটের বিরুদ্ধে কথা বলেন আগামীতে তারা কী করতে পারেন সহজেই অনুমান করা যায়। ছোট দলগুলোর নেতারা এ জোট ভেঙে ওই জোটে নাম লেখাবেন দরকার হয় টেম্পো পার্টি ভেঙে রিকশা পার্টি করবেন এমন খেলা চলতেই থাকবে। কিন্তু তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণই থেকে যাবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এই ধারা কতটা সহায়ক সেই প্রশ্নটিও থেকে যাচ্ছে।মোস্তফা হোসেইন শিশুসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক। প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

সোশ্যাল মিডিয়া বাকস্বাধীনতার হননপর্ব?

আহমেদ দীন রুমি

দেশের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী মারা গেছেন। শোকের ছায়া চারদিকে। লোকজন কালো ব্যাজ পরে ঘোরাঘুরি করছে। ব্যাপারটা দেখে কাঁদতে লাগলেন কবির। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি কাঁদছ কোন দুঃখে?' কবির বললেন, 'কালো কাপড়ের টুকরাগুলো যদি একসঙ্গে জুড়ে নেয়া যেত, হাজার হাজার লোক শরীর ঢাকতে পারত।' জবাব শুনে কালো ব্যাজ পরা লোকেরা পেটাতে শুরু করল কবিরকে। 'তুই ব্যাটা কমিউনিস্ট, ফিফথ কলামিস্ট। পাকিস্তানের শত্রু।' কবির হাসতে লাগলেন। 'কিন্তু বন্ধু, আমার হাতে তো কোনো ব্যাজ নেই'। লেখাটুকু সাদাত হাসান মান্টোর 'দেখ কাবিরা রোয়া' গল্পের। চিত্রিত হয়েছে ভিন্ন মতের প্রতি আচরণ। কবিরের বড় ভুল ছিল প্রশ্ন করা। যেন প্রশ্ন করাটা অপরাধ। যেন সামান্য সমালোচনা মানেই শত্রুপক্ষ। মান্টোর সময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। থাকলে গল্পটি আরেকটু সামনে এগোতে পারত। তবে 'আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়'।

একুশ শতকের গোড়াতেই বিপ্লব হয়ে ঝাঁকুনি দেয় সোশ্যাল মিডিয়া। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠা ২০০৪ সালে, টুইটারের ২০০৬ সালে। মুহূর্তেই 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা' গল্পের ইঁদুরের মতো ঝাঁক বেঁধে মানুষ লাফিয়ে পড়তে থাকল সেদিকে। বর্তমানে ফেসবুকের সক্রিয় ব্যবহারকারী ২৯৬ কোটি অতিক্রম করছে। টুইটার ব্যবহারকারীও প্রায় ৩৭ কোটি। আদার ব্যাপারী থেকে জাহাজের কাপ্তান, রূপোপজীবিনী থেকে রাষ্ট্রনায়ক; যে যার মতো করে উপযোগিতা খুঁজে পেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মিছিলে যুক্ত হয়েছে ইনস্টাগ্রাম, লাইকি ও লিংকডইনের মতো জনপ্রিয় নাম। সোশ্যাল মিডিয়া যেন স্বতন্ত্র একটি দেশ।

২০১৯ সালের অক্টোবরে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে দাঁড়িয়ে জাকারবার্গ জানিয়েছিলেন, ফেসবুক সৃষ্টির পেছনে তার উদ্দেশ্য মূলত দুটি। প্রথমত, মানুষকে কথা বলার স্বাধীনতা দেয়া ও দ্বিতীয়ত, মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। বাকি সোশ্যাল মিডিয়াগুলো থেকেও ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে একই কথা আসে। ভবিষ্যতেও যে আসবে, সেটা নিশ্চিত। কিন্তু সত্যিই কি সোশ্যাল মিডিয়া স্বাধীনতা দিচ্ছে? এ কথা সত্য, মানবজাতির ইতিহাস নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে জানান দেয়ার। সবার সামনে কথা বলতে চাওয়ার। সোশ্যাল মিডিয়ার সংযোজন সেটাকে সহজ করেছে নাকি কঠিন? কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার নজির হিসেবে অনেকেই আরব বসন্তের তিউনিসিয়া, মিসর ও লিবিয়া প্রসঙ্গ আনবে। সোশ্যাল মিডিয়া সেখানে বিপ্লবের জন্য সহায়ক ছিল, কথাটি একেবারে মিথ্যা নয়। শতকরা ৮৫ ভাগ মিসরীয় ও ৮৬ ভাগ তিউনিসীয় নাগরিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেছে তথ্যের প্রচারে। গণতন্ত্রকে পুনরায় একনায়কতন্ত্রে ফেরানোর উদাহরণ হিসেবেও রয়েছে মিসরের নাম। নিয়তির নির্মম পরিহাস। পুঁজিবাদের সমালোচনাই নাকি পুঁজিবাদকে দীর্ঘস্থায়ী বানানোর রাস্তা চিনিয়েছে। আরব বসন্তের ফলাফল বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের পথ বলে দিয়েছে মসনদ ধরে রাখার। সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে পৃথিবী তাকিয়েছে ভিন্ন চোখে। যেন কোনো এক কলম্বাস এতদিনে আবিষ্কার করলেন নতুন দুনিয়া। টুইটারে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা ও হোয়াটসঅ্যাপে বিজেপির তত্পরতা সে গল্পের ভূমিকা মাত্র।

টেসিয়ানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৯০ শতাংশ মানুষই ব্যক্তিগত তথ্য দেয়। ৫৯ শতাংশ মানুষ সন্তানদের নাম ও ছবি আপলোড করে। ৩৮ শতাংশ প্রকাশ করে জন্মদিন উদযাপনের ছবি। চাকরি পাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেয় ৯৩ শতাংশ ব্যবহারকারী। ৪২ শতাংশ মানুষ প্রতিদিন কমপক্ষে একটা পোস্ট দেয়। ২৬ শতাংশ মানুষ জানিয়ে দেয় তাদের ক্লায়েন্টের তথ্য। অথচ এসবের বড় একটা অংশই গোপনীয়তা প্রত্যাশা করে। তার চেয়ে বিস্ময়কর কথা হলো সোশ্যাল মিডিয়ার ৫৫ শতাংশ মানুষ প্রাইভেসি সেটিং বিষয়েই সচেতন নয়।

ফলে তথ্য হাতিয়ে নেয়া সহজলভ্য হয়ে পড়ছে না শুধু, সহজ হয়েছে সে তথ্যকে ব্যবহার করে যে কাউকে বেকায়দায় ফেলা। নারীদের হয়রানির ভয়, অপ্রাপ্তবয়স্কদের আবেগ ব্যবহৃত হওয়ার ভয় কিংবা সমাজে সফল ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ভয়ের কথা না হয় বাদ থাক। ব্যবহারকারী কোন কোন পোস্ট করছে, তা ফিল্টার করার ক্ষমতা রাখে খোদ সোশ্যাল মিডিয়া। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা পেছন থেকে কাজ করা মানুষেরা সেসব কনটেন্ট পর্যবেক্ষণ করে। তারপর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমোদন দেয় বা রিমুভ করে। এমনকি সীমা লঙ্ঘনের ইস্যুতে ব্লক করে দিতে পারে ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট। একদিকে আপনার তথ্য নিয়ে আপনার নিউজ ফিড নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। বিপরীতে তথাকথিত নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে চালিয়ে যাচ্ছে গতিবিধি পর্যবেক্ষণ। সীমা লঙ্ঘনের খসড়া দেখিয়ে মুখোমুখি করছে নানা কিসিমের ট্রায়ালের। ফলে প্রশ্ন থেকে যায়, আপনার অনলাইন কার্যক্রম আদতে কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছে। গল্প এখানেই শেষ নয়। কোনো ব্যবহারকারীর কোনো পোস্টে অন্য ব্যবহারকারী অভিযোগ জানাতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই কোনো বিশেষ দল টার্গেট করে কোনো ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের রিচ কমিয়ে দিতে পারে। বিভিন্ন মাত্রার রেস্ট্রিকশনে ফেলতে পারে। কোনো একটা অ্যাকাউন্টকে চিরদিনের জন্য ব্লক করতে পারে। পুরো বিষয়টাতে নানা রকম ফাঁকফোকর রয়েছে। ফলে 'বিশেষ কোনো দল' চাইলে সোশ্যাল মিডিয়া কর্তৃপক্ষের বাইরেও ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নামতে পারে। ফ্রিডম অব স্পিচ বা রাইট অব এক্সপ্রেশন বলে আমরা যে সাইবার-ইউটোপিয়ার পিলার তৈরি করেছি, তার সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক ঢের।

অ্যাভগেনি মরোজোভ ২০১১ সালে লিখেছিলেন 'দ্য নেট ডিল্যুশন: দ্য ডার্ক সাইড অব ইন্টারনেট ফ্রিডম'। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'সাইবার-ইউটোপিয়ানিজম' ধারণার সঙ্গে। আধুনিক জীবনের মুক্তি বলতে মানুষ ক্রমেই ইন্টারনেট-কেন্দ্রিকতা বুঝে নিচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো সোশ্যাল মিডিয়া সমাধান হয়ে আসেনি আধুনিক মানুষের কাছে। বরং পালন করছে একনায়ক দেশগুলোর হাতে তুলে দেয়া নতুন অস্ত্রের ভূমিকা। অগণতান্ত্রিক দেশগুলোয় বিদ্রোহী গ্রুপ চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। নিরাপত্তার অজুহাতে লঙ্ঘন করা হচ্ছে গোপনীয়তা। গোপন তথ্যের চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র নেই। সেটাকেই কাজে লাগানো হচ্ছে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা রাখতে। অথচ গোপনীয়তা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সরকারগুলো কিন্তু এখানেই দমে যায়নি। তারা সোশ্যাল মিডিয়াকে পরিণত করেছে নিজেদের পক্ষের প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর মেশিনে। রাশিয়ার 'স্কুল অব ট্রলস' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিদিন হাজার হাজার পোস্ট করে পশ্চিমা দেশ ও বিরোধী দলের নেতাদের সমালোচনায়। চীনের '৫০ সেন্ট আর্মি'-এর সদস্যরা টাকার বিনিময়ে সরকারের পক্ষে নিয়মিত চালায় প্রচারণা। ভারতে এনআরসি ও কাশ্মীর ইস্যুতে দেখা গেছে সরকারদলীয় সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য। হাতিয়ে নেয়া তথ্য ব্যবহার করে বড় বড় কোম্পানি ব্যবহারকারীকে বিজ্ঞাপনের টার্গেট বানায়। একই তথ্য ব্যবহার করে সরকারগুলো কাজে লাগায় নিজেদের ইমেজ তৈরিতে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে সরকার কোনো রকম সমঝোতায় পৌঁছতে পারলে তো কথাই নেই। ভিন্নমতকে বিধ্বস্ত করা তখন জলবৎ তরলং। দেশের নানা রকম পরিস্থিতিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিরপেক্ষ অবস্থান হারায়। নিজে পিছপা না হলে তো ব্লক করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছেই। আধুনিকতার নাম করে উত্তর কোরিয়ার সরকার নাগরিকদের মধ্যে ১০ লাখ সেলফোন বিতরণ করেছে। ব্যবহারকারীরা প্রতিদিন সকালে কিম জং-উনের প্রশংসা খুদে বার্তা আকারে পায়। আইডিয়াটা চমৎকার বটে। ওদিকে চীনে ওয়েইবো

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

ও রাশিয়ায় ভিকনটাকটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে দেশগুলোর জন্যও সুবিধা হয়েছে। দেশীয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে সরকারের সমঝোতা তুলনামূলকভাবে সহজ। ব্যবহারকারীর প্রতিটি ক্লিক খুব মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষা করছে কোনো না কোনো অদৃশ্য কর্তৃপক্ষ। যেন মনে করিয়ে দেয় ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত জর্জ অরওয়েলের ক্ল্যাসিক উপন্যাস 'নাইন্টিন এইটি ফোর'-এর কথা, 'বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ'।

কোনো অগণতান্ত্রিক সরকারকে কয়েকভাবে সেবা দেয় সোশ্যাল মিডিয়া। প্রথমত, শাসকগোষ্ঠীই নির্ধারণ করে দেয় জনগণ ঠিক কোন ডিসকোর্স নিয়ে মগ্ন থাকবে। নেতিবাচক কোনো ঘটনাকে নতুন কোনো ঘটনা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে প্রয়োজনে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনার কোনো জায়গা না। ফলে এ কাজটা খুব সহজেই করা যায়। দ্বিতীয়ত, কোনো একটা বিষয়কে জনগণ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, তার ফ্রেম তৈরি করে দেয় শাসকগোষ্ঠীই। রেজিমের পক্ষের ভিতই তাতে করে শক্ত হয়। ভিন্নমত যেন পাত্তাই পায় না। তৃতীয়ত, নির্বাচন চলাকালে সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যক্রম আরো বেশি স্পষ্ট। শাসকগোষ্ঠী তৈরি করে সাইবার ফোর্স। যত যা-ই হোক, দিন শেষে সোশ্যাল মিডিয়াকে মানুষ তথ্যের উৎস হিসেবে ভাবতে পছন্দ করে। স্থানীয় এলিটরা এ সুযোগ নেয়; নিজেদের পক্ষে দাঁড় করায় তাত্ত্বিক পাটাতন। অগণতান্ত্রিক শাসকরা একজনের থেকে আরেকজন শিক্ষা নেয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ শাসকের পুঞ্জীভূত ক্ষমতার জন্য হুমকি। স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ওপর। মসনদ দখলে রাখার মূলনীতি এটি।

১৯৩৩ সালে নাসি শাসিত জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাইখ কালচার চেম্বার'। জার্মান জাতিকে বিশুদ্ধকরণের দোহাই দিয়ে খড়্গ চলতে থাকে শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর। 'ডিজেনারেট আর্ট' তকমা দিয়ে বাতিল করা হয় আধুনিক ধারার স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নাটক ও চলচ্চিত্র। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্রকর্মও সে তালিকায় পড়েছিল। নাসি যুগ ফুরালেও চেপে ধরার সংস্কৃতি ফুরায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে এ নিয়ন্ত্রণ আরো পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কর্তৃপক্ষ, বিশেষ কোনো দল ও অগণতান্ত্রিক সরকারের নজরদারিতে জীবনযাপনকে কোনোভাবেই স্বাধীন বলা যেতে পারে না। সোশ্যাল মিডিয়ার অন্ধকার এ দিক সম্পর্কে সচেতন না হলে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' কথাটি কেবল অর্থহীন পোয়েটিক ধ্বনিগুচ্ছে পরিণত হবে। আহমেদ দীন রুমি: সাংবাদিক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ নদী হত্যা কতটা ‘স্মার্ট’

মাহফুজ আনাম

মুঘল সাম্রাজ্যের বাংলা মহকুমার রাজধানী হিসেবে বুড়িগঙ্গার তীরের শহর ঢাকাকে বেছে নেওয়া হয় ১৬১০ সালে। কালের পরিক্রমায় আধুনিক যুগে প্রবেশ করলাম, ঢাকা সম্প্রসারিত হলো এবং অনুধাবন করলাম, অন্যান্য শহরের তুলনায় আমরা ৪ গুণ বেশি ভাগ্যবান। কারণ, বৃহত্তর ঢাকাকে ঘিরে রয়েছে ৩ নদীড় তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা। টঙ্গী খালকেও যদি এর মধ্যে ধরি, তাহলে এ যেন পঞ্চনদীর এক কণ্ঠহার।

একমাত্র না হলেও নিঃসন্দেহে বিশ্বের অল্প কয়েকটিঙমিঠা পানির দ্বীপের মধ্যে অন্যতম ঢাকা। প্রতি বছরের মৌসুমি বৃষ্টিতে এ শহর পুনরুজ্জীবিত হতো। এই শহরের ভূগর্ভস্থ পানির সঞ্চয় প্রায় সবসময়ই ভরপুর থাকত। ভূগর্ভস্থ পানির যতটা ব্যবহার হতো, তারচেয়ে অনেক বেশি বর্ষায় আবার ভরে যেত।আমাদের দেহের শিরা-উপশিরার মতো ২০০ খাল, শত শত লেক, হাজারো পুকুরসহ অসংখ্য জলাশয়

ছিল ঢাকার মিঠা পানি উৎস। বলা যায়, এসব জলাশয় মিঠা পানির দিক থেকে ঢাকাকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচুর্যবান শহর করে রেখেছিল। বিশ্বের খুব কম সংস্কৃতিতেই আমাদের মতো পানি, নদ-নদী ও বৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য, গান, কবিতা, নাচ, বিশেষ রান্না, উৎসব ও সার্বিকভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে উদযাপন করা হয়।

তবে সবই এখন বদলে গেছে। আমরা যেন প্রতিহিংসা আর হিংস্রতার বশে একের পর এক জলাশয়গুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছি। যা কিনা আত্মহত্যারই শামিল। আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের মানসিকতায় কংক্রিটের অবকাঠামো ছাড়া আর কোনো কিছুরই মূল্য নেই। প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েও আমাদের কোনো মাথাব্যথাই নেই, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পানি। অপব্যবহার, অতি ব্যবহার, যথেচ্ছ অপচয় ও অবিবেচকের মতো দূষিত করে চলেছি এই সম্পদ।

ঢাকার নদীগুলোর মধ্যে বুড়িগঙ্গা এত বেশি দূষিত হয়ে গেছে যে, সেখানে কোনো জলজ প্রাণীর জীবন বাঁচানো দায়। এই নদীর তলদেশে মিটারের পর মিটার প্লাস্টিক বর্জ্যের স্তর জমেছে। সবমিলিয়ে একে বড়সড় নর্দমা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এক বিশেষজ্ঞ ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন, বুড়িগঙ্গার পানি এত বেশি বিষাক্ত এবং এতে এত বেশি প্রাণঘাতী রাসায়নিক রয়েছে যে, রোগ-জীবাণুও সেখানে বাঁচতে পারবে না।

শিল্প-কারখানা ও বাসাবাড়ির রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্যে তুরাগ ও বালু নদী মৃত্যুর দোরগোড়ায়। টঙ্গী খাল চলে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই নদীর চারপাশে যেন মাটি নয়, রয়েছে স্বর্ণ। শীতলক্ষ্যা প্রাণপণে বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে, কিন্তু তা শোনার কেউ নেই।

আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তর সেই ২০০৯ সালেওবাস্তুসংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে এই ৪ নদীকে বাঁচাতে জরুরি উদ্যোগ নেওয়ার বার্তা দিয়েছে। এ যেন প্রকৃতি ও আমাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে নিদারুণ উপহাস যে গত ১৩ বছরেও এ বিষয়ে কিছুই করা হয়নি। বরং, সরকারের অনুমোদন নিয়েই নদী দূষণ চলছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও বালু নদীতে যথাক্রমে ২৫৮, ২৬৯ ও ১০৪টি পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিন হাজারো টন বিষাক্ত রাসায়নিক উপকরণ ও গৃহস্থালি বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। এগুলোই নদী ৩টির মৃত্যু ডেকে আনছে।

এ ছাড়া, হাজারো লঞ্চ, স্টিমার ও মালবাহী নৌযান থেকে হাজারো টন ব্যবহৃত ইঞ্জিন ওয়েল ও অন্যান্য বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে। এর ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং এ নিয়ে কেউ চিন্তিতও না।

বৃহত্তর ঢাকা যত বেশি বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছেড়২০২১ সালে বিআইডিএসের সম্মেলনে জমা দেওয়া এডিবির সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের জিডিপির ৪০ শতাংশেরও বেশি আসে ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকা থেকেড়ততবেশি নির্বিচারে গাছ কাটা, খাল ভরাট ও সবচেয়ে মর্মান্তিকভাবে জলজ সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে এর প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অবনতি হয়েছে।

প্রতিটি সরকারের উদ্বেগহীনতা, সমস্যার গভীরতা অনুধাবনের অভাব ও অতি মূল্যবান সম্পদ নদী ব্যবস্থাপনায় দূরদর্শিতার সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় একটি বিশেষ প্রকল্প।

প্রকল্পটি হচ্ছে, হাজারীবাগ থেকে ট্যানারিগুলো সাভারে স্থানান্তর। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বুড়িগঙ্গায় বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। কিন্তু বাস্তবে তা পর্যবসিত হলো সাভারের জিয়নকাঠি ধলেশ্বরী নদীকেওমৃত্যুদণ্ড দেওয়ায়। বুড়িগঙ্গার বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া না হলেও ধলেশ্বরীর ভারসাম্য ধ্বংসে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৯৪০ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের সময় ঢাকায় প্রথম ট্যানারি স্থাপিত হয়। ২৩ বছর পাকিস্তানের শাসনের পর ১৯৭১ সালে আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করি, তখন ঢাকায় ২৭০টি ট্যানারি ছিল। এর বেশিরভাগই ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে হাজারীবাগে। এসব ট্যানারির বর্জ্য ফেলা হতো এই নদীতেই।

২০০০ সালের মধ্যেই এই দূষণ এত বেশি হয়ে যায় যে জনগণ, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে এবং হাইকোর্টের রায়ের পর সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়েসাভার ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট (এসটিআইই) নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ২০০ একর জমি কেনা হয়। তবে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে জমি কেনার পরই এ বিষয়ে তৎপরতায় ঘাটতি পড়ে।

এরপর আবার ২০০৩ সালে ১৭৫ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে কাজ শুরু করে ২০১৬ সালে ১ হাজার ৭৮ কোটি খরচ করার পরও এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের (ইটিপি) কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। তারপরও ২০১৭ সালে আদালতের নির্দেশ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কারণে ১৫৪টি ট্যানারি সাভারে চলে আসে এবং তাদের বিষাক্ত ও রাসায়নিক বর্জ্যে দূষণ হতে থাকে ধলেশ্বরী, ধ্বংস হতে থাকে এর বাস্তুতন্ত্র। ইতোমধ্যে ধলেশ্বরী নদীর আশেপাশের বাসিন্দারা নানান স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছেন। বলাই বাহুল্য, স্থানীয় জেলে ও নদীকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহকারীরা নিশ্চিহ্ন প্রায়।

বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৪ ধরনের নদী দূষণকারী উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো: গৃহস্থালির তরল বর্জ্য (পয়ঃনিষ্কাশনসহ), শিল্প-কারখানার এফ্লুয়েন্ট (প্রায় ১০ হাজার শিল্প-কারখানা প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলে), জৈব রাসায়নিক বর্জ্য (হাসপাতাল, গবেষণাগার ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত) এবং নদী দখলের সঙ্গে সম্পর্কিত দূষণ উপকরণ।

দেশের বাকি অংশের চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নয়। এক সময় আমাদের প্রবহমান নদী ছিল ৭০০। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তথ্য অনুযায়ী, সারা বছর প্রবাহিত হয় এমন ২৩০ নদী রয়েছে এবং ৩১০ থেকে ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হয় শুধু বর্ষায়। কেবল মৌসুমে প্রবহমান থাকা এই নদীগুলো একে একে নদী দখলকারী এবং সরকারি প্রকল্পের দখলে চলে যাচ্ছে। এমনকি, প্রবহমান নদীগুলোরও উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে দখল হয়ে যাচ্ছে।

২০১৬ সালে আমাদের নদ-নদীর পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত পরিবেশ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৯টি নদী বড় আকারে দূষণের শিকার এবং এগুলোতে জলজ প্রাণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ২০২১ সালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশের নদী দখলকারী ৬৩ হাজার জনের একটি তালিকা প্রকাশ করে।

একদিকে আমরা নদীগুলোকে দূষিত করে ভূপৃষ্ঠের ওপরের পানি ব্যবহারের অনুপযোগী করে তুলছি, অপরদিকে কৃষি, গৃহস্থালি ও শিল্পখাতে ব্যবহারের জন্য মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এখানেই দেখা যাচ্ছে ভয়াবহ চিত্র।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও ঢাকা ওয়াসার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক সমীক্ষা মতে, দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর ২ থেকে ৩ মিটার করে কমছে। এর জন্য দায়ী অতিমাত্রায় পানি উত্তোলন ও বৃষ্টির মাধ্যমে ভূগর্ভে পর্যাপ্ত পানি পুনরায় না ভরা। পানির স্তর কমে যাওয়ার হার ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে ৫ মিটারে পৌঁছাতে পারে। এডিবির জ্যেষ্ঠ নগর বিশেষজ্ঞ মোমোকো তাদা ২০২১ সালে এক নিবন্ধে সতর্ক করেন,ভূগর্ভস্থ পানি কমে যাওয়ার পরিণামে বড় ধরনের ভূমিধস হতে পারে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যোগ হয়ে অনেক জায়গায় বন্যার প্রকোপ দেখা দিতে পারে। এর সঙ্গে ঢাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানির উৎসের ভয়াবহ স্বল্পতা তো রয়েছেই।

ঢাকা যে কতটা বিপদে রয়েছে, তার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে দেখা যেতে পারে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ২০২২ সালের একটি প্রতিবেদন। এতে বলা হয়, খুলনা ও বরিশালের ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতা যথাক্রমে ১ দশমিক ৫৬ মিটার ও ২ দশমিক ৯ মিটার। অপরদিকে, ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় পানির স্তরের গড় গভীরতা ৬৫ দশমিক ৯২ মিটার, যা প্রায় ২০তলা ভবনের সমান। এ থেকে বোঝা যায়, আমরা ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির কতটা এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছি। এই স্তর কেবল নিচেই নামছে। বর্তমানে ওয়াসার সরবরাহ করা পানির ৬৭ শতাংশই ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে আসে।

এই চিত্র তো শুধু ঢাকা শহরের। বিশ্বব্যাংকের ২০২১

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

সাম্প্রতিক ঘটনাটি দিয়েই শুরু করি। ঘটনাটি নজিরবিহীন এবং অস্বাভাবিক। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত পদটি খালি আছে। বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বর্তমান রাষ্ট্রদূত তৌহিদুল ইসলামকে ভিয়েনায় নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ভিয়েনা তাকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। বেশ কয়েক বছর আগে ইতালির মিলানে কন্সাল জেনারেল ছিলেন তৌহিদুল ইসলাম। তখন তার বিরুদ্ধে অধীনস্থ এক নারী সহকর্মীর সাথে অসৎ আচরণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে। সেই বিষয়ে প্রশ্ন ছিল অস্ট্রিয়ার। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, তৌহিদকে প্রত্যাখ্যানের পেছনে সেই অভিযোগ অন্যতম কারণ হতে পারে। তাকেই সেখানে নিয়োগ দেয়ার জন্য গত ছয় মাস ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই কারণে সেখানে আপাতত নতুন কোনো রাষ্ট্রদূত না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর এক অনুরোধপত্র পাঠিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। তাতে তিনি বলেছেন, জনাব ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিস্তৃত তদন্ত করে তাকে প্রমোশন ও পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এই ঠিঠিতেও মোমেন যথারীতি গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের এলোমেলো ও ভিত্তিহীন সংবাদের ভিত্তিতেই অস্ট্রিয়া জনাব তৌহিদকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতা ঢাকার জন্য মোমেন সাধারণত গণমাধ্যমকেই দোষারোপ করে থাকেন। গণমাধ্যম কেন বিদেশী কূটনৈতিকদের প্রশ্ন করে সে বিষয়ে তিনি প্রায়ই উষ্মা প্রকাশ করেন। এই যেমন, সম্প্রতি শাহীনবাগে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলার চেষ্টা সম্পর্কে তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করে তাদের বিরূপ বক্তব্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। সেই জন্য তারা এত কথা বলার সুযোগ পান। আপনারা যদি তাদের সাথে কথা না বলতেন, তাহলে তারা বাসায় বসে হুক্কা খেতেন। এ ধরনের কথা যেমন কূটনীতিক সুলভ নয়, তেমনি শোভনও নয়। অপর দিকে গণমাধ্যম কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে সে বিষয়েও তার বিন্দু মাত্র ধারণা আছে বলে মনে হলো না। যেখানে ব্যর্থতা সেখানেই গণমাধ্যমের ওপর দোষারোপ করার চেষ্টা মোমেনের ‘ঢং’ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৌহিদুল ইসলামের সাথে মোমেনের কী সম্পর্ক সে বিষয়ে আমাদের জানা নেই। কিন্তু তৌহিদকে অস্ট্রিয়ায় পোস্টিংয়ের জন্য তিনি নিজের এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক নিচে নামিয়ে ফেলেছেন। তৌহিদকে গ্রহণ করার জন্য অস্ট্রিয়ার ইউরোপিয়ান ও আন্তর্জাতিক অ্যাফেয়ার্সবিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। তা সত্ত্বেও তৌহিদকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি ভিয়েনা। তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি কোনো জবাবও দেয়নি। তার পরও সেখানে নতুন কোনো রাষ্ট্রদূতের নাম প্রস্তাব করলে সেটা হবে চরম বিব্রতকর।

তৌহিদের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে সাফাইয়ের ঘটনা, কূটনীতির ইতিহাসে মোটামুটি বিরল ঘটনা। চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন অস্ট্রিয়ার ফেডারেল মিনিস্টারকে লেখেন, ‘মহোদয়, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অস্ট্রিয়াতে পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মো: তৌহিদুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বিষয়টি আপনার বিবেচনায় রয়েছে। তার নিয়োগ প্রস্তাব (এগ্রিমো) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সম্মানের সাথে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো তুলে ধরছি।’ মন্ত্রী লিখেছেন, ‘বহু পক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় কূটনীতিতে অভিজ্ঞ তৌহিদুল ইসলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কূটনীতিকদের অন্যতম। এ কারণে অস্ট্রিয়ার জন্য তাকে বাছাই করা হয়েছে। নিউইয়র্কে তিনি আমাদের জাতিসঙ্ঘ মিশনে দীর্ঘ চার বছর আমার সাথে (মোমেন তখন জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন) কাজ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাকে দক্ষ এবং সফল কূটনীতিক হিসেবে আমি নিজে তত্ত্বাবধান করেছি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে কূটনীতিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করা তৌহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন পরীক্ষায় তার ব্যাচে প্রথম। মিশন প্রধান হিসেবে একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া বাংলাদেশের একটি বিশাল কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নৈতিকতা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিগত আচরণ এবং সার্ভিস রেকর্ডে বড় রকম পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তা তত্ত্বাবধান করে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বডি এবং সরকারের এজেন্সিগুলো। এর সব বাধা পাস করার পর রাষ্ট্রদূত তৌহিদ ইতালি ও চীনে মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গত দুই বছর ধরে তিনি সিঙ্গাপুরে হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সামাজিক ও মূল ধারার মিডিয়াকে পুঁজি করে যে কেউ যে কারো বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। অতীতে এসব মিডিয়া প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছেন আমাদের অনেক কর্মকর্তা।’

তিনি বলেন, ‘যাই হোক, এসব অভিযোগের প্রতিটিই মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয়েছে। তাতে যদি দেখা যায়, এ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অসত্য এবং ভিত্তিহীন তাহলেই তাকে পুনর্বাসন করা হয়। পেশাদার কূটনীতিক হিসেবে তৌহিদও একই রকম জোরালো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। তার বর্ণিল ক্যারিয়ারে সব বাধা অতিক্রম করেছেন। তাকে ডিরেক্টর পদ থেকে ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পরে তাকে চীন ও সিঙ্গাপুরে মিশন প্রধান করা হয়। তাই আমি তার উচ্চ নৈতিকতা ও আচরণের বিষয়ে নিশ্চিত। বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ ও অস্ট্রিয়া উভয়ের মঙ্গলের জন্য তিনি ভিয়েনাতে উত্তম একজন রাষ্ট্রদূত হবেন। অস্ট্রিয়াতে রাষ্ট্রদূত তৌহিদ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে আমি যেকোনো সময় আনন্দের সাথে তা সরবরাহ করব। এমন একজন প্রতিশ্রুতিশীল রাষ্ট্রদূতকে সুযোগ দেয়ার জন্য আপনার সদয় দিকনির্দেশনার দিকে তাকিয়ে আছি যাতে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং অস্ট্রিয়াতে স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সম্মানের সাথে কাজ করতে পারেন।’

যখন কোনো রাষ্ট্র কাউকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন মোটামুটি ধরেই নেয়া যায় যে, বিষয়টি ফাইনাল। সেখানে মন্ত্রীর এই চিঠি হয় তৌহিদের প্রতি অতিরিক্ত প্রেম অথবা এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি। এতে মন্ত্রীর আত্মমর্যাদা বলে কিছু থাকে না। সেই সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। মোমেনের সেই বোধ আছে বলে মনে হয় না। মন্ত্রীর এই চিঠি সত্ত্বেও রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ না করায় বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকার করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন। তিনি বলেন, বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে হয়তো ভিয়েনা মোমেনের চিঠির জবাব দেবে না। আমরাও নতুন নাম পাঠিয়ে এখনই তাদের বিরক্ত করতে চাই না। মন্ত্রীর এই চিঠি বিষয়ে একাধিক সাবেক পররাষ্ট্র সচিব বিস্ময় প্রকাশ করেন। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী বলেন, আমার ৩২ বছরের সার্ভিস জীবনে এমন চিঠি দেখিনি। এটা নজিরবিহীন ঘটনা।

তবে এখানেই শেষ নয়; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নারী কেলেঙ্কারি, যৌন হয়রানি, মাদক, মানব পাচার, প্রতারণাসহ নানান অভিযোগ রয়েছে বিদেশী মিশনে কর্মরত বাংলাদেশী কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে। কিছু দিন পরপর গুরুতর এসব অভিযোগ উঠলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো নজির নেই। বরং যারা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই দ্রুতগতিতে পদোন্নতি ও পদায়ন পেয়েছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে বিদেশে কূটনীতিকরা এখন অত্যন্ত বেপরোয়া।

সর্বশেষ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত কাজী আনারকলির বিরুদ্ধে নিজের বাসায় মারিজুয়ানা রাখার অভিযোগে সেই দেশের সরকারের অনুরোধে আনারকলিকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়। শুধু তাই নয়, কূটনীতিক হয়েও নাইজেরিয়ান এক নাগরিকের সাথে লিভ টুগেদার করতেন আনারকলি। মারিজুয়ানা পাওয়ার পর কূটনীতিক হিসেবে আনারকলি দায়মুক্তি পেলেও তার নাইজেরিয়ান বন্ধু ইন্দোনেশিয়ার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে আছেন। এই আনারকলি এর আগে লস এঞ্জেলেসে ডেপুটি কনসাল

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

র‍্যাবের ‘উল্টাপাল্টা’: দেরিতে হলেও সত্য স্বীকার

আলী ইমাম মজুমদার

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ‘র‍্যাবের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। র‍্যাব আগে কিছু উল্টাপাল্টা করেছে, এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।’

এসব কথা জানা গেল একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সফরে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, ‘র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। র‍্যাবও কিছু উল্টাপাল্টা করেছে। এ বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না। প্রথম দিকে র‍্যাব অনেক লোকজনকে খামাখা কী করে ফেলেছে, কিন্তু বিষয়গুলো পরিবর্তন হয়েছে। র‍্যাব জবাবদিহির ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে।’

তাঁর মতে, বিএনপির শাসনকালে ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠনের শুরুর দিকে এ ধরনের অভিযোগ বেশি ছিল। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড লু নিজেও মার্কিন উৎসকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরবর্তী সময়ে র‍্যাবের ভাবমূর্তি অনেক উন্নতি হয়েছে।

বস্তুত প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে মানবাধিকারকর্মীদের অভিযোগ ছিল খুন ও গুমসংক্রান্ত। সে খুনকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলা যায়। আর তারা বলত, ক্রসফায়ার কিংবা বন্দুকযুদ্ধ। আর গুমের শিকার কিন্তু অপরাধজগতের লোকজন ছাড়াও রাজনৈতিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের লোকজনও ছিলেন। এসব বিষয়ে অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়া যেত না। এমনকি এ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে নিরপরাধ বা সামান্য অপরাধীও।

র‍্যাবের এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে বেশ কিছুদিন আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। বিষয়টি কোন দিকে যাচ্ছে, তা অনুধাবন করতে পারেননি র‍্যাবের নেতৃত্ব এবং আমাদের নীতিনির্ধারকেরা। বরং দীর্ঘদিন এর পরিসর বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি এবং এর সাতজন কর্মকর্তার ওপর নেমে আসে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। এরপরও সরকারের পক্ষ থেকে মুখে অনেক তোলপাড় চলছিল। পাশাপাশি বাস্তবতা উপলব্ধি করে চলছিল প্রতিকারের প্রচেষ্টা। আমরা আনন্দিত, সে ব্যবস্থা অনেকটাই সফল হয়েছে। এতে যারা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, নজরে এসেছে তাদেরও। করছে প্রশংসা। বিষয়টি এভাবে ধরে রাখতে পারলে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় একসময় সে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কথা। আমরা আশা করব, তা-ই হবে।

এখন দেখা দরকার, বিষয়টির সূচনা ও বিকাশ কীভাবে হলো। বিএনপি সরকারের সময়ে একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটলে অপারেশন ক্লিন হার্ট নামের একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এর দায়িত্বে থাকে সেনাবাহিনী। এ অভিযানে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সে সময়েই আমরা বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটতে দেখি। তখন এর শিকার ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ছিল অপরাধজগতের কুখ্যাত লোক। তাই সূচনায় জনগণের সমর্থন পায় অভিযানটি। আবেগে এটা ভুলে যাওয়া হয় যে তাদেরও বিচার পাওয়ার অধিকার ছিল। অপারেশন শেষে অবশ্য সংসদ আইন করে সে অভিযোগে অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রমকে দায়মুক্তি দেয়।

অন্যদিকে তখন জঙ্গি তৎপরতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে বিভিন্নভাবে দেশের প্রচলিত আইনকে উপেক্ষা ও বিচারকাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের হত্যার মতো অপরাধ করতে থাকে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য বেসামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় র‍্যাব। এর আইনি ভিত্তি সংশোধিত ব্যাটালিয়ন পুলিশ অধ্যাদেশ। পুলিশের মহাপরিদর্শকের আওতায় আরও একটি বাহিনী। তবে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে এটা স্বতন্ত্র বাহিনীর মতো কাজ করে চলছে। তেমন কোনো সমন্বয় নেই জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সঙ্গে।

র‍্যাব গঠনের পর এর ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণে অনেক মহল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমোন্নয়ন সম্পর্কে আশাবাদী হয়। স্বীকার করতে হবে, তারা অনেকটাই তা করেছে। বিশেষ করে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এ বাহিনীর সাফল্য নজরকাড়ার

মতো। জেএমবি নামের প্রতিষ্ঠানটির মূল নেতাদেরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে সংগঠনটিকে তছনছ করে দেয়। এসব র‍্যাব করেছে সম্পূর্ণ আইনের আওতায়। বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত আদালতে সোপর্দ করে। বিচার হয় দেশের প্রচলিত আইনে। র‍্যাব প্রশংসিত হয় দেশে ও বিদেশে।

ভেজালবিরোধী অভিযানেও তারা নজরকাড়ার মতো অবদান রাখে। তবে একপর্যায়ে তাদের কিছু সদস্যের মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের প্রবণতা পেয়ে বসে। এমনকি এ সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে পুলিশের মধ্যেও। এসব বিষয়ে নীতিনির্ধারক মহল একেবারে অজ্ঞ ছিল, এমন দাবি করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলব।

আরও অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে গুম, হত্যা কিংবা সীমান্তের অপর পাড়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা আদৌ নীতিনির্ধারকদের অজানা থাকার কথা নয়। এমনকি ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় এবং দিতে না পারলে হত্যার অভিযোগও আছে। নিজেদের ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাতে গিয়েও দু-একটি ঘটনা ঘটেছে। যেমন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আবার কোনো কোনো অপরাধী বা ঘটনাকে আড়াল করার জন্যও ক্ষেত্রবিশেষে ঘটেছে এমন কিছু ঘটনা।

যেমন সাবেক এসপি বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা খানম হত্যার ঘটনায় সম্ভাব্য ও স্বাভাবিক সাক্ষীদের দুজনকে খুন ও একজনকে গুমের বিষয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তবে মামলাটি শেষ পর্যন্ত বিচারের মূল স্রোতোধারায় এসেছে। তবে মেজর সিনহার খুনের পর ওসি প্রদীপসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দায়রা আদালতে দণ্ডিত হওয়া এ ধরনের কার্যক্রমে পুলিশ কিছুটা হাত গোটায়। তবে র‍্যাব তখনো ছুটছিল একই পথে। তারা থামতে বাধ্য হয়, অনেকটা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসার পর। আমরা নিজেরা ব্যবস্থা নিতে পারলাম না। র‍্যাবের মতো একটি চৌকস বাহিনী কলঙ্কিত হলো। অথচ চমৎকার গোয়েন্দা নেটওয়ার্কসংবলিত এমন একটি বাহিনী আরও জোরদার হওয়া দরকার।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এসব সংস্থায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা খুব কমই অবসরের দ্বারপ্রান্তে আছেন। বরং সামনে রয়েছে বিশাল সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। নিজের লোভ কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের বেআইনি আদেশ পালন সাময়িকভাবে সুফল দিতে পারে।

পাশাপাশি অন্ধকারে বিলীন হয়েও যেতে পারে সম্ভাবনাময় অনাগত ভবিষ্যৎ। র‍্যাবের গঠন ও ক্ষমতার উৎস আইন। অপরাধ দমন করতে গিয়ে সেই আইনকে স্মরণে রাখলে এমনটা ঘটার কথা নয়। অথচ মানবাধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও আইন পালন করা যায়, এটা আজ র‍্যাব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে সফরকারী ডোনাল্ড লু বলে গেছেন। র‍্যাব খুব বড় বাহিনী নয়।

ধারণা করা অমূলক নয়, র‍্যাব কিংবা পুলিশের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তাদের নেতৃত্ব কিংবা নীতিনির্ধারক মহল বরাবর উপেক্ষা করে একরকম উসকানি দিয়ে আসছিলেন। এতে ঘটেছে বিপর্যয়। তবে বিষয়টি খুব বড় নয়। আরও বড় হবে না, এমন কিন্তু নয়। তাদের সঠিক পথে চালনার জন্য মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন হলো, এটা ভেবে লজ্জিত হতে হয়। র‍্যাব যখন ‘উল্টাপাল্টা’ করছিল, তখন নীতিনির্ধারক মহল থেকে ব্যবস্থা না নিয়ে, বরং দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবাদকে যেভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে, তা ভেবে আরও বেশি লজ্জিত হতে হয়।

যা-ই হোক, আমরা শুধু এ ক্ষেত্রে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই পানি ঘোলা করে খেতে পছন্দ করি। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার সংবাদমাধ্যমের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না।

আর লুকাবই-বা কেন? আমরা তো একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেই স্বাধীন হয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুলভ্রান্তি করতে পারে, সেটা যথাযথ কর্তৃপক্ষ তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে ব্যবস্থা নিলে অনেক ভোগান্তি কমানো যায়। অনেক দেরিতে হলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তি কাজে লাগবে।

আলী ইমাম মজুমদার সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

আমেরিকার ব্যর্থ কৌশল ইউক্রেনে যেভাবে বিপর্যয় ডেকে আনছে

ব্রান্ডন জে ওয়াইকার্ট

ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়াসহ মুসলিমঅধ্যুষিত দেশগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রের ‘বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ’-এর মতো সামরিক অভিযান সুসংহত কৌশল না থাকায় ব্যর্থ হয়েছে। পোলিশ সমরবিদ কার্ল ভন ক্লোজোউইটজ মনে করতেন, যুদ্ধ অন্যভাবে রাজনীতিরই সম্প্রসারিত রূপ। তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়ে বলা যায়, যুদ্ধ ঐতিহ্যগতভাবেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। আরও স্পষ্ট করে বললে, রাষ্ট্র অথবা অরাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে সহিংসতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফলাফল বের হয়ে আসে। যা-ই হোক, যখন কোথাও সামরিক বাহিনী পাঠানো হয়, তখন এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক নেতৃত্বই তাদের সেই নির্দেশ দেয়। এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী, সেটা অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে নির্ধারণ করতে হয়। মাঝপথে অবস্থান বদলানো যায় না। কিন্তু গত ৩০ বছরে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পর রাষ্ট্রনীতি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস এটিকে বলেছেন ‘মিশন ক্রিপ’। মাঝপথে গোলপোস্ট বদলের এই নীতি শেষ পর্যন্ত খেলায় জেতাটাকেই অসম্ভব করে তোলে।

১৯৪৫ সালের পর অনেক দেশে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়ায় যে ব্যর্থতা, সেটিকে বিপর্যয়ই বলা যায়। এতে মার্কিন সেনাবাহিনীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে চীন, রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়ার মতো সত্যিকারের বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়ার মতো সামরিক প্রস্তুতি ও সক্ষমতা তাদের কতটা আছে, সেই প্রশ্নও সামনে নিয়ে এসেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্যর্থতা নামের কারখানার শোচনীয় পণ্যগুলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিয়েছে। গত বছর রাশিয়ানরা ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে অবরুদ্ধ দেশটিকে সয়লাব করে দিয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটা কী? প্রাথমিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য দেখে মনে হয়েছে, ন্যাটোর মিত্রদের রাশিয়ার প্রতি বিমুখ করে তোলা। এটা অবশ্যই বিচক্ষণ কৌশল ছিল, সেটা কাজও করছিল। ইউক্রেনীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ১ লাখ ৬০ হাজারের আগ্রাসনকারী রাশিয়ার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ওই সময় রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিয়ে রাজধানী কিয়েভ ও প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সরকারকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এরপরের যৌক্তিক পদক্ষেপটি হতে পারত শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ বের করা। এমন একটি মীমাংসায় পৌঁছানো, যাতে পশ্চিম ইউক্রেনকে পুরোপুরি মুক্ত করা যায় এবং পূর্ব ইউক্রেনের রুশভাষী অঞ্চল ও ক্রিমিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়।

প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পরই ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্র তাদের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে ইউক্রেনীয়দের তারা উৎসাহিত করল, তাঁদের ভূখণ্ড রক্ষার বাস্তবসম্মত লক্ষ্য বদল করতে। জেলেনস্কি সরকার পূর্ব ইউরোপ এবং ক্রিমিয়া উপদ্বীপ থেকেও রাশিয়ানদের হটিয়ে দেওয়ার দাবি জানাল।

সম্প্রতি পশ্চিমা নেতারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উৎখাত এবং রাশিয়ান ফেডারেশন ভেঙে টুকরা করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করছেন। সব পরিস্থিতি যদি অনুকূলে থাকে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যদি একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তারপরও এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ অসম্ভব একটা বিষয়। কিন্তু ওয়াশিংটনে কল্পনাজগতে বসবাসকারী নীতিনির্ধারকেরা এই বিভ্রমের মধ্যেই নিজেদের ছুড়ে দিয়েছেন। আর অসম্ভব এক স্বপ্ন দেখিয়ে ইউক্রেনীয়দের কৌশলগত আত্মহত্যার পথে নিয়ে গেছেন।

কৌশলগত বিষয়ে মূর্খ আমেরিকানদের অন্ধের মতো অনুসরণ করে ইউক্রেনীয়রা নিজেদের নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। একই সঙ্গে রাশিয়া যে বিশাল পাল্টা আঘাত করে চলেছে, তাতে ন্যাটোর দেশগুলোর কোষাগার ও অস্ত্রভান্ডার শূন্য হচ্ছে। আর ইউক্রেনে অবিকল এটাই ঘটে চলেছে।

ভূরাজনৈতিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইউক্রেন প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন এক হঠকারী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা জেতা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যুদ্ধ বড় পরিসরে ছড়ানোর যে প্ররোচনা পশ্চিমারা দিচ্ছে, তার জন্য নিজেরাও প্রস্তুত নয়। এই সংকটকালে ওয়াশিংটনে কি এমন কোনো তরুণ নেই, যিনি কিনা বলবেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধটা পুরোপুরি এড়ানো যেত। হায়, ওয়াশিংটনের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আত্মসক্ষমতা কতটা, সেটা নিজেরাই বুঝতে অক্ষম।

এই ‘অপদার্থ যুবরাজ’দের এখন উচিত তাঁদের ব্যর্থ কৌশলের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ইউক্রেনীয় ও আমেরিকান তরুণদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। ওয়াশিংটনের শাসকশ্রেণি দশকের পর দশক ধরে কৌশলগত জায়গায় বোকার মতো পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একেকটা বিপর্যয় বিশ্ব ব্যবস্থায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান একটু একটু ধসিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের শুরু করা এই অন্তহীন যুদ্ধে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে খুব বেশি বিকল্প নেই। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে ওয়াশিংটনকে হয় একটা অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নাহয় রাশিয়া যত দিন না পর্যন্ত ইউক্রেনকে চুরমার করে ফেলছে, তত দিন অপেক্ষা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ভূকৌশলগত অবস্থান এবং ন্যাটো জোটের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক মেরুর বিশ্ব ব্যবস্থার বদলে নতুন বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ব্রান্ডন জে ওয়াইকার্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

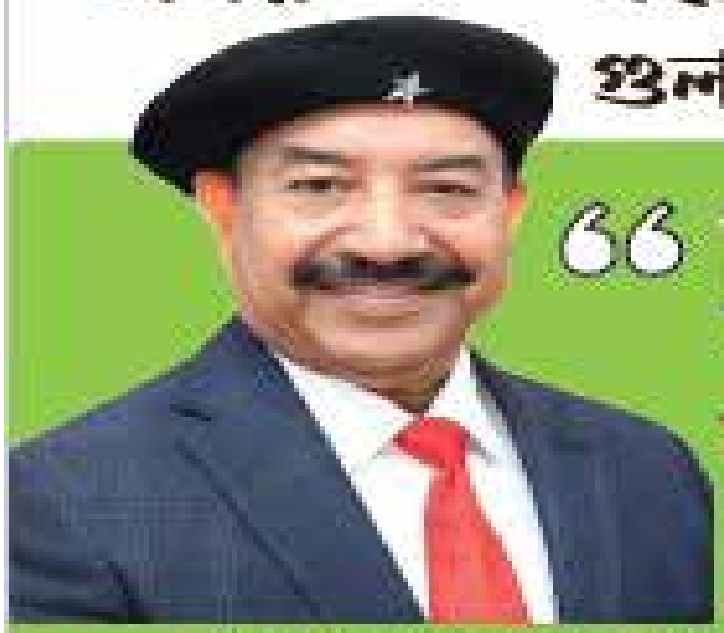

আন্তর্জাতিক
অ আ ক খ
অমর একুশে
তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সোমবার
সময় : সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত
গুলশান টেরেস, উডসাইড,
নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির প্রতি সম্মান,
মানুষ মানুষের জন্য দেশপ্রেম
মানুষের জন্য দরদী সেবা, আমাদের
বাঙালির জন্য বাঙালির সেবা, মানুষ
সবকিছুর শুরু ও শেষ,
পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া কোনো
বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
জয় বাংলা
জয় বাংলাদেশ

ভাষা দিবস ২০২৩
বাংলাদেশের অর্জনের দিন
আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য
এস আই টুটুল
উপস্থাপনা
সোনিয়া
Multinational Performance
Sociedad Molina de Panama
BANGLA COPAP
ALEGRA
HOME CARE INC.

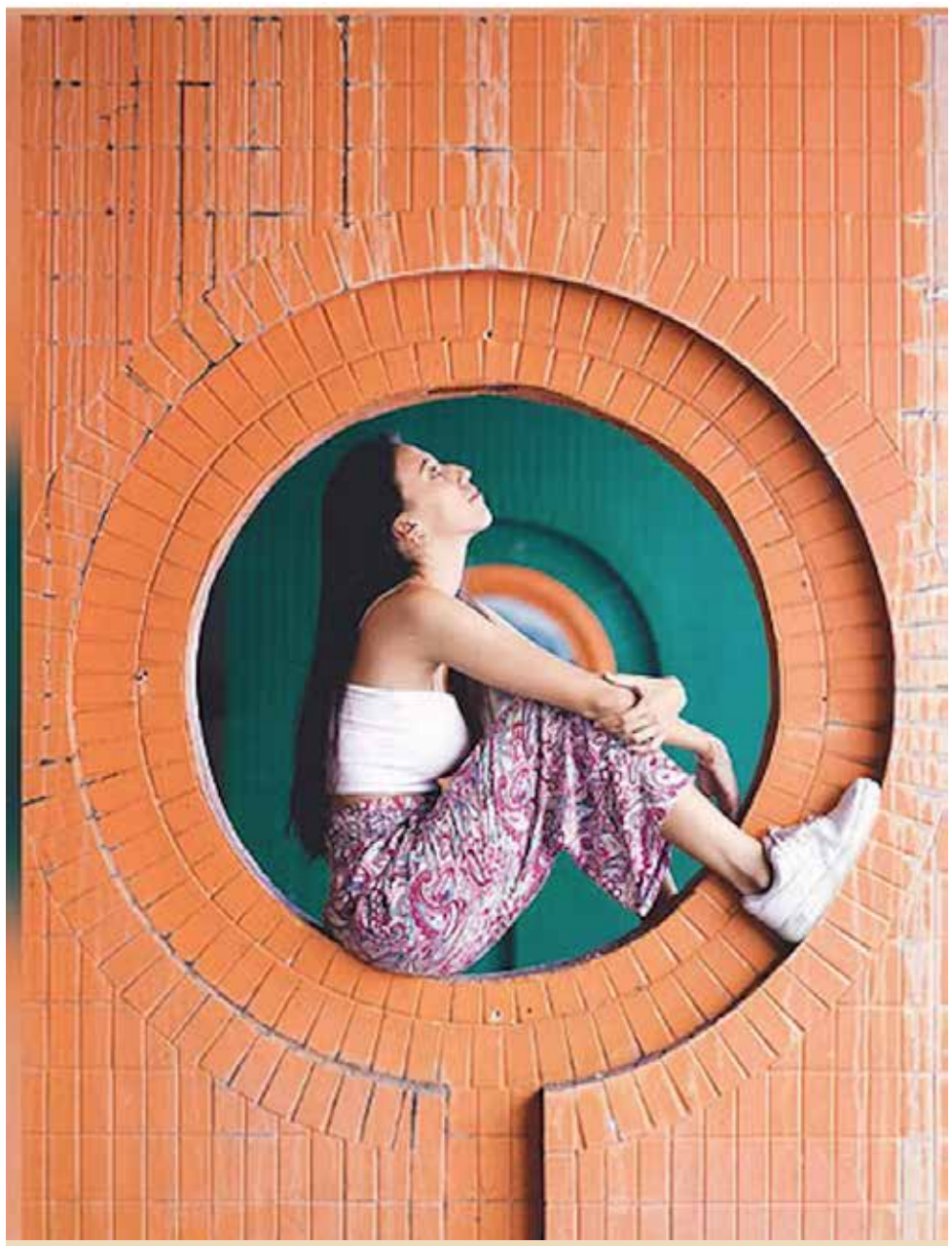

চাপ সামলান

প্রতিনিয়তই নানারকম মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাই আমরা। নানামুখী চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে একসময় শারীরিক অসুখ তৈরির আশঙ্কা থাকে। মন ভালো রাখতে চাপ সামলানোর দক্ষতার চর্চা করতে হবে।

কীভাবে বুঝবেন

আমরা সবাই কমবেশি মানসিক চাপে ভুগছি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না। নিচের লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখে নিন আপনি মানসিক চাপে ভুগছেন কিনা।

১. দিনের বেশিরভাগ সময় ভালো না লাগা বা বিষণ্ন বোধ হওয়া। মেজাজ খিটখিটে, সহজেই ধৈর্য হারানো, সামান্য ব্যাপারে আতঙ্কিত বা দুশ্চিন্তা করা। অর্থাৎ রাগ, হতাশা, একাকিত্ব, ভয়ড়এ ধরনের নেতিবাচক অনুভূতিগুলো বেড়ে যাওয়া।

২. ঘুম খুব কম বা অতিরিক্ত বেশি হওয়া, যে কোনো কাজে আগ্রহ হারানো, খাবারে অনীহা বা অতিরিক্ত খাওয়া।

৩. একা থাকা বা মানুষের সঙ্গে মিশতে অনীহা এবং সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলা। কোনো কিছুতে আগ্রহ না পাওয়া, অতীতের আনন্দ আর খুশির বিষয়গুলোতেও আগ্রহ না থাকা ইত্যাদি।

৪. মানসিক চাপ বেশি থাকলে শরীরে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বাড়তে থাকে। এ হরমোনগুলো দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করলে শরীর অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। এছাড়াও শরীরিক অন্যান্য উপসর্গ হতে পারেড় বুকব্যথা, মাথাব্যথা, বদহজম, খাবারে অরুচি ইত্যাদি।

চাপ সামলানোর উপায়

১. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপ কারণগুলো চিহ্নিত করা। যখনই কোনো বিষয়ে আপনার খারাপ লাগবে সেগুলো লিখে রাখুন। সঙ্গে সঙ্গে লেখা সম্ভব না হলে দিনশেষে রাতে ঘুমানোর আগে ভাবুন আজ সারা দিন কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে কেন এবং কীভাবে চাপে ফেলেছে। কারণগুলো নোট করে রাখুন।

২. সম্ভব হলে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এমন ঘটনাগুলো এড়িয়ে চলা। কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো পরিবেশ যদি এর কারণ হয় তবে সেটাও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্র যদি মানসিক চাপের কারণ হয় তবে কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

৩. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। পরিস্থিতি বদলানো সম্ভব না হলে, নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন। কিছু কিছু সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না যেমনড়কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দুর্ঘটনা। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে মানসিক শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

৪. নিয়মিত ৬-৭ ঘণ্টা ঘুম এবং ৩০ মিনিট ব্যায়াম করলে মানসিক চাপ সামলানোর জন্য শরীর ও মন উভয়ই সমানতালে সাহায্য করবে। ভালো ঘুমের জন্য রাতে টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপসহ সব ধরনের স্ক্রিন ব্যবহার সীমিত করুন। শোবার আগে রিল্যাক্সেশন মিউজিক শুনে মেডিটেশন করতে পারেন। শরীর সচল থাকলে এন্ডোরফিন হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। সূর্যের আলো মস্তিষ্কে সেরেটোনিনের মাত্রা বাড়ায়। তাই ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকালের রোদে ৩০-৪০ মিনিট হাঁটুন বা জগিং করুন।

৫. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, বিশেষ করে পুষ্টিকর সকালের নাশতা আপনার শরীর ও মনকে সারা দিনের যাবতীয় চাপ সামলানোর উপযুক্ত করে তুলবে। তাই দৈনিক পুষ্টি ও বিশ্রাম নিশ্চিত করুন। সঠিক খাদ্যাভ্যাস পাশাপাশি চা-কফি ও কোমল পানীয় কম পান করা, ধূমপান না করা, নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করতে হবে।

৬. নিজের একান্ত সময় খুঁজে বের করা এবং জীবনকে উপভোগ করা খুব জরুরি। প্রতিদিন অন্তত ২০-৩০ মিনিট নিজের জন্য সময় রাখুন।

এ সময়টা শুধুই আপনার। পছন্দের যে কোনো কাজ করুন এ সময়ে। ব্যায়াম করা, গান শোনা, বই পড়া, ছবি আঁকা কিংবা কিছুই না করে এক কাপ চা বা কফি হাতে বারান্দায় বসে থাকা যেতে পারে। মোটকথা যেসব কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায় সেগুলোই করুন। একইভাবে সাপ্তাহিক বা দুই সপ্তাহে একবেলা সময় নিজের জন্য নির্দিষ্ট করুন। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা, কেনাকাটা বা ঘুরতে যাওয়া, বাইরে খেতে যাওয়া, সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে এই বেলায়।- মারজান ইমু

থাইরয়েড সচেতনতা

থাইরয়েড গ্রন্থি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর মধ্যে একটি। শরীরের বাকি অংশের সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে এটি। তাই থাইরয়েডের সমস্যা হলে শরীরের অন্য গ্রন্থিগুলোও ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ড. হেমন্ত রায় চৌধুরী

থাইরয়েড কী : থাইরয়েড হলো গলার কাছে থাকা প্রজাপতি আকৃতির একটি গ্রন্থি। এটি শরীরের বিপাক হার বা মেটাবলিজম নির্ভর করে এ গ্রন্থি থেকে হরমোনের ক্ষরণের ওপর। কয়েক ধরনের থাইরয়েড সমস্যা দেখা যায়। যেমন, থাইরয়েড হরমোন কম উৎপন্ন হওয়া যাকে হাইপোথাইরয়েড বলে। আর এ হরমোন বেশি নিঃসরণ হওয়াকে বলে হাইপারথাইরয়েড। এ দুটি প্রধান সমস্যা ছাড়াও থাইরয়েড ফোলা, থাইরয়েড টিউমার ও থাইরয়েড ক্যান্সারের মতো সমস্যাও হতে পারে। শরীরে থাকা টিস্যুগুলোর বিরুদ্ধে শরীরের অস্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য হাইপো আর হাইপার থাইরয়েডই সাধারণত বেশি হতে দেখা যায়। মূলত নারীরাই এ সমস্যায় বেশি ভুগে থাকেন।

কেন হয় : নানা কারণে থাইরয়েডের সমস্যা হতে পারে। থাইরয়েড হরমোন সঠিক পরিমাণে উৎপাদনের জন্য আয়োডিনের গুরুত্ব অনেক। খাবারে আয়োডিন কম থাকলে থাইরয়েড কম উৎপন্ন হবে অথবা থাইরয়েড ফুলে যাবে। সেই ফুলে যাওয়াকেই বলা হয় গলগণ্ড রোগ। শরীরের অন্য গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ না করা তার প্রভাব থাইরয়েডের ওপর পড়ে। আবার কারও ক্ষেত্রে জন্মগতভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির ত্রুটির কারণেও থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারের কারোর থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে তার সন্তানদেরও অসুস্থতা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণ : প্রজননক্ষম নারীদের হাইপোথাইরয়েডিজমের হার ও জটিলতা বেশি। হঠাৎ অস্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধি, সবসময় ক্লান্তিবোধ করা। অনিয়মিত মাসিক বা দীর্ঘদিন অতিরিক্ত মাসিকের মতো সমস্যা হতে পারে। চুল ও ত্বকের সমস্যা যেমন শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ শিশুদের বৃদ্ধিতে বাধা ও বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হওয়ার সমস্যাও দেখা দেয় এ কারণে। অন্যদিকে হাইপারথাইরয়েডের সমস্যায় হঠাৎ করেই কমে যেতে পারে ওজন। দেখা দিতে পারে কাঁপুনি, উদ্বেগ, অত্যধিক ঘাম এবং ঋতুচক্রে কম রক্তক্ষরণের মতো সমস্যা। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া কিছু ঘটনা বা মানুষ চিনতে না পারার মতো সমস্যাও হতে পারে। থাইরয়েডে সমস্যার কারণে মাংসপেশির ক্ষয় বেড়ে যায়, সক্ষমতা কমে যায়। দ্রুত হাড় ক্ষয় হয়।

চোখের অক্ষিগোলক বড় হয়ে যেতে পারে। চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে।

খাওয়ার পর ...

১. রাতের খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন না। এতে হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে পেট ফাঁপাসহ গ্যাস্ট্রিকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। খাওয়ার অন্তত দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর শুতে যান।

২. ফল খুবই উপকারী। কিন্তু খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়া অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস। এতে ফল ঠিকমতো হজম না হয়ে বদহজম হতে পারে। আর রাতের খাবার খাওয়ার পর ফল খেলে আরও বেশি ক্ষতি হয়। দুই বেলার খাবারের মাঝে ফল বা জুস খেতে পারেন।

৩. খাওয়ার পরপর পানি পান করবেন না। তাহলে পাকস্থলীর জারক রস পাতলা হয়ে হজম হতে সমস্যা হয়। খাবার ৩০-৪০ মিনিট পর পানি পান করবেন। খাবার সময় বিশেষ প্রয়োজন হলে এক-দুই চুমুক পানি পান করতে পারেন।

৪. অনেকে ভাবেন খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটি করলে শরীর সুস্থ থাকে। এটাও ভুল ধারণা। খাবার খেয়ে অন্তত আধঘণ্টা অপেক্ষা করুন। তারপর হাঁটতে যান। তাড়াতাড়ি খাবার হজম হবে এবং পেটে মেদ জমবে না। তবে খাওয়ার পর ভারী ব্যায়াম করতে চাইলে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করুন।

৫. খাওয়ার পরপরই ধূমপান করলে গ্যাস্ট্রিক হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এ ছাড়া যাদের পেটের সমস্যা আছে তাদের জন্য সিগারেটের নিকোটিন ক্ষতিকর। শরীরের কোলনের মাংসপেশির ওপরও বাজে প্রভাব পড়ে।

৬. খাওয়ার পরপরই গোসল করলে হজমের সমস্যা হতে পারে। হজম করতে শরীরের অনেক এনার্জির দরকার হয়। একই সঙ্গে পেটের মধ্যে রক্তের প্রবাহ অনেকটা বেড়ে যায়। কিন্তু গোসল করলে শরীরের তাপমাত্রা কমে। ফলে হজম হতে বেশি সময় লাগে। তাই খাওয়ার পর গোসল করতে হলে অন্তত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করে গোসল করুন। সবচেয়ে ভালো হয় খাওয়ার আগে গোসল করলে।

৭. খাওয়ার পর যদি পেট ভরা বোধ হবে এমনভাবে খাবেন না। যতটুকু খাবার খেলে পেট ভরা মনে হবে তার তিন ভাগের দুই ভাগ খাবার খেতে হবে। নিয়মিত পেট ভরে খাবার খেলে অল্পদিনেই পেটে মেদ জমতে শুরু করবে।

শীতে সুস্থ থাকার খাদ্যাভ্যাস

শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা পেতে আমরা গরম কাপড় পরি। গরম পানিতে গোসলের পর ত্বকে মাখি ভ্যাসলিন বা অন্য কিছু যা শরীরের আদ্রতা বজায় রাখে। কিন্তু ঠান্ডার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়, তা মোকাবিলায় এগুলোই কি যথেষ্ট? এর উত্তর, 'সম্ভবত নয়।'

তাই শীতজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা এড়াতে সক্ষম এমন খাদ্যাভ্যাসও অনুসরণ করা জরুরি। আর এ বিষয়ে ধারণা থাকলে এবং তা অনুসরণ করলে সুস্বাস্থ্য নিয়েই শীতকাল পার করা সম্ভব।

চা/কফি বাদ দেওয়া : শীতে খুব বেশি চা, কফি বা কোমল পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ এগুলোতে থাকা ক্যাফেইন ও সুগার ব্লাড ভলিউম কমিয়ে দেয় এবং তা মুত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে। যাদের ডায়বেটিকসজনিত সমস্যা আছে, তাদের শীত ছাড়াও কোমল পানীয় ও চিনির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

খাদ্য তালিকায় ফল ও সালাদ : শীতকালে খাদ্য তালিকায় ফল ও সালাদ শরীরকে ডিহাইড্রেশনের হতে বাঁচতে সহায়তা করে এবং হজম শক্তিও উন্নত করে। ফলের তালিকায় পেপে ও আনারস রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া আমলাতে রয়েছে 'ভিটামিন সি' যা শীতে ত্বকের জন্য বেশ উপকারি।

খাদ্যতালিকায় বাদাম ও সিডস : বিভিন্ন ধরনের বাদাম, কুমড়া ও শিমের বিচি শরীর গরম রাখার জন্য খুবই ভালো। শীতকালে শরীর গরম এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এগুলো খুবই কার্যকর। বিশেষ করে আমলকি ও বাদাম শরীরে ক্ষতিকর কোলেস্টরেল কমায়, রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। কারণ এই দুই বাদামে আছে ভিটামিন ই, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ম্যাগনেশিয়াম ও ওমেগা থ্রি ভিটামিন।

খাদ্য তালিকায় দেশি ঘি : দেশি ঘিতে রয়েছে 'ভিটামিন ডি', যা শীতে ত্বকের জন্য খুবই ভালো। এ ছাড়া দেশি ঘি ক্যালসিয়াম শোষণ বাড়িয়ে দিয়ে হাড়কে করে আরও শক্তিশালী।

খেতে পারেন ডিম ও মাছ : শীতকালে ঠান্ডাজনিত অসুখ লেগেই থাকে। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও সুস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খাদ্যতালিকায় ডিম ও মাছের মতো উচ্চ প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখা যেতে পারে।

আদা চা : ক্যাফেইনযুক্ত চা ও কফি শীতে পরিহার করা উচিত। তবে আদা চা খেলে উপকার পাওয়া যায়। আদা হজমে উপকারী হিসেবে মনে করা হয় এবং এটি শরীরকে ভেতর থেকে গরম করতে সহায়তা করে।

খাদ্য তালিকায় মিষ্টি আলু : শীতকালীন খাদ্য তালিকায় মিষ্টি আলু রাখা যেতেই পারে। আর এটি বেশ সহজলভ্যও। স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেড, পটাশিয়াম, ভিটামিন এ ও ফাইবারের উৎস মিষ্টি আলু। নিয়মিত মিষ্টি আলু খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

লিভার সুস্থ রাখতে খাবারের তালিকায় যে খাবার

লিভারের অসুখের জন্য আমাদের নানা ভুল অভ্যাস অনেকাংশে দায়ী। বিশেষ করে ভুল খাবার নির্বাচন ও সঠিক উপায়ে না খাওয়া এর মধ্যে অন্যতম। বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, ঠিক সময়ে খাবার না খাওয়া, হাত না ধুয়ে খাওয়ার মতো অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিন। সেইসঙ্গে বাদ দিতে হবে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা, ঘুমে অনিয়ম করার মতো অভ্যাসও। কিছু খাবার আছে যেগুলো আপনার লিভার ভালো রাখতে সাহায্য করতে পারবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক তেমন ৭টি খাবার সম্পর্কে-

ওটস : যেসব খাবার ভালো হজমে সাহায্য করে তার মধ্যে অন্যতম হলো ওটস। ওটসে থাকে প্রচুর ফাইবার। যেসব খাবার হজম ভালো করে সেগুলো লিভারের জন্যও ভালো। এছাড়াও ওটসের থাকা বিটা গ্লুক্যানস লিভারকে প্রদাহ থেকে রক্ষা করে।

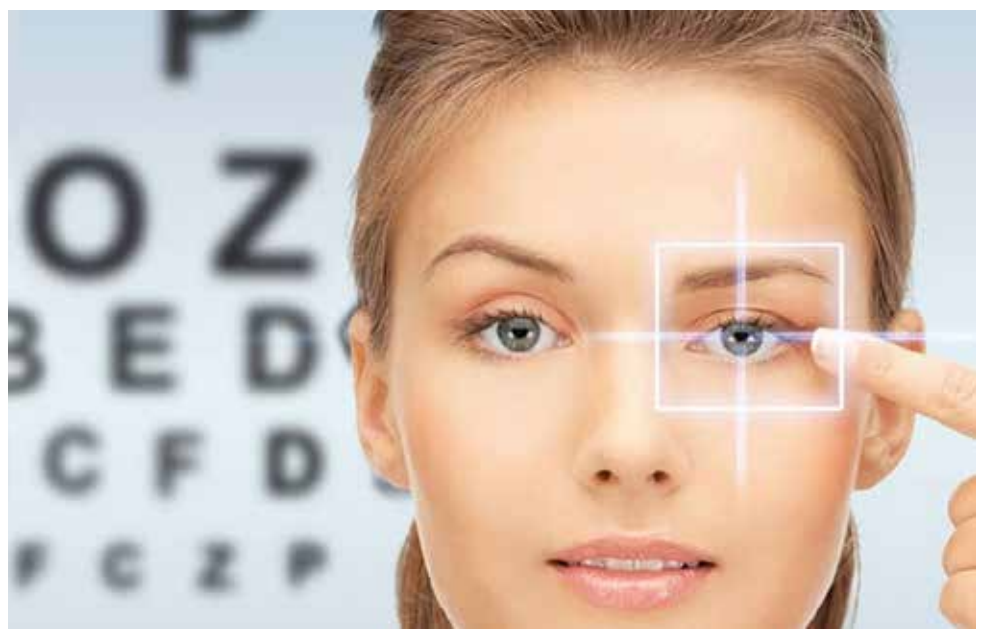

দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে যা করবেন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে কম বয়সেও চোখ নিয়ে ভোগান্তির শেষ নেই। কাজের চাপ, ব্যস্ততা- সব মিলিয়ে ব্যাঘাত ঘটে ঘুমের। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে বিশ্রাম পায় না চোখও। অথচ যত চাপ চোখের উপরেই। চোখের যত্ন নেওয়া যে খুব কঠিন ব্যাপার, তা কিন্তু নয়। একটু সতর্ক থাকলেই ভাল থাকবে চোখ।

১। চোখ ভালো রাখতে বেশি করে পানি খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। শরীরে পানির মাত্রা যত বেশি থাকবে, চোখ তত ভালো থাকবে। অনেক ক্ষণ একদৃষ্টে কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। মাঝেমাঝে চোখে পানির ঝাপটা দিন।

২। এখন সর্বক্ষণ টিভি বা কম্পিউটারের পর্দায় চোখ থাকে অধিকাংশের। কিন্তু সেই অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে চোখের কথা ভেবে। না হলে চোখ শুকিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যদি টানা কম্পিউটারে কাজ করতে হয়, তবে পর্দার সঙ্গে চোখের যেন থাকে যথেষ্ট দূরত্ব।

৩। অতিরিক্ত রোদে বেরোনো চোখের জন্য ভাল নয়। সূর্যের আলো সরাসরি যাতে চোখে বেশিক্ষণ না পড়ে, তার জন্য কালো রোদচশমা পরে নেওয়া যেতে পারে।

ইলিশ পোলাও

ইলিশের নাম শুনলে কার না জিভে জল চলে আসে! এই এক ইলিশই রান্না করা যায় নানা উপায়ে। তেমনই একটি মজাদার খাবার ইলিশ পোলাও।

উপকরণ : পোলাও এর চাল ৫০০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ১২ টুকরো, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, টকদই ১ কাপ, লবণ স্বাদমত, দারুচিনি ২ টুকরা, এলাচ ৪টি, পেঁয়াজ বাটা ৩/৪ কাপ, পেঁয়াজ স্লাইস আধা কাপ, পানি ৪ কাপ, কাঁচামরিচ ১০টি, চিনি ১ চা চামচ, তেল আধা কাপ।

প্রণালি : দুটি বড় ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে মাঝের অংশের টুকরোগুলো নিন। এবার মাছের টুকরোগুলোতে আদা, রসুন, লবণ ও দই মেখে ১৫ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। একটি পাত্রে তেল গরম করে দারচিনি, এলাচ দিয়ে নেড়ে বাটা পেঁয়াজ দিয়ে মসলা কষান। মসলা ভালো করে কষানো হলে মাছ দিয়ে কম আঁচে ২০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। মাঝে চিনি ও ৪টি কাঁচামরিচ দিয়ে একবার মাছ উল্টে দিন। পানি শুকিয়ে তেল ওপর উঠলে নামিয়ে নিন। মাছ মশলা থেকে তুলে নিন।

অন্য পাত্রে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে স্লাইস করা পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে বেরেস্তা করে নিন। বেরেস্তা তুলে নিয়ে চাল দিয়ে নাড়ুন। মাছের মশলা দিয়ে চাল কিছুক্ষণ ভেজে পানি ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে ঢাকুন। পানি শুকিয়ে এলে মৃদু আঁচে ১৫ মিনিট রাখুন। চুলা থেকে নামান। একটি বড় পাত্রে পোলাওয়ের ওপর মাছ বিছিয়ে বাকি পোলাও দিয়ে মাছ ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। পরিবেশন পাত্রে ইলিশ পোলাও নিয়ে ওপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

তেহারি

অতিথি আপ্যায়ন কিংবা যেকোনো উৎসব-আয়োজনে তেহারি থাকলে জমে বেশ।

তৈরি করতে যা লাগবে: গরুর মাংস- আধা কেজি, কালিজিরা চাল- আধা কেজি, টক দই- ১ কাপ,পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, কাঁচা মরিচ- ১০টি, সয়াবিন তেল- ১ কাপ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, শাহি জিরা- ১ চা চামচ, আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, কেওড়া জল- ২ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ- ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা- আধা কাপ, কিশমিশ- পরিমাণমতো, গরম মসলা- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাংস ছোট টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। এরপর পানি ঝরিয়ে টক দই, আদা, রসুন ও লবণ দিয়ে মেখে রাখুন আধা ঘণ্টার মতো। পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে নিন। এবার তাতে মাংস, কাঁচা মরিচ ও ৩ কাপ পানি দিয়ে নেড়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে মাংস রান্না করতে হবে। সেদ্ধ হয়ে ঝোল গায়ে লেগে এলে গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিন। নেড়েচেড়ে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।

চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। হাঁড়িতে চালের দেড় গুণ পানিতে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে নিন। এবার তাতে লবণ, তেজপাতা, এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে চালের সমান হয়ে গেলে রান্না মাংসগুলো চালের ওপরে দিয়ে অল্প আঁচে দমে রাখুন। ১০ মিনিট পর পোলাও ও মাংস ভালোভাবে মিশিয়ে কেওড়া জল ও শাহি জিরা ছিটিয়ে দিন। আরও ১০ মিনিট দমে রেখে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। এরপর পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ খিচুরি

বাঙালির ভোজনবিলাসে ইলিশ না হলে যেন চলেই না। একই ইলিশের হাজার রকমের রান্না। তারমধ্যে সহজ এবং সুস্বাদু ইলিশ খিচুরি।

উপকরণ : পোলাওর চাল ৫০০ গ্রাম, মসুর এবং মুগডাল মিলিয়ে ৪০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৪ পিস, পেঁয়াজ মিহি করে কাটা ১/২ বাটি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ ৮-১০টি, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, তেজপাতা ২টি, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা কুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা ১ বাটি, হলুদ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি : প্রথমে চাল এবং ডাল একসঙ্গে ভালো করে ধুয়ে নিন। একটি পাতিলে তেল গরম করে পেঁয়াজ এবং বাকি সব কুচি করা ও গুঁড়া মসলা এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে চাল ও ডাল দিয়ে ভালো করে ভেজে তাতে পরিমাণমতো পানি এবং কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। এখন একটি কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে তাতে ইলিশ মাছের টুকরার সঙ্গে অন্যান্য সব বাটা ও গুঁড়া মসলা, কালিজিরা, কাঁচামরিচ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মাখা মাখা করে রান্না করে ফেলুন ইলিশ মাছ। তারপর খিচুড়ি রান্না হয়ে এলে অর্ধেক খিচুড়ি তুলে নিয়ে রান্না করা মাছ বিছিয়ে উপরের বাকি রান্না করা খিচুড়ি ঢেকে দিয়ে আর ১০ মিনিট চুলায় রেখে রান্না করে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ খিচুড়ি।

স্মোকড ইলিশ

ইলিশের সব রান্নাই সহজ এবং সুস্বাদু। তার মধ্যে ব্যতিক্রম একটি রান্না স্মোকড ইলিশ।

উপকরণ : ইলিশ মাছ দেড় কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা আধা টেবিল চামচ, লবণ ১ চা-চামচ, ফিস সস আড়াই চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, সিরকা বা লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লেমন রাইন্ড ১ চা-চামচ, আটা পরিমাণমতো।

প্রণালি : মাছের আঁশ ফেলে পেট পরিষ্কার করে ভালো করে ধুয়ে নিন। মাছ আস্ত থাকবে। মাছ সহজভাবে বসবে এমন একটি হাঁড়ি মাপমতো ঢাকনাসহ নিন। হাঁড়িতে মাছ বিছিয়ে আটা বাদে অন্য সব উপকরণ মিশিয়ে মেরিনেট করুন। ১৫ মিনিট পর মাছ ডুবিয়ে হাঁড়িতে পানি দিন। ঢেকে আটা দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিন। যেন ভেতরের বাষ্প কোনোক্রমেই বের হতে না পারে। এক ঘণ্টা মাঝারি আঁচে রেখে আঁচ একেবারে কমিয়ে চুলায় রাখুন। ছয়-সাত ঘণ্টা পর চুলা বন্ধ করে দিন। ১০-১৫ মিনিট পর সাবধানে পরিবেশন পাত্রে মাছটি উঠিয়ে কোনাকুনি করে রাখুন। মাছ যেন ভেঙে না যায়। একপাশে লেটুস ও অন্য পাশে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। স্মোকড ইলিশের কাঁটা গলে যাবে। হাঁড়িতে যে গ্রেভি থাকবে, তা চুলায় দিয়ে ঘন করে মাছের ওপর ঢেলে দিতে হবে।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের পালে হাওয়া

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীরা গত ২০ দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন ১৭ কোটি ৫১ লাখ ৪০ হাজার ডলার। বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন ৩ কোটি ৫১ লাখ ডলার। ৪২টি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১১০ কোটি ডলার। আর বিদেশি ৯টি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৫০ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ যাংকের তথ্য বলছে, ২০২২ সালে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ২ হাজার ১২৮ কোটি ৫৪ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এই অঙ্ক আগের বছরের চেয়ে ৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ কম। ২০২১ সালে ২ হাজার ২০৭ কোটি ২৫ লাখ ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১ হাজার ৪৯ কোটি ৩২ লাখ (১০.৪৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ১০ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৫ দশমিক ১২ শতাংশ কম। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে, যা ছিল আগের বছরের চেয়ে ৩৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি।

উল্লেখ্য, গত বছর রেকর্ড প্রায় সাড়ে ১১ লাখ লোক কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে গেছেন, যা আগের বছরের চেয়ে ৮৬ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালে জনশক্তি রফতানির পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন।

বাংলাদেশে ঋণখেলাপির সংখ্যা পৌনে ৮ লাখ

১০ পৃষ্ঠার পর

মাইশা প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৬৮৬ কোটি ১৪ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৬৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা। রেডিয়াম কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৭৭০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৬০ কোটি ৪২ লাখ টাকা। সামান্নাজ সুপার অয়েল লিমিটেডের ঋণের স্থিতি এক হাজার ১৩০ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৫১ কোটি ৭ লাখ টাকা। মানহা প্রিকাস্ট টেকনোলজি লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৪৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা। আশিয়ান এডুকেশন লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৬৫৩ কোটি টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৩৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। এস.এম স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৮৮৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৩০ কোটি ২৬ লাখ টাকা। অ্যাপোলো ইস্পাত কমপ্লেক্স লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৮৭২ কোটি ৭২ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬২৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। এহসান স্টিল রি-রোলিং লিমিটেডের ঋণের স্থিতি ৬২৪ কোটি ২৭ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৯০ কোটি ২৩ লাখ টাকা এবং সিদ্দিকী ট্রেডার্সের ঋণের স্থিতি ৬৭০ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। তাদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫৪১ কোটি ২০ লাখ টাকা। ঢাকা-৪ আসনের সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী সংসদকে জানান, চলতি অর্থ বছরে (২০২২-২৩) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে চার লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা তিন লাখ ৮৫ হাজার ১০২ দশমিক ৭২ কোটি টাকা। যাতে রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা তিন লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

মোদি কেন বিবিসির তথ্যচিত্র দেখাতে চান না

১২ পৃষ্ঠার পর

মতামত জানানোর সুযোগ দিয়েছি। তবে তারা মন্তব্য করতে রাজী হয়নি।'

মোদি কেন তথ্যচিত্রের প্রচার বন্ধ চান গুজরাট দাঙ্গা থামাতে ব্যর্থতার অভিযোগ বারংবার অস্বীকার করে এসেছেন মোদি। দাঙ্গায় মোদি এবং অন্যদের ভূমিকা তদন্তে বিশেষ তদন্তদল গঠন করে সুপ্রিম কোর্ট। ২০১২ সালে জমা দেয়া ৫৪১ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করার মতো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়। পরের বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মোদিকে বিজেপির প্রার্থী হন। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হন মোদি। ২০১৯ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে ফেরেন। ২০১৪ সাল থেকে মোদির বিজেপি এবং আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ডানপন্থী দল মিলে হিন্দু আধিপত্যবাদী প্রচারণা চালিয়ে গেছে। সুতরাং গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে বিদেশি স্বনামধন্য কোনো গণমাধ্যমের তৈরি তথ্যচিত্রে মোদি প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সরকারের সমালোচনা বন্ধ করার চেষ্টারই অংশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবিসির তথ্যচিত্রের সমালোচনা করছে মোদি সমর্থকেরা। এটাকে 'ঔপনিবেশিক' এবং 'শ্বেতাঙ্গ' প্রোপাগান্ডা বলছে তারা। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী গত সপ্তাহে এক সংবাদ সম্মেলনে তথ্যচিত্রের সমালোচনা করে বলেন, 'পক্ষপাতিত্ব ও বস্তুনিষ্ঠার অভাব এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার অকপট প্রভাব চরমভাবে দৃশ্যমান।'

এদিকে বিবিসির তথ্যচিত্রটি মোদি ভারতীয়দের দেখতে দিতে চান না জেনে অবাক হয়েছেন ভারতের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মোহাম্মাদ সাজ্জাদ। সরকারি নিশেধাজ্ঞাকে অসঙ্গতিপূর্ণ উল্লেখ করে আল জাজিরাকে তিনি বলেন, 'বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় মুসলমানদের শিক্ষা হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন। তবু, যেহেতু বিবিসির তথ্যচিত্রে মোদি অত্যন্ত বিরক্ত, এর একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য কারণ হতে পারে বিশ্বের সামনে তিনি এক ধরনের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাচ্ছেন।

'২০১৯ সালে পারমাণবিক যুদ্ধের খুব কাছে চলে গিয়েছিল ভারত-পাকিস্তান'

১২ পৃষ্ঠার পর

ভারতের অধিকারের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছিলেন। তার স্মৃতিকথায় পম্পেও জোর দিয়ে কথা বলেছেন ভারতের বিষয়ে। ভারতের কর্মকর্তাদের মতো না হয়ে তিনি চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'কাউন্টারঅ্যাক্ট' করতে দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক মিত্রদের সঙ্গে মিত্রতার বিষয়ে কোনো গোপনীয়তা রক্ষা করেননি। ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তান তাদের পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায়। একে বলা হয় 'ওয়াটারশেড' মুহূর্ত হিসেবে। তখন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। তার একটি বিখ্যাত উক্তি আছে কাশ্মীর নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীর এই দুটি দেশকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু কাশ্মীর বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান।

আ.লীগ ১০ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু

৯ পৃষ্ঠার পর

তাদের আগামীর বেহেশতের দরকার নেই। আগামীর বেহেশতে যাবে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। যারা নির্যাতিত হচ্ছে, কারাবরণ করছে, অত্যাচারে মারা গেছে তারাই বেহেশতে যাবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও বলেন, যে দলের নেতা-কর্মীরা ভোট চুরি, ব্যাংক লুট, টেন্ডার, জায়গা দখলে ব্যস্ত তাদের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ত নেই। তারা ভিন্ন প্রক্রিয়ার নতুন রাজনীতি তৈরি করেছে। এ রাজনীতি আওয়ামী মডেলের লুটপাটের অর্থনীতি রাজনীতি। রাজনৈতিকভাবে তারা আজ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত। তাদের সমর্থনকারী কোনো মানুষ আজ নেই।

চট্টগ্রামের একটি কর্মসূচি ঘিরে চারটি মামলা হয়েছে জানিয়ে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, শত শত নেতা-কর্মীর নামে মামলা দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বিএনপির সিদ্ধান্ত হচ্ছে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সরকারকে পতন ঘটাতে হবে। বিএনপি সে রাস্তায় চলছে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দীন মজুমদার, ভিপি হারুনুর রশীদ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ সালাহ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন, নগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

আমেরিকায় ভোট চুরি নিয়ে কি আমরা সালিশি করতে যাই - শেখ সেলিম

৯ পৃষ্ঠার পর

কীভাবে মেরামত করবে অধীর আগ্রহে তোমার জন্য বসে আছে।'

২০০৭ সালে রাজনীতি না করার মুচলেকা দিয়ে তারেক রহমানের বিদেশে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ সেলিম বলেন, 'একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেকের ৩০ বছরের সাজা হয়েছে। মানি লন্ডারিং মামলায় সাত বছরের সাজা হয়েছে। দেশে এলে তাকে কারাগারে যেতে হবে, নির্বাচন তো দূরের কথা।'

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ১৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় নির্বাচন করতে পারবেন না বলে উল্লেখ করেন শেখ সেলিম। তিনি বলেন, 'খালেদা জিয়াকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ভাই ও বোন মুচলেকা দিয়ে বলেছেন, খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন না।

এখন তিনি ১০ ডিসেম্বর এসে ক্ষমতা দখল করবেন, শেখ হাসিনার পতন ঘটাবেন! এসব হলো জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও তাদের লোকদের কিছু খোরাক দেয়ার জন্য।'

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইটস্, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

বাংলাদেশে মায়ের অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি : বড় প্রাপ্তির পথে যাত্রা?

৮ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন হয়নি। তখন শিক্ষার্থীর অভিভাবক হিসেবে বাবা এবং মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। বৈষম্যমূলক এই বিধান চ্যালেঞ্জ করে আমরা রিটটি করেছিলাম। অভিভাবক হিসেবে এখনো শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে বাবা এবং মায়ের নাম লিখতে হয়। রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, বাবা অথবা মা অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করে রেজিস্ট্রেশনসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে সব ফরম পূরণ করা যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সব শিক্ষা বোর্ডের প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে বাবা অথবা মা অথবা আইনগত অভিভাবক হিসেবে যেকোনো একটি পরিচয় উল্লেখ করে ফরম পূরণ করা যাবে।"

রাষ্ট্রপক্ষ এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছিল কিনা জানতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা কোনো বিরোধিতা করিনি। বরং মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করেছি। যখন রিটটি করা হয়, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিভাবকের ঘরে তথ্য হিসেবে বাবার নাম লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। এরপর মায়ের নাম উল্লেখ করতে হতো। আগে শিক্ষা ফরমে শুধু পিতার নাম থাকলেও ২০০০ সালে সেখানে মায়ের নাম লেখাও বাধ্যতামূলক করে সরকার। কিন্তু হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে এখন থেকে শুধুমাত্র মায়ের পরিচয়েও যেকোনো সন্তান শিক্ষার অধিকার পাবেন।" বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. মালেকা বানু ডয়চে ভেলেকে বলেন, "শিক্ষা ক্ষেত্রে ফরম পূরণে পিতার নাম বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখের সুনির্দিষ্ট আইনগত কোনো বিধান না থাকা সত্ত্বেও এতকাল ধরে পিতা মাতার পরিচয় বিহীন শিশুরা শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। এখন আমরা আশা করছি, এ যুগান্তকারী রায়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন হবে। এখন আমাদের সামনের দিনে যে কাজটা করতে হবে সেটা অভিন্ন পারিবারিক আইন বাস্তবায়নের কাজ। ইতিমধ্যে আমরা আন্দোলনও করছি। সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও আইন সংশোধন করতে হবে। এগুলো নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি আইনী লড়াইয়েও আমরা যাব।" নারীপক্ষের সদস্য কামরুননাহারও বলেন, "সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এটা এক বিরাট অর্জন। এই অর্জনকে কার্যকর ভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে আমাদের আরও তৎপর হতে হবে।" -সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার, ডয়চে ভেলে

ব্যর্থতাগুলো খুঁজে বের করে দিন, সংশোধন করে নেবো- জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টিভস) একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন ওহিও অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান স্টিভ চ্যাট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান রো খান্না। পরবর্তীতে কো-স্পন্সর হিসেবে যোগ দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটি পোর্টার এবং নিউজার্সির ট. ম্যালিনোস্কি। কংগ্রেসম্যানদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবটি যাতে বিবেচিত হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ঐকান্তিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

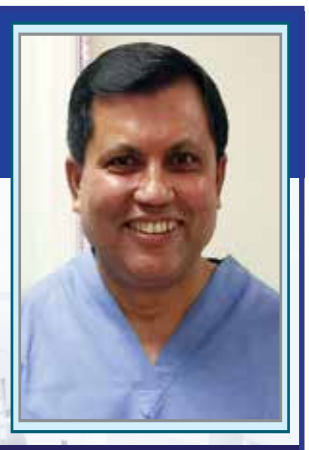

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে লড়ছে তিন পরাশক্তি

৮ পৃষ্ঠার পর

তৎকালীন ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট স্টিফেন ই বিগান বাংলাদেশকে কোয়াডে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে বিগান সেসময় 'অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি... মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিককে এগিয়ে নিতে' মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন।

সেসময় তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ এই অঞ্চলে আমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) কাজের কেন্দ্রবিন্দু হবে।'

বাংলাদেশকে মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিকে কৌশলে টানতে যুক্তরাষ্ট্রের সেই প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল চীন। ২০২১ সালের মে মাসে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সতর্ক করে দেন, চার দেশের ছোট ক্লাব অর্থাৎ কোয়াড-এ বাংলাদেশ যোগ দিলে 'চীনের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।

যদিও চীন প্রায়ই বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বে বাংলাদেশকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়েছে, তারপরও বেইজিং এর উল্টো কাজটিও করে আসছে। চীন তার গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (জিডিআই) এবং গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভে (জিএসআই) যোগ দিতে বাংলাদেশকে প্ররোচিত করছে।

এদিকে বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বাকযুদ্ধও চলছে। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষের দিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা মস্কোতে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করেছিলেন। তিনি সেসময় বলেন, ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছেন'। এর আগে ঢাকায় অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে নিজেদের 'উন্নত গণতন্ত্র' হিসেবে দাবি করা দেশগুলোর 'আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার' সমালোচনা করা হয়।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার অজুহাতে, যারা নিজেদের 'বিশ্বের শাসক' বলে মনে করে সেই রাষ্ট্রগুলো অন্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কাজ করে চলেছে।'

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে পিটার হাসের ক্রমবর্ধমান নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমালোচনামূলক এই বক্তব্য সামনে এসেছিল। গত বছরের জুন মাসে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন পরিদর্শনের সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সাথে দেখা করেন। সেসময় রাষ্ট্রদূত পিটার হাস দেশে স্বচ্ছ নির্বাচনের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে চলতি বছরের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, ২০১৩ ও ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচন ব্যাপক অনিয়মের জন্য বিশ্বব্যাপী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল এবং এখনো উদ্বেগ রয়েছে যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করবে না। অতি সম্প্রতি, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এক দশক ধরে নিখোঁজ বিরোধী দলের নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের পরিবারকে দেখতে যান। গত এক দশকে আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছে। আবার অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠা বিএনপি অর্থনীতিতে সরকারের ভুল ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই বিক্ষোভগুলো গত ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় একটি বিশাল সমাবেশে পরিণত হয়েছিল। তবে সেখানেও বেশ কয়েকজন বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর ঢাকায় মহাসমাবেশের কয়েকদিন পর সুমনের বাসায় যান পিটার হাস।

এদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমালোচনার জবাবে সরব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রও। ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক টুইট বার্তায় বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র সবসময় অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে।

রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দিয়ে মোমেন বলেছিলেন, বাংলাদেশ চায় না রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশ আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক।

দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত জায়গায় বাংলাদেশের অবস্থান দেশটিকে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়েছে। ভূ-রাজনীতির অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ রবার্ট কাপলান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ভারত মহাসাগর হবে বিশ্বব্যাপী সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু'। কারণ বিশ্ব অর্থনীতিতে শিপিং বা পরিবহনের রুট হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে।

ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরে পরাশক্তিগুলোর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

অন্যদিকে ভারত মহাসাগরে চীনের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ সারা বিশ্বেই সুবিদিত। ভারত মহাসাগর এবং এর বিভিন্ন উপসাগর দিয়ে আফ্রিকার সাথে চীনের বেশিরভাগ বাণিজ্য হয়ে থাকে। এছাড়া নিজেদের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে এই অঞ্চলে চীনা উপস্থিতি বাড়ানোরও চেষ্টা করেছে বেইজিং। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতিও হয়েছে।

দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, অতীতে পাকিস্তান এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বলে যদি এখন ধরে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে ওয়াশিংটন এখন ক্রমবর্ধমানভাবে বাংলাদেশ, নেপাল ও মিয়ানমারসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ সোচ্চার হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য বাংলাদেশের এলিট আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এর সাতজন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ওয়াশিংটন।

অবশ্য বড় পরাশক্তি দেশগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ আরও দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক সংকট, সরকারের বৈধতা নিয়ে সংকট, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে দেশটির স্বাধীন ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল; বাংলাদেশি পণ্যের একক বৃহত্তম বাজারও যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া এশিয়ায় যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি মার্কিন সাহায্য পেয়ে থাকে বাংলাদেশ সেসব দেশের একটি।

অন্যদিকে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে দৃঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বাংলাদেশে বেইজিংয়ের বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা কোনো একক দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বেশি।

পরাশক্তি দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা বাংলাদেশের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করেছে বলে দাবি ডিপ্লোম্যাটের। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র 'গণতন্ত্রের লাঠি' ব্যবহার করে বাংলাদেশকে নিজেদের দিকে টানছে, সেখানে চীন ও রাশিয়া আওয়ামী লীগ সরকারকে আর্থিক সহায়তাসহ নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে আসছে এবং সেটা আরও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়াও অব্যাহত রেখেছে। দ্য ডিপ্লোম্যাট বলছে, যখন বৃহৎ শক্তিগুলো প্রভাব বিস্তারের জন্য লড়াই করছে এবং ক্ষমতাসীন সরকারও রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার দিকে মনোনিবেশ করছে, তখন সাধারণ মানুষের চাহিদা ঠিক কী সেদিকে কারো মনোযোগ নেই।

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury

Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS E-FILE PROVIDER

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

সাহিত্যের চাওয়া পাওয়া

১৪ পৃষ্ঠার পর

কখনো যথার্থ রকমে বিকশিত ও সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হতে পারেনি। শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব নিতান্তই যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে সাহিত্যে, নিরুপায় লেখক তখন পক্ষ নেন, বিপন্ন হয়ে। অশুভ তার ব্যক্তিগত শত্রুতে পরিণত হয়েছে মনে হয়। তিনি সমবেদনা প্রকাশ করেন শুভের প্রতি, এমন কি অশ্রুপাতও করতে বলেন পাঠককে, যেমন শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'দেবদাস'-এর অন্তিম লাইনগুলোতে।

এই ভাবাদী ও তপোবনপ্রিয় চেতনায় ট্রাজেডি অনাহুত, স্বভাবতঃই। গিরিশ ঘোষ 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঐ নাটক দু-চারদিনের বেশী চলে নি, শূন্য হয়ে গেছে রঙ্গালয়, পরে যখন 'আবু হোসেন' এলো তখন, যেন ভোজবাজি, আবার ভরে গেল আসনসমূহ। পাঠক-দর্শক হাসি চায়, পরিহাস চায়, চায় উৎফুল্লতা; চায় না দুর্ভোগ, চায় না দ্বন্দ্ব। আপন ঘরে দুর্ভোগ যার নিত্যসঙ্গী, কোন দুঃখে সে দুঃখকে খুঁজবে রঙ্গমঞ্চে। পয়সা দিয়ে?

শেক্সপীয়র অনুবাদ-দুর্বলতার ভাষাতাত্ত্বিক কারণটাও দর্শননিরপেক্ষ নয়। ভাষা উপর থেকে আসে না, নীচের থেকেই গড়ে ওঠে; উপর থেকে এলেও টেকে না, টেকে তা-ই যা গড়ে উঠেছে নীচের প্রয়োজনে। বাংলা বাঙালী মানসেরই ভাষা। এই ভাষার বিজ্ঞান-চর্চার ছাপ যেমন অল্প তেমনি অল্প দর্শনচর্চার ছাপও। কারণটা অন্যকিছু নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, আমাদের চেতনায় কাব্যের শান্ত ও নিরীহ কিন্তু অচঞ্চল আচ্ছাদনটি ভেদ করে মননশীরতার, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের প্রবল ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। আমাদের প্রধান গৌরব গীতিকবিতা, প্রধান অগৌরব বিজ্ঞানের ও দর্শনের অভাব। সেই গৌরব ও অগৌরবের যুগ্ম পতাকা ভাষা তার পেলবতা ও কাব্যময়তার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত আন্দোলতি করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে একজন সমালোচক বলেছিলেন বাংলা ভাষা কেবলি এলাইয়া এলাইয়া পড়ে, ধরি ধরি করিয়া তাহাকে রাখা যায় না। সে সত্য অপ্রাণিত হয়নি অদ্যাবধি। রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাকবেথে'র অংশবিশেষের অনুবাদ করেছিলেন, তার গৃহ-শিক্ষকের শাসনের মুখে। সে অনুবাদটি রক্ষা করার মতো আগ্রহ কবির ছিল না। ওই অনুবাদের প্রথম দৃশ্যে এই ধরনের পংক্তি আছে, 'পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে ডাইনী মাগী যা তুই ভেগে।' ঐ যে শব্দ 'মাগী' তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ওই পরিবেশে। বিদ্যাসাগর অনায়াসে ব্যবহার করেছেন ওই শব্দ। পরে মধ্যবিত্ত মানসের বর্জনপ্রিয়তা এইসব শব্দকে অশ্লীল জ্ঞানে জিভে কেটে পরিত্যাগ করেছে। বলাই বাহুল্য, এর কারণ ভাষাতাত্ত্বিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। এই প্রবণতা শেক্সপীয়রের নিজের কালে ছিল না এবং ছিল না বলেই তিনি তার রচনাবলী সৃষ্টি করায় আনুকূল্য পেয়েছিলেন। আমরা শেক্সপীয়রের যথেষ্ট ও যথার্থ অনুবাদ করতে পারিনি, কেননা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিধিটা এখনো বিস্তৃতির ও গভীরতার অপেক্ষায় আছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি

১৮ পৃষ্ঠার পর

জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে গৃহকর্মী হিসেবে সাথে নেয়ার জন্য আবেদন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি গৃহকর্মী ছিলেন না। তিনিও ছিলেন আনারকলির বন্ধু।

ফলে প্রথম দিকে তাকে ভিসা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। পরে অনেক চেষ্টা তদবির করে তাকেও নিয়ে যান যুক্তরাষ্ট্রে। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায় যুক্তরাষ্ট্র। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘটনার তদন্ত না করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে লস এঞ্জেলেস থেকে জাকার্তায় পোস্টিং দেয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনা যদি তদন্ত করা হতো এবং আনারকলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতো তাহলে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশকে লজ্জায় পড়তে হতো না।

২০১৩ সালে চীনের কুনমিনে বাংলাদেশ মিশনের কন্সাল জেনারেল শাহনাজ গাজীর সঙ্গে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তির 'বিশেষ সম্পর্কের' অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময় এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলে শাহনাজ গাজীকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে তিনি তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ মিশনের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ভারতের আসামে একজন ভারতীয় নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তদানীন্তন সহকারী হাই কমিশনার কাজী মুনতাসির মোরশেদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ২০১৮ সালে। এর পর মোরশেদকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়। আর ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগের পরও তাকে পদোন্নতি দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আসামের ওই নারী গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। পরিচয়ের এক পর্যায়ে ২০১৮ সালের ২০ জানুয়ারি তাকে দূতাবাসে ডেকে পাঠান মোরশেদ এবং সেখানে তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন।

আরেক কূটনীতিক নূরে আলমের বিরুদ্ধেও নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ করেছে। ঘটনাটি ২০১৫ সালের। নূরে আলম তখন টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত। দূতাবাসের এক নারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন। তিনি তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব শহিদুল হকের কাছেও লিখিত অভিযোগ দেন। কিন্তু সেই অভিযোগের তদন্ত তো দূরের কথা, উল্টো ঐ নারী কর্মীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আর ২০১৯ সালে নূর আলমকে পদোন্নতি দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক বানানো হয়। নূরে আলম বর্তমানে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কন্সাল জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া চলতি বছর কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে প্রথম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সানিউল কাদের। তার বিরুদ্ধেও নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে। কলকাতার আলীশা মাহমুদ নামে এক নারীর ভিডিও চ্যাট ও হোয়াটএ্যাপ আলাপের স্ক্রিন শট ফাঁস হওয়ার পর তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। যৌন হয়রানি অভিযোগে ২০১১ সালে টোকিওতে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত একে এম মুজিবুর রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

তিনি একজন বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত। একজন জাপানি নারীকে যৌন হয়রানি করেন। কিন্তু মুজিবুর রহমানের কোনো শাস্তি তো হয়ইনি বরং তাকে ইরানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু নৈতিক অবক্ষয় ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাকে ইরান থেকেও প্রত্যাহার করা হয়।

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিককে ২০০৯ সালে নেপালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দেয় সরকার। দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে ভারতের পতাকা নিয়ে গাড়িতে ভ্রমণ, নারী কেলেঙ্কারি, ভিসা দিতে হয়রানি, স্কলারশিপ দিতে ঘুষ এমনকি নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে নাক গলানোর অভিযোগ ওঠে। তিনি নেপালি বংশোদ্ভূত অভিনেত্রী মনীষী কৈরালার সাক্ষাৎ করতে তার বাড়িতে ধরনা দেন। আধা ঘণ্টা পর্যন্ত ফটকে দাঁড়িয়ে দেনদরবার করেন নিম চন্দ্র।

তবে ফটক খোলা হয়নি। এ ছাড়াও কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আছে ভূরি ভূরি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এই রকম লেজেগোবরে। এসব দেখার দায়িত্ব মন্ত্রীরও আছে। কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ নজর আছে বলে মনে হয় না। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

সার্চ কমিটির মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে।

তিনি আরও বলেন, "বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন তদারকি করতে আসবে এবং তারা স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করবে।চ

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এর ওপর এবং এর বাজেটের ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল যার ভিত্তি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রয়েছে।

তিনি বলেন, এই রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ) জন্ম গণমানুষ থেকে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির জন্ম সেনানিবাস থেকে। তিনি আরও বলেন, এই দুই দলের প্রধান প্রথমে অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রপতি হন, পরে তারা তাদের রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি বলেন, জনগণের মধ্যে তাদের কোনও ভিত্তি নেই।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ছিল। তিনি বলেন, "জনগণের মধ্যে তাদের কোনও ভিত্তি নেই।"

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামী নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে সরকার গঠন করবে।

শেখ হাসিনা বলেন, গত ১৪ বছরে সরকার দেশের ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগ ও তার জোটকে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভোট দেওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে এবং গণতন্ত্রের বিকাশে কাজ করে।

রোহিঙ্গা ইস্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১০ লাখের বেশি মিয়ানমারের নাগরিক বাংলাদেশের জন্য বোঝা। তিনি সব পশ্চিমা দেশকে মিয়ানমারের নাগরিকদের তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে সমর্থন প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কষ্টে ফেলেছে। "আমরা এই প্রভাব বন্ধ করার চেষ্টা করছি,চ তিনি যোগ করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই যুদ্ধে কাদের লাভ, শুধু অস্ত্র বিক্রেতারাই লাভবান হচ্ছে। বিশ্বের উচিত অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করা। প্রধানমন্ত্রী দেশে নারীর ক্ষমতায়নের কথাও সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার্ড বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছে এবং তার দেশ মসৃণ উত্তরণে বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, আমি সবসময় বাংলাদেশের শুভাকাঙ্খী হিসেবে থাকবো।

তিনি বলেন যে তিনি দেশের প্রতিটি কোণ পরিদর্শন করেছেন এবং তিনি দেশের উল্লেখযোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছেন।

নাথালি চুয়ার্ড বলেন, বাংলাদেশকে কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, "আমি আশা করছি যে বাংলাদেশ এই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আরও এগিয়ে যেতে পারবে।"

তিনি গণতন্ত্রের মান, এর স্থিতিশীলতা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রশংসা করেন। তিনি দেশের নারীর ক্ষমতায়নের, অগ্রগতিরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রোহিঙ্গা ইস্যু প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন, তাদের দ্রুত স্বদেশে ফিরে যাওয়া উচিত। এ সময় অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। বাসস

অন্তত ২ লাখ বাংলাদেশির বৈধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে মালয়েশিয়া

৫ পৃষ্ঠার পর

'যখনই মালয়েশিয়ান সরকার অনথিভুক্ত বিদেশি কর্মীদের নথিভুক্ত করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ঘোষণা করে তখনই সর্বাধিক আগ্রহ দেখায় ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের কর্মীরা, তারা বেশি আগ্রহী বৈধভাবে থাকার জন্য,' বিবিসিকে বলেন আহসানুল কবির।

এমনিতে মালয়েশিয়ায় বর্তমানে কতজন অবৈধ বাংলাদেশি শ্রমিক রয়েছে তার নির্দিষ্ট কোনো হিসাব নেই। তবে দুই থেকে আড়াই লাখের বেশি শ্রমিক এখনও নিজেদের নথিভুক্ত করেননি বলে ধারণা করা হয়। অনথিভুক্ত বাংলাদেশি রয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।

কোন প্রক্রিয়ায় এটি করা হবে?

কালো তালিকাভুক্ত অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ রয়েছে এমন শ্রমিক এবং ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে এমন অভিবাসী ছাড়া যে কেউ এই লেবার রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে।

যে আটটি খাতে বিদেশী কর্মী নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল- উৎপাদন, নির্মাণ, খনি ও খনন, নিরাপত্তা রক্ষী, সেবা, কৃষি, বাগান এবং গৃহকর্মী।

আর এ সমস্ত কাজের জন্য ১৫টি 'সোর্স কান্ট্রি' কথা উল্লেখ করেছে মালয়েশিয়া, যার অন্যতম বাংলাদেশ।

বৈধতার ক্ষেত্রে কর্মীর বয়স ১৮ থেকে ৪৯ বছর হতে হবে।

মালয়েশিয়ার ইংরেজি দৈনিক নিউ স্ট্রেইট টাইমস দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'এ কর্মসূচি সেইসব বিদেশি কর্মীর জন্য যারা এরই মধ্যে এখানে কাজ করছে, কিন্তু সঠিক কাগজপত্র নেই। তারা এখন পেমেন্ট করে এই সুবিধা নিয়ে বৈধভাবে কাজ করতে পারে অথবা দেশে ফেরত যেতে পারে।'

মূলত নিয়োগকর্তারা 'লেবার রিক্যালিব্রেশন প্রোগ্রাম (আরটিকে) ২.০'-এর মাধ্যমে বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য আবেদন শুরু করেছেন। ইমিগ্রেশন বিভাগ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ পাওয়ার আগে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

অনুমোদন প্রক্রিয়া শেষ হতে মাত্র একদিন সময় লাগবে। তারপর হবে বিদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা; যা পরিচালনা করবে ফরেন ওয়ার্কার্স মেডিক্যাল এক্সামিনেশন মনিটরিং এজেন্সি।

পরবর্তী প্রক্রিয়া হবে- রিক্যালিব্রেশন ফি, ভিসা, অস্থায়ী কাজের ভিজিট পাস (পিএলকেস), প্রক্রিয়াকরণ ফি এবং শুল্ক প্রদান। যখন সমস্ত নথি সম্পূর্ণ হয়, নিয়োগকর্তারা পিএলকেস বা কাজের অনুমতিপত্র ইস্যু করেন।

কত খরচ পড়বে?

এই প্রোগ্রামে সর্বনিম্ন ফি ধরা হয়েছে ১৫০০ রিঙ্গিত, অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩৮ হাজার টাকা। তার সঙ্গে মেডিকেল ও অন্যান্য ফি মিলিয়ে মোট খরচ হয় তিন হাজার রিঙ্গিতের ওপর।

দ্য ফেডারেশন অফ মালয়েশিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স (এফএমএম) সরকারের কাছে রিক্যালিব্রেশন খরচ কমানোর আবেদন জানিয়েছে। তবে সরকার সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছে।

দেশটির বাণিজ্য বিষয়ক গণমাধ্যমে বিজনেস টুডে জানাচ্ছে, গত বছর এই প্রোগ্রাম থেকে সরকার আয় করেছে ৭০০ মিলিয়ন রিঙ্গিত।

'দেশে বিদেশি কর্মীর চাহিদা পূরণে এই কর্মসূচী খুবই কার্যকর । নিয়োগদাতাদের জন্যও এটি সস্তা কারণ তাদের এখন কর্মী নেয়ার জন্য কোন এজেন্সিকে বাড়তি খরচ দিতে হচ্ছে না,' বিবিসিকে বলেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফ উদ্দিন।

ইমিগ্রেশন বিভাগ বলছে গত বছরের মতো এবারও তারা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করেনি।সূত্র বিবিসি

ক্যালিফোর্নিয়ায় বন্দুক সন্ত্রাসে অভিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত

৭ পৃষ্ঠার পর

তারা মনে করেন, করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে চীনকে দোষারোপ করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য এশীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে।

মিশিগান ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, মহামারীর পরে এশিয়ান আমেরিকানদের মাঝে বন্দুক কেনার সংখ্যা বেড়েছে। বন্দুক আছে এমন এক তৃতীয়াংশ বলেছে, তারা এশিয়াবিরোধী ঘটনার এলাকায় সব সময় অস্ত্র বহন করে। আরেক তৃতীয়াংশ জানিয়েছেন, তারা তাদের বাড়িতে বন্দুক লোড ও আনলক করে রাখেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ দিনে ৩৬ বন্দুক হামলা, প্রাণ গেছে ৭০ জনের

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের প্রথম ২৪ দিনেই যুক্তরাষ্ট্রে ৩৬ বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছে ৭০ জন। আহত হয়েছে অনেক। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বৃদ্ধের এলোপাতাড়ি গুলিতে ১১ জন নিহত হওয়ার প্রাক্কালে এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গান ভায়োলেন্সর্কাইভ।

যুক্তরাষ্ট্রের গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে ৬৪৮টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। এসব হামলায় ৬৭৩ জন নিহত এবং কয়েক শ আহত হয়েছেন। গত ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯১-টি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এতে প্রাণ হারায় অন্তত ৭০৬ জন। আহত হন ১১৫ জন।

গত বছরের ১৪ মে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহরের একটি সুপারশপে ভয়াবহ হামলায় নিহত হন অন্তত ১০ জন। একই মাসে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ইউভালদে শহরের একটি স্কুলে আরেকটি বড় হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ২২ জনের প্রাণহানি ঘটে। চলতি বছরের শুরু থেকে গত বুধবার (২৫ জানুয়ারী) পর্যন্ত ৩৬টি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭০ জন।

বন্দুক সহিংসতা বন্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সন্ত্রাস বন্ধে বর্তমানে এর কোনো প্রভাব পড়ছে না। প্রসঙ্গত, জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর বন্দুক সহিংসতা কমাতে অনেক পদক্ষেপ নিলেও যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে চলেছে বন্দুক সহিংসতা। রীতিমত বন্দুক হামলার দেশে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় প্রতিদিনই দেশটির কোথাও না কোথাও হামলার খবর পাওয়া যায়।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আর কোন নতুন আইন প্রণয়নের সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন টেক্সাস থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান দলীয় প্রভাবশালী সিনেটর জন কর্নিন। গত বুধবার (২৫ জানুয়ারী) সাংবাদিকদের তিনি কিছুদিন পুর্বেই তো কংগ্রেসে উভয় পক্ষের সমঝোতায় একটি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়েছে। নতুন করে আর কোন আইন পাশের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন না । বর্তমানে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এ রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নতুন কোন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন বিবেচনায় আসার সম্ভাবনাও তিনি দেখছেন না বলে জানিয়েছেন সিনেটর জন।

গত শনিবার ২১ জানুয়ারী চীনা নববর্ষ উদযাপনের দিন ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি নাচের স্টুডিওতে গুলির ঘটনায় জড়িত ৭২ বছর বয়স্ক হামলাকারী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হামলাকারী একজন এশিয়ান যার নাম হু ক্যানন ট্র্যান। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী একটি সাদা রঙের ভ্যানের মধ্যে নিজেই নিজেকে গুলি করেছে। এর আগে রবিবার ঐ ভ্যানটিকে ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। এ ঘটনায় আর কোনো সন্দেহভাজন নেই বলে জানানো হয়েছে। সাদা রঙের ভ্যানটিতে চুরি হয়ে যাওয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হয়েছিল বলে ধারণা করছে পুলিশ। গোয়েন্দারা এখনো হামলার কোনো কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। তারা ট্র্যানের মানসিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী অপরাধের ইতিহাস খতিয়ে দেখছে। হামলায় কতগুলো বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

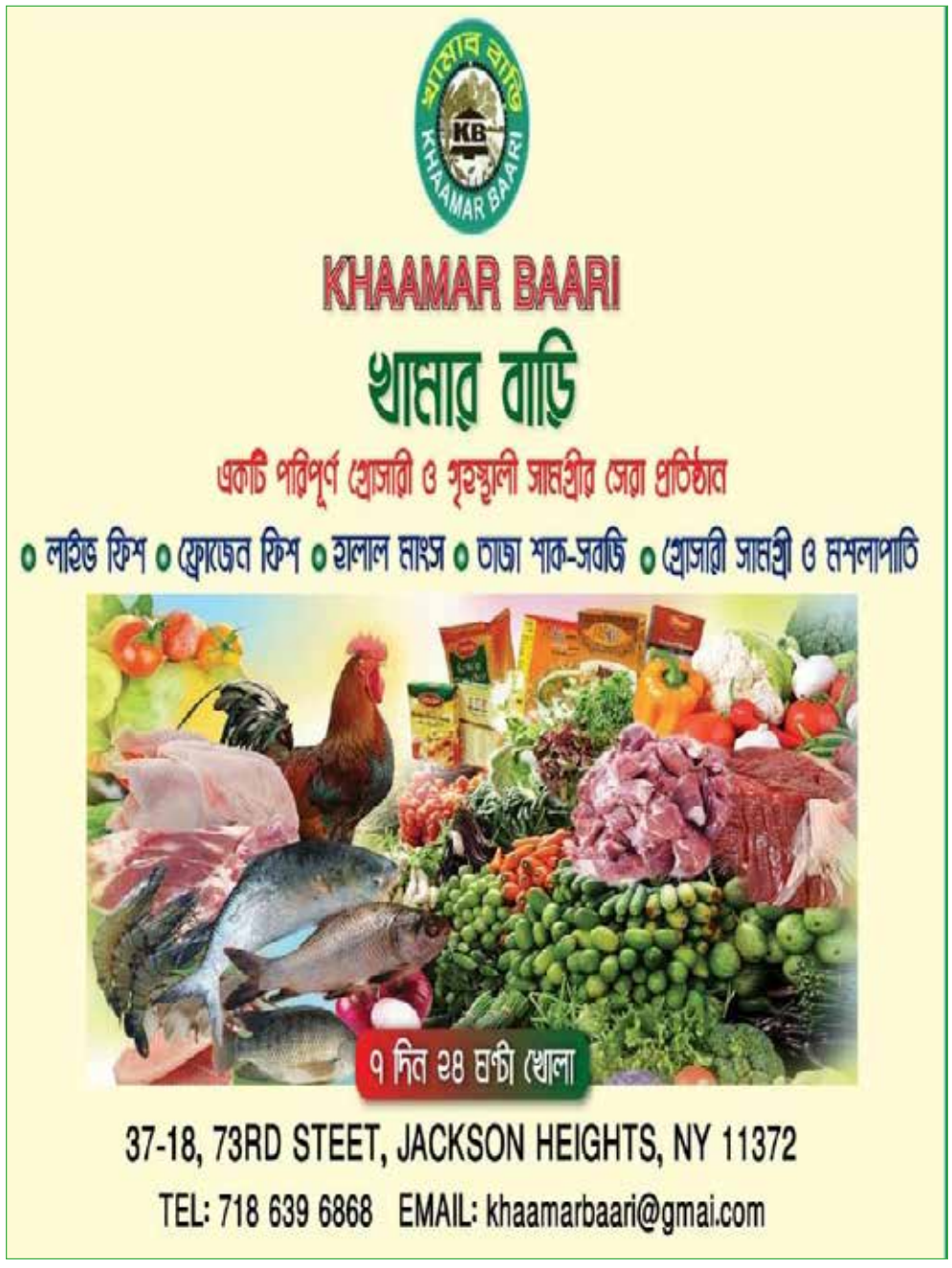

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটজিপিটি যখন চিন্তার কারণ

৫২ পৃষ্ঠার পর

চ্যাটজিপিটি হলো একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। যেটি ব্যবহারকারীর নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে মানুষের মতো কথোপকথন নকল করতে পারে। তবে চ্যাটজিপিটি আগের সাধারণ সব চ্যাটবটগুলো থেকে অনেক বেশি উন্নত এবং বিশদ

চ্যাটজিপিটি কী?

সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই-এর ইন্টারনেটে সাড়া ফেলে দেওয়া চ্যাটবটটির নাম চ্যাটজিপিটি। এখানে জিপিটি-এর পূর্ণ রূপ জেনারেটিভ প্রি-ট্রেইনড ট্রান্সফরমার।

উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির চ্যাটবটটি কথোপকথনমূলক উপায়ে আপনার সঙ্গে চ্যাটিং বা যোগাযোগ করতে সক্ষম। এর সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক। আপনি এখানে আপনার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করতে পারবেন।

আপনি চাইলে এটির সঙ্গে সাধারণ কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যার সমাধান জানতে চাইতে পারবেন, কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জানতে চাইতে পারবেন, মজার কোনো কবিতা লিখতে বলতে পারবেন, আপনার দেওয়া কয়েকটি ধারণা দিয়ে একটি নতুন গল্পও লিখতে পারবেন। এ ছাড়া পাইথনের কোনো কোড ঠিক করা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট কোনো স্টাইলে লেখা, বড় কোনো টেক্সট সংক্ষিপ্ত করা থেকে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করতে পারবেন এখানে।

ওপেন এআই-এর মতে চ্যাটবটটি পর পর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, এর ভুল স্বীকার করা, ভুল কিছুকে চ্যালেঞ্জ করা এবং অনুপযুক্ত বিভিন্ন ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেও সক্ষম।

ইতোমধ্যেই চ্যাটজিপিটি বিশ্বজুড়ে ব্যবহারকারীদের বিস্মিত করেছে। চ্যাটবটটি লঞ্চের এক সপ্তাহেরও কম সময়ে এক মিলিয়ন ব্যবহারকারী অতিক্রম করেছে। যা আরও বেশি বিনিয়োগকারীকে জেনারেটিভ এআই-এর দিকে আকৃষ্ট করছে।

চলুন আজকের আলোচনা থেকে চ্যাটজিপিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক এটি কীভাবে কাজ করে, এর সুবিধা-অসুবিধা, প্রভাব, ব্যবহার করার প্রক্রিয়াসহ আরও অনেক কিছু।

চ্যাটজিপিটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই

ওপেনএআই একটি গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা। যা একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১৫ সালে সিলিকন ভ্যালির বিনিয়োগকারী স্যাম অল্টম্যান এবং বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট পিটার থিয়েলসহ আরও অনেকের কাছ থেকে এটি তহবিল পেয়েছিল। তবে ইলন মাস্ক ২০১৮ সালে ওপেন এআই-এর বোর্ড ত্যাগ করেছিলেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত আর্ট জেনারেটর ডাল-ই নির্মাণের পেছনেও ছিলো এই প্রতিষ্ঠানটি।

চ্যাটজিপিটি যেভাবে কাজ করে: ওপেনএআই-এর মতে তাদের চ্যাটজিপিটি মডেল রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ফ্রম হিউম্যান ফিডব্যাক (আরএলএইচএফ) নামে একটি মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করে। সিস্টেমটি বিকাশের সময়, মানব প্রশিক্ষকদের সঙ্গে এটির কথোপকথনের মাধ্যমে এর একটি প্রাথমিক সংস্করণ তৈরি করা হয়েছিল। ইলন মাস্ক, যিনি বর্তমানে এখন আর ওপেনএআই বোর্ডের অংশ নয়। একটি টুইটে বলেন, সিস্টেমটি টুইটার ডেটা থেকেও শিখেছে। তবে তিনি জানিয়েছেন, আপাতত সেই ডেটায় এর প্রবেশাধিকার বন্ধ রেখেছেন।

জিপিটির মতো চ্যাট বটগুলো একত্রিত অনেকগুলো শব্দকে অর্থপূর্ণ উপায়ে প্রকাশ করতে পারে। এটা করার জন্য এই বটগুলো প্রচুর পরিমাণে ডেটা এবং বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটিং কৌশল ব্যবহার করে। বটগুলো শুধু একটি বিশাল পরিমাণ শব্দভাণ্ডার এবং তথ্য ব্যবহারেই দক্ষ নয়, পাশাপশি এরা প্রেক্ষাপট অনুসারে শব্দগুলো বুঝতেও সক্ষম। যার মাধ্যমে বটগুলো বেশ ভালোভাবে কথা বলার ধরন অনুকরণ করতে পারে। আর বিপুল এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো জ্ঞান একে সহজে কথা চালিয়ে যেতে আরও সহায়তা করে।

চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে যা যা করতে পারবেন

ওপেন এআই প্রতিষ্ঠানটি তার ব্লকবাস্টার চ্যাটজিপিটি প্রকাশের পর থেকেই মানুষ এর সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছে। এমনকি অনেকে এর মাধ্যমে সংবাদ বা ডেটিংয়ের জন্যে সম্ভাব্য বার্তা তৈরির চেষ্টাও করে দেখেছেন।

শুধু কথোপকথনের বাইরেও এতে আপনি আরও অনেক কিছু করতে পারবেন। ওপেন এআই বটটিতে ব্যাকরণ সংশোধন করার, কঠিন লেখাকে সহজ করে সংক্ষিপ্ত করার, চলচ্চিত্রের শিরোনামকে ইমোজিতে রূপান্তর করার সুবিধাসহ ব্যবহারের জন্য এরকম ৪৯টি বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করে থাকে।

চ্যাট জিপিটির মতো একটি প্রযুক্তি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ডিজিটাল মার্কেটিং, অনলাইন কনটেন্ট তৈরি, গ্রাহক পরিষেবাগুলোয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজে কিংবা কোড ডিবাগে সহায়তার ক্ষেত্রেও। যেহেতু এর সম্ভাবনা বিপুল। তাই আপনার সৃজনশীলতার ওপর আসলে নির্ভর করছে আপনি এর মাধ্যমে কী কী করতে পারবেন।

চ্যাটবটের কারণে যে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পরিষেবায় চ্যাটবট ব্যবহারের প্রচেষ্টা কিছু অদ্ভুত সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এ নিয়ে কোকো নামের একটি মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যবহারকারীদের উত্তর দেওয়ার জন্য জিপিটি-৩ ব্যবহার করায় বেশ সমালোচনার মুখে পড়ে। অনলাইন মানসিক স্বাস্থ্য কোম্পানিগুলো চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের উত্তর দেওয়ার বিষয়টি, স্বাস্থ্যসেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে নৈতিক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ওপেন এআই প্রতিষ্ঠানটি তাদের ওয়েবসাইটেই স্বীকার করেছে, চ্যাটজিপিটি কখনো কখনো দেখতে যুক্তিসঙ্গত হলেও ভুল বা অর্থহীন উত্তরও লিখে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি এও সতর্ক করেছে যে, এটি সমস্যাযুক্ত উত্তর তৈরি এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণও করতে পারে।

এ ক্ষেত্রে বিজনেস ইনসাইডারের একজন সাংবাদিক একটি নিবন্ধ লিখতে বলার পর খুব দ্রুত ভুল তথ্যে ভরা একটি নিবন্ধ তৈরি করে দেয়। যা আসলেই উদ্বেগের বিষয়, কারণ হলো ভুল তথ্য, কুতথ্য, গুজব এবং ভুয়া সংবাদের মতো বিষয়গুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এ ছাড়া অসৎ উপায়ে বটটিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহারেরও নজির পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে, আশঙ্কাজনক হারে অনেকে বটটিকে তাদের বাড়ির কাজ, পরীক্ষা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি লেখার কাজে ব্যবহার করছে। যদিও প্রিন্সটনের একজন ছাত্র একটি অ্যাপ তৈরি করেছে যা শনাক্ত করতে পারে কোনো কিছু চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা হয়েছে কি না। তবুও বিষয়টি বেশ উদ্বেগজনক।

আবার অনেকে এ নিয়েও চিন্তিত যে এটি সাংবাদিকদের চাকরিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে কি না। টাউ সেন্টার ফর ডিজিটাল জার্নালিজমের এমিলি বেল উদ্বিগ্ন যে, পাঠকরা এর মাধ্যমে আবোল-তাবোল কথাবার্তায় প্রলুব্ধ হতে পারে।

অ্যাডা লাভলেস ইনস্টিটিউটের কার্লি কাইন্ডের মতে, চ্যাটজিপিটি এবং অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমগুলো বিভিন্ন নৈতিক এবং সামাজিক ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

মিস কাইন্ডের উদ্বেগের সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে যে এআই ভুল তথ্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং পরিষেবাগুলোতেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চ্যাটজিপিটি একটি পাসযোগ্য চাকরির আবেদন, স্কুলের প্রবন্ধ কিংবা অনুদানের আবেদন লিখতে পারে।

এ ছাড়া তিনি বলেন, কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়েও এখানে প্রশ্ন রয়েছে এবং গোপনীয়তার উদ্বেগও রয়েছে। এই সিস্টেমগুলো প্রায়শই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে সংগ্রহ করা ডেটা অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তবে তিনি এও বলেন, হয়তো এই সিস্টেমগুলো আকর্ষণীয় এবং এখনো অজানা কোনো সামাজিক সুবিধাও প্রদান করতে পারে।

বিবিসির সঙ্গে চ্যাটজিপিটির কৌতূহলোদ্দীপক সাক্ষাৎকার

বিবিসির সঙ্গে চ্যাটজিপিটির একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে চ্যাটবটটি নিজেকে বেশ সতর্ক সাক্ষাৎকারদাতা হিসেবে প্রমাণ করেছে। দেখা যায় যে এটি ইংরেজিতে স্পষ্ট এবং নির্ভুলভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

যখন একে প্রশ্ন করা হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী মানুষের লেখালেখির কাজ নিজের দখলে নেবে? এটি বলে, না। এর যুক্তিতে বটটি বলে আমার মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিস্টেমগুলো পরামর্শ এবং ধারণা প্রদান করে লেখকদের সাহায্য করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির জন্য এটি মানব লেখকের ওপরই নির্ভর করে। এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমের সামাজিক প্রভাব কী হবে জানতে চাইলে, বটটি উত্তর দেয়, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

চ্যাটজিপিটি নিয়ে আতঙ্কিত হবেন কী?

চ্যাটজিপিটির বিশদ এবং অধিকাংশ নির্ভুল উত্তর নিয়ে নেটিজেনদের অনেকেই আশঙ্কিত, আতঙ্কিত। প্রতিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবটের অগ্রগতির মতোই এবারও ইন্টারনেট রোবটের পুরোপুরি ক্ষমতা দখল নিয়ে বিচলিত।

ইন্টারনেটে অনেকে মনে করছেন, আইনজীবী, সাংবাদিক, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার এবং এমনকি স্ট্যাক ওভারফ্লো ও গুগলের মতো বিশ্বস্ত সাইটগুলোও চ্যাটজিপিটির কার্যক্ষমতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

চ্যাটজিপিটির ব্যক্তিগতভাবে কথোপকথনের ভঙ্গি অনেকটা অনলাইনে চ্যাট করার মতো অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। চ্যাটজিপিটির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা অনেক ব্যবহারকারীর মধ্যে চিন্তার উদ্রেক সৃষ্টি করেছে ঠিকই; কিন্তু চ্যাটজিপিটি শুধু একটি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল টুলস নামের প্রযুক্তির সবচেয়ে উন্নত একটি সংস্করণ মাত্র। এটি আসলে মানুষের মতো সংবেদনশীলতার সঙ্গে কথা বলে না এবং মানুষের মতো করে সেভাবে চিন্তাও করতে পারে না। এর অর্থ হলো, এটি আপনাকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ব্যাখ্যা করতে পারলেও কিংবা কমান্ডের ওপর ভিত্তি করে একটি কবিতা লিখে দিতে পারলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, এর মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দখল নিয়ে নেওয়া এখনই সম্ভব না।

মানুষ যেভাবে ভাষা তৈরি ও ব্যবহার করে এবং লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো যেভাবে সেটা করে দুটোর মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

যেভাবে ব্যবহার করবেন চ্যাটজিপিটি

৩০ নভেম্বর, ২০২২ থেকে চ্যাটজিপিটি সর্বজনীন পরীক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। ওপেন এআই মানুষের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের সময়কাল পর্যন্ত এটি বিনামূল্যেই থাকবে। প্রতিষ্ঠানটি মানুষের প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সংস্করণটিকে আরও উন্নত করবে।

চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে যা করতে হবে-

অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন, https://chat.openai.com/auth/login

একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।

ফর পার্সোনাল ইউজ বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অপশনটি সিলেক্ট করুন।

কথোপকথনের জন্য আপনার পছন্দের ফিচার নির্বাচন করুন। কিউঅ্যান্ডএ বা প্রশ্নোত্তর প্রেস করুন।

ওপেন ইন প্লে-গ্রাউন্ড-এ প্রেস করুন।

কিউ বা প্রশ্ন: এর পাশে আপনার প্রশ্নটি লিখুন।

সাবমিট বাটন প্রেস করে উত্তর আসার জন্য অপেক্ষা করুন। এটি কয়েক সেকেন্ড সময় নিতে পারে।

পরিশেষে: কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক গবেষণা এখনো বেশ আকর্ষণীয়। সিয়াটেল ট্র্যাকিং ফাইন্যান্সিং কোম্পানি পিচবুকের তথ্য অনুসারে, এআই ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশন কোম্পানিগুলোতে ২০২১ সালে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগ ছিল প্রায় ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চ্যাটজিপিটি মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে। ওপেন এআই-এর প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান টুইট করেছেন, যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করছেন তাদেরও এখনো অনেক কিছু শেখার আছে।

তিনি আরও বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এখনো দীর্ঘ পথ যেতে হবে এবং এখানে বড় বড় ধারণাগুলো এখনো আবিষ্কার করা বাকি। আমরা পথে হোঁচট খাব এবং বাস্তবতা থেকে অনেক কিছু শিখব। এটি কখনো অগোছালো হবে। আমরা কখনো সত্যিই খারাপ সিদ্ধান্ত নেব। আবার কখনো অত্যন্ত মূল্যবান অলৌকিক কোনো অগ্রগতিও আসবে। তথ্যসূত্র: বিবিসি, রয়টার্স, বিজনেস ইনসাইডার, এইচআইটিসি / ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণায় চ্যাটজিপিটির নির্মাতার সঙ্গে মাইক্রোসফটের চুক্তি

পরিচয় ডেস্ক: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিষয়ে গবেষণার জন্য ওপেনএআইয়ের সঙ্গে অশিদারত্ব চুক্তির মাধ্যমে কয়েক বিলিয়ন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে মাইক্রোসফ্ট।

ওপেন এআই হলো জনপ্রিয় ইমেজ জেনারেশন টুল ডাল-ই এবং চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির স্রষ্টা।ইলন মাস্ক এবং প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগকারী স্যাম অল্টম্যানের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে ২০১৯ সালে ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে মাইক্রোসফ্ট।

বিবিসি জানিয়েছে, উইন্ডোজ এবং এক্সবক্স নির্মাতা ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে। তবে তারা বলছে, এখনো মূল কৌশলগত ক্ষেত্রেগুলোতে তারা নিয়োগ দেবে।

গত সপ্তাহে প্রধান নির্বাহী সত্য নাদেলা জানান, এআই খাতে অগ্রগতির সঙ্গে কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রেও পরবর্তী বড় ঢেউ আসছে।

অংশীদারিত্বের ঘোষণা দিয়ে সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা মনে করে এআই ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ডিভাইস এবং ক্লাউডের মাত্রায় প্রভাব ফেলবে।

চ্যাটজিপিটি কী?

সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই-এর ইন্টারনেটে সাড়া ফেলে দেওয়া চ্যাটবটটির নাম চ্যাটজিপিটি। এখানে জিপিটি-এর পূর্ণ রূপ জেনারেটিভ প্রি-ট্রেইনড ট্রান্সফরমার।

উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির চ্যাটবটটি কথোপকথনমূলক উপায়ে আপনার সঙ্গে

চ্যাটিং বা যোগাযোগ করতে সক্ষম। এর সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক। আপনি এখানে আপনার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করতে পারবেন।

আপনি চাইলে এটির সঙ্গে সাধারণ কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যার সমাধান জানতে চাইতে পারবেন, কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জানতে চাইতে পারবেন, মজার কোনো কবিতা লিখতে বলতে পারবেন, আপনার দেওয়া কয়েকটি ধারণা দিয়ে এমনকি পুরো একটি নতুন গল্পও রচনা করতে পারবেন। এ ছাড়া পাইথনের কোনো কোড ঠিক করা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট কোনো স্টাইলে লেখা, বড় কোনো টেক্সট সংক্ষিপ্ত করা থেকে এখানে বিস্তৃত পরিসরের কাজ করতে পারবেন। ওপেন এআই-এর মতে চ্যাটবটটি, পর পর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, এর ভুল স্বীকার করা, ভুল কিছুকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং অনুপযুক্ত বিভিন্ন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেও সক্ষম।

ইতোমধ্যেই চ্যাটজিপিটি বিশ্বজুড়ে ব্যাবহারকারীদের চমকৃত করেছে। চ্যাটবটটি লঞ্চের এক সপ্তাহেরও কম সময়ে এক মিলিয়ন ব্যবহারকারী অতিক্রম করেছে। যা আরও বেশি বিনিয়োগকারীকে জেনারেটিভ এআই-এর দিকে আকৃষ্ট করছে।

চলুন আজকের আলোচনা থেকে চ্যাটজিপিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক এটি কীভাবে কাজ করে, এর সুবিধা-অসুবিধা, প্রভাব, ব্যবহার করার প্রক্রিয়াসহ আরও অনেক কিছু।

১০ই ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কসহ ২২টি শহরে মুক্তি পাচ্ছে “মেড ইন চিটাগং”

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রথম চলচ্চিত্র “মেড ইন চিটাগং”। পরের সপ্তাহে হল সংখ্যা বাড়াবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছে বায়োস্কোপ ফিল্মস ।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত এই ছবি সম্পর্কে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন “ কোভিড এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তাময় একটি সময় কাটিয়েছি । আমার মনে হয়, এখন সবার একটু হাল্কা হওয়া উচিৎ , একটু হাসা উচিৎ । “মেড ইন চিটাগং” ছবিটি একটি রম-কম রোমান্টিক কমেডি । পরিবারের সবাইকে নিয়ে হেসে আনন্দে দেখবার মত একটি ছবি ।“

বায়োস্কোপ ফিল্মস এর অপর কর্ণধার নাওশাবা রশিদ বলেন , “ আঞ্চলিক ভাষায় হলেও এই ছবিটিতে শক্তিমান অভিনেতারা রয়েছেন । মজার একটি গল্পে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বহনকারী বিষয় যেমন জব্বার এর বলি খেলা, বেলা বিস্কুট, মেজবান রান্না সবই আছে ছবিটিতে । চট্টগ্রামকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিটিতে ।“

উল্লেখ্য “মেড ইন চিটাগং” এ একটি গান “ পেট পুরাদ্দে তুয়ার লাই “ প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে ।

বায়োস্কোপ ফিল্মস শুধু আমেরিকায় নয় “মেড ইন চিটাগং ” ছবিটি কানাডা এবং মধ্যপ্রাচ্য এর দুবাই , ইউ,এ,ই , কুওাইত , সৌদি আরব এবং ওমানেও পরিবেশনার দায়িত্ত নিয়েছে । “মেড ইন চিটাগং “ ছবিটি বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষায় সাব-টাইটেল করা থাকবে বলে বায়স্কোপ ফিল্মস এর রাজ হামিদ জানালেন ।

রুপকথা লিমিটেড এর ব্যানারে নির্মিত এই ছবির প্রযোজক হচ্ছেন এনামুল কবির সুজন । ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌলস খ্যাত পার্থ বড়ুয়া, অপর্ণা ঘোষ, সাজু খাদেম, নাসিরুদ্দিন এবং চন্দ্রলেখা গুহ ।

১৬ বছর ধরে কাজ করা কর্মীকে ভোর ৩টায় ছাঁটাই করলো গুগল

৬ পৃষ্ঠার পর

অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভিশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আজ (২০ জানুয়ারি) ভোর ৩টায়। ১২ হাজার সৌভাগ্যবান কর্মীর একজন আমি। এর বাইরে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। কারণ আমি অন্য কোনও তথ্য পাইনি।

গুগলে কাজ করার সময়টুকুকে মুর মোটাদাগে চমৎকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি ও তার টিম যে কাজ করেছে সেজন্য তিনি গর্বিত।

ওই পোস্টে মুর লিখেছেন, এর মাধ্যমে সামনে আসলো কাজ জীবন নয়। গুগলের মতো বড় কোম্পানির কাছে মুখহীন কর্মীরা শতভাগ বাতিলযোগ্য। জীবনকে ভালোবাসুন, কাজকে নয়।

গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই কর্মীদের প্রতি লেখা বার্তায় ছাঁটাইয়ের সব দায় নিজের বলে স্বীকার করেছেন। গুগলের তথ্য তথ্য অনুসারে, এই ছাঁটাই বৈশ্বিক। মার্কিন কর্মীদের ওপর এর প্রভাব তাৎক্ষণিক পড়বে। ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের ২০২২ সালের বোনাস ও অবশিষ্ট ছুটির সময়ের প্রাপ্য মজুরি প্রদান করবে গুগল।

‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ নদী হত্যা কতটা ‘স্মার্ট’

১৮ পৃষ্ঠার পর

সালের এক প্রতিবেদন মতে, শুষ্ক মৌসুমে সারা দেশের কৃষক প্রায় ৩২ ঘনকিলোমিটার পানি ব্যবহার করেন। এই পরিমাণ পানি দিয়ে পুরো দেশের ওপর একটি ৩তলা পানির দালান নির্মাণ করা যাবে।

৭০ ও ৮০র দশকের শুরুর দিকে মাটির নিচ থেকে বেশি পানি তোলার পেছনে যুক্তি ছিল বাড়তি খাদ্য উৎপাদন এবং একইসঙ্গে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা, যা ছিল শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। এখন আমরা মাটির নিচের পানি এমনভাবে ব্যবহার করছি, যেন এই উৎস অসীম। শিল্পখাতের নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির অজুহাতে মাটির ওপরের পানিও একইভাবে নির্বিচারে এবং কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই দূষিত করছি।

বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৮ সালের দেশভিত্তিক পরিবেশ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি বছর আমরা নদী দূষণের কারণে ২ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার হারাচ্ছি। আগামী ২০ বছরে এই পরিমাণ বেড়ে ৫১ বিলিয়ন হবে। সময় এসেছে জরুরিভিত্তিতে মাটির ওপরের ও নিচের পানির ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়ার।

কেন আমরা বিষয়টিকে অবহেলা করছি, কেন আমরা মাটির ওপরের মূল্যবান পানির উৎসগুলোকে ধ্বংস করছি? নদী শুধু পানির উৎস নয়, এটা জীবন।

যে পানি জমা হতে লাখো বছর লেগেছে, সেই ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় উত্তোলন করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছ থেকে পানি চুরি করে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। উন্নয়ন করতে গিয়ে যদি জীবনধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলে সেই উন্নয়নের মূল্য এক কানাকড়িও নয়।

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সেরা ছিলেন আকবর। তিনি অসংখ্য বিষয়ে চূড়ান্ত সাফল্যের নিদর্শন রাখলেও একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। ফতেহপুর সিকরিকে (বিজয়ের শহর) রাজধানী (১৫৭১-৭৩) করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১০ বছরের মাথায় এই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে আসতে বাধ্য হন। কারণে ওই শহরে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকার মতো আধুনিক শহরকে হয়তো পরিত্যক্ত করার প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা দূরদূরান্ত থেকে পানি আনতে পারি। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের যা আছে সেগুলোকে ধ্বংস করব? সার্বিক বিবেচনায় পানি একটি সীমিত সম্পদ এবং অনেক শহর ও লোকালয় ইতোমধ্যে পানির স্বল্পতায় কষ্ট ভোগ করছে। পানির এই কষ্ট যে কেবল শুষ্ক মৌসুমে হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিস্থিতি দিনে দিনে আরও খারাপ হবে। মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার। অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

ব্রিটেনে বাংলাদেশিসহ ৩৭০ জন গ্রেফতার, উদ্বেগে নতুন অভিবাসীরা

৫ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রবিশেষে ২০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় নিজেদের ভিসার রুট পরিবর্তন করেছেন।

কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটদাতা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ক পারমিটের কাগজপত্র দিলেও দিচ্ছে না কাজ। জিরো আওয়ার চুক্তির কারণে কাজ না থাকায় ঘর ভাড়া, খাবারের মতোন দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

ব্রিটেনের অভিবাসন আইনজীবী ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী বলেন, সরকারের ইমিগ্রেশন পলিসি সমন্বিত না। একেক সময় একেক সরকার ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। চলতি সপ্তাহে ব্রিটিশ সরকার অবৈধ অভিবাসীরা যাতে ব্রিটেনে বসবাস ও কাজের সুযোগ না পান, সেজন্য তাদের ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ, এমনকি বাড়ি ভাড়া ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না দিতেও বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

গত ১১ ডিসেম্বর থেকে ব্রিটেনে অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেফতারে ইমিগ্রেশন রেইডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১১৫২টি অভিযান চালিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের কাজে রাখার দায়ে এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে।

তারেক চৌধুরী বলেন, কেবলমাত্র আশ্রয়প্রার্থীদের (অ্যাসাইলাম সিকার) কাজের অনুমতি দিলে বছরে সরকারের একশ মিলিয়ন পাউন্ড লাভ হতো। অবৈধ অভিবাসীদের বৈধভাবে কাজের সুযোগ দেওয়া হলে তারা ব্রিটেনের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারতেন।

ফুড ডেলিভারিসহ বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে যেসব অবৈধ অভিবাসী কাজ করছেন, সেসব কর্মক্ষেত্রে অবৈধ অভিবাসীদের কাজের সুযোগ বন্ধে নতুন প্রস্তাবনা আনছে সরকার।

এনটিভি ইউরোপে কর্মরত সাংবাদিক তানভীর আনজুম আরিফ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, আমাদের অনেক বন্ধু-স্বজন স্টুডেন্ট ভিসায় এদেশে এসে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। অনেকে ওয়ার্ক পারমিট বা কেয়ারার ভিসার জন্য ১৫ থেকে ২০ হাজার পাউন্ড খরচ করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। অনেকে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা পেলেও কাজ পাচ্ছেন না। এদেশে লাখ লাখ ব্রিটিশ নাগরিকই বেকার। ব্রিটিশ অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে। তাই যারা ব্রিটেনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে আসবেন তাদের প্রকৃত অবস্থা জেনে-বুঝে আসা উচিত। সুত্র বাংলা ট্রিবিউন

বাংলাদেশ থেকে চারশোর বেশী ছাত্র লেখাপড়া করছে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীতে

৫২ পৃষ্ঠার পর

টেকনোলজীতে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে তারমধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাভেন, নিউ ইয়র্কের পেস ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি।

চ্যান্সেলর প্রকোশলী আবু বকর হানিপ আরো বলেন, শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রী ভালো চাকুরীর সুযোগে করে দিতে যথেষ্ট নয়। ছোট কিংবা বড়, প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে ডিগ্রী এবং দক্ষতা (স্কিল) দুটোর মিশ্রণ চায়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেই লক্ষ্য পুরণে ওয়াশিংকটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী সদা সচেতন।

২০২১ সালে প্রকোশলী আবু বকর হানিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সময় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩১৪ জন আর চলতি সেমিষ্টারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২০০ অতিক্রম করেছে। তিনি আরো বলেন বর্তমানে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী ব্যাচেলর ইন বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশান, ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন ইনফরমেশান টেকনোলজী, ব্যাচেলর ইন সাইবার সিকিউরিটি এবং মাস্টার্স ইন বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন ইন ইনফরমেশান টেকনোলজী ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

ব্যর্থতাগুলো খুঁজে বের করে দিন, সংশোধন করে নেবো

৩৫ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টিভস) একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন ওহিও অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান স্টিভ চ্যাট

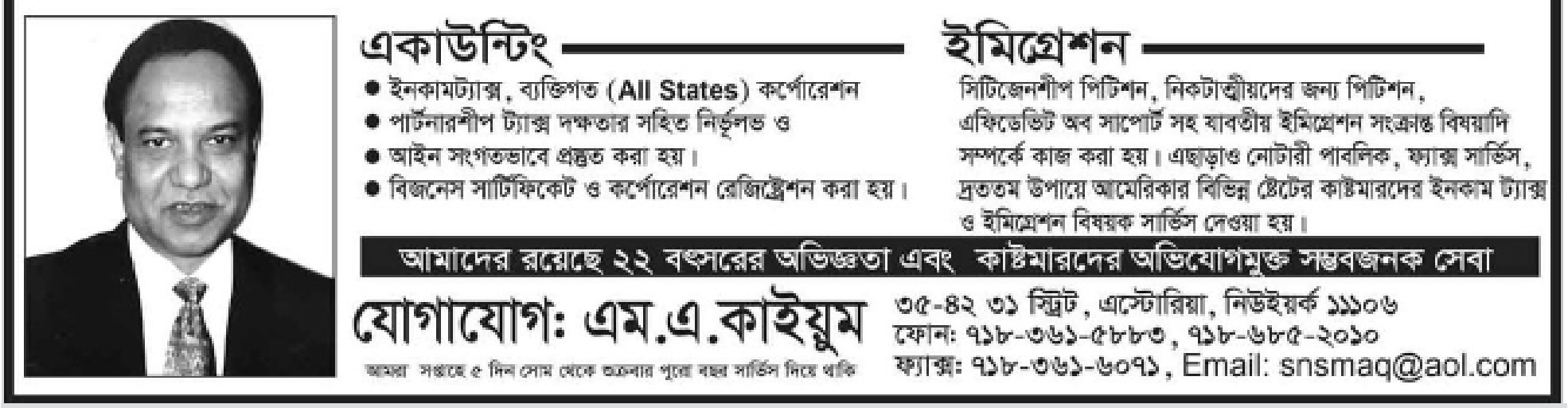

আসন্ন সামার মওশুমের এয়ার টিকেট এর সেল চলছে

Fly to Dhaka

SUMMER SALE

الكويتية
KUWAIT
AIRWAYS

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস- এ
সবচেয়ে কম দামে, এয়ার টিকেট বুকিং চলছে

LOWEST FARE | IATA APPROVED | 16+ YEARS EXPERIENCE

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়-

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস
Web: www.digitaltraveltour.com
Call now: (718) 721 2012, (917)4597181
Office: 25-78 31st Street New York, NY 11102

BOOK TICKETS
718-721-2012

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

এক বছরে বাংলাদেশে ৫৩২ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা- জরিপ

৫ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে, যা ২৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এরপর রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ, যা ১৭ দশমিক ২৭ শতাংশ এবং রাজশাহী বিভাগ, যা ১৬ দশমিক ৮১ শতাংশ। এ ছাড়া খুলনা বিভাগে ১৪ দশমিক ১৩ শতাংশ, রংপুরে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ, বরিশালে ৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ এবং সিলেটে ৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী ৬৩ দশমিক ৯০ শতাংশ এবং পুরুষ ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ। শুধু স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যাকারী নারী শিক্ষার্থী ৬৫ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার্থী ৩৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। শুধু কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহননকারী নারী ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং পুরুষ ৪০ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়। সংখ্যায় তা ৪০৫ জন এবং শতকরা হিসাবে ৭৬ দশমিক ১২ শতাংশ। আর ৭ থেকে ১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ৪৩ জন বা ৮ দশমিক ৮ শতাংশ।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানিয়ে নিতে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয় বলেই এই বয়সে আত্মহত্যার হার বেশি বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, আত্মহত্যাকারী স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীরা তাদের জীবদ্দশায় নানাবিধ বিষয়ের সম্মুখীন হয়, যা তাদের আত্মহননের পথে ঠেলে দিতে বাধ্য করে। মান-অভিমান শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে। ২৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে অভিমান করে। এদের বড় অংশেরই অভিমান হয়েছে পরিবারের সঙ্গে।

অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে প্রেমঘটিত ২৩ দশমিক ৩২ শতাংশ, পারিবারিক কলহ ৩ দশমিক ১৪ শতাংশ, হতাশাগ্রস্ততা ২ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, মানসিক সমস্যা ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ, আর্থিক সমস্যা ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ, উত্যক্ত, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হয়েছে ৩ দশমিক ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া আপত্তিকর ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ায় ৪ জন, শিক্ষক কর্তৃক অপমানিত হয়ে ৬ জন, ভিডিও গেম খেলতে বাধা দেওয়ায় ৭ জন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ২৭ জন, মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় ১০ জন, মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় ৬ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার চিত্র নিয়ে আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তানসেন রোজ বলেন, 'শিশু-কিশোরদের মন সাধারণত ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়। এই বয়সে ছোট ছোট বিষয়গুলোও তাদের আন্দোলিত করে। বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বিকাশের সঙ্গে অনেকেই খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে ছোটখাটো ঘাটতিও তাদের আত্মহত্যার মতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।'

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা মোকাবিলায় আঁচল ফাউন্ডেশন ১১টি প্রস্তাব তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে হতাশা, একাকিত্ব ও নেতিবাচক ভাবনা থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ বাড়ানো, সন্তানদের মানসিক বিকাশ এবং তাদের সহানুভূতির সঙ্গে শুনতে ও বুঝতে অভিভাবকদের জন্য প্যারেন্টিং কার্যক্রম চালু করা, শিক্ষার্থীদের আবেগীয় অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও ধৈর্যশীলতার পাঠ শেখানো।

৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য মূল্যায়ন করছে বিশ্বব্যাংক

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রবৃদ্ধি অর্জন করায় সামাজিক সূচকেও উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের সদস্য হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে সংস্থাটি দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামোতে সংস্থাটির ঋণ অবদান সবচেয়ে বেশি।

তবে দুর্নীতির অভিযোগ এনে দেশের আত্মমর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন থেকে সরে যায় বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয় বিশ্বে। সেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠে এবার ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসতে চায় বিশ্বব্যাংক। ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ ও চালু করেছে সরকার। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রশংসিত হয়েছে। তবে সংস্থাটির বেশকিছু শর্তের কারণে বিদ্যুৎ, গ্যাসের দাম বাড়ায় সমালোচনাও কম নয় বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। এ অবস্থায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অবদানের বিষয়টি জাতির কাছে তুলে ধরার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হবে। বিশ্বব্যাংকের এই আয়োজনে খুশি অর্থ মন্ত্রণালয়। বিশ্বব্যাংকের এমডির সৌজন্যে আগামী ২২ জানুয়ারি রবিবার রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেল সোনারগাঁওয়ে নৈশভোজের আয়োজন করেছে অর্থবিভাগ। অর্থসচিব ফাতিমা ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্র ইতোমধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসে।

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সচিবালয়ে জানান, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের বড় উন্নয়ন সহযোগী ও ঋণদাতা সংস্থা। চলতি বছর সংস্থাটি বাজেট সহায়তা হিসেবে ঋণ প্রদান করবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, সবুজ নগরায়ন, শিক্ষা ও অবকাঠামো খাতে তারা ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। চলমান বৈশ্বিক সঙ্কট মোকাবিলায়ও বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ ও ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন ॥ স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো খাতে বিশ্বব্যাংকের অবদানের বিষয়টি আবার জাতির সামনে নিয়ে আসতে চায় সংস্থাটি। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের পাশে থাকবে বিশ্বব্যাংক। এ কারণে বিশ্বব্যাংক ও ইআরডির যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপনকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চায়। পদ্মা সেতু থেকে সরে যাওয়ার পর সংস্থাটি সম্পর্কে বাংলাদেশে এক ধরনের নেতিবাচক প্রপাগান্ডা রয়েছে। এবার আরও বিনিয়োগ ও সহায়তা দিতে চাচ্ছে সংস্থাটি।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ বলেন, বিশ্বব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য। তবে পদ্মা সেতু ঘটনার পর সংস্থাটি বেশ চাপে ছিল। এখন আবার সংস্থাটি বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ঋণ সহায়তায় এগিয়ে আসছে। এটি ভালো লক্ষণ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বিশ্বব্যাংকের এমডি মর্যাদার একজনের বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ ও সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার সুযোগ বাড়বে।

ইআরডির তথ্যমতে, স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি এসেছে ১২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ৭৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড় হয়েছে। পাইপলাইনে রয়েছে ৪৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুত ঋণ-অনুদান সাড়ে ৩৭ বিলিয়ন ডলার। উন্নয়ন সহযোগীদের এসব ঋণ-অনুদান সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে। যার পরিমাণ প্রায় ৩৪ হাজার ৯৮ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করেছে সংস্থাটি। এর মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঋণ ছাড় করেছে ২১ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) থেকে নমনীয় শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়। আইডিএর অন্যতম বড় ঋণগ্রহীতা বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে এত পরিমাণে ঋণ-অনুদান কোনো উন্নয়ন সহযোগী দেয়নি, যা মোট ঋণ-অনুদানের ২৩ শতাংশ। গড়ে এখন বছরে দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সংস্থাটি। বাংলাদেশকে চলমান ৫৫টি প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংক এক হাজার ৫শ' কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুলায়ে সেক।

সম্প্রতি তিনি ঋণ সংক্রান্ত এক আলোচনায় জানান, বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক খুশি। তিনি বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কোভিডের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ অর্থনীতির চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি আরও বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতি, আর্থিক খাত শক্তিশালী করা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্যমে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে টেকসই করতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে পুরোপুরি সহায়তা দেবে।

বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩) ৫০ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা পাওয়ার আশা করছে সরকার। এই ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ২৫ কোটি ডলার শীঘ্রই পাওয়া যাবে। এ ছাড়া আইডিএ থেকেও ৬০০ কোটি ডলারের বেশি পেতে পারে বাংলাদেশ। এদিকে, এশিয়ার যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনেক ভালো বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বব্যাংকের নবনিযুক্ত বাংলাদেশের প্রধান আবদুলায়ে সেক।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.

Phone # 347-365-8607 | Email: Chittagong.Association.na@gmail.com

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

সম্মানিত চট্টগ্রামবাসী

আস্‌সালামু আলাইকুম / আদাব

চট্টগ্রাম সমিতির (**Chittagong Association of North America Inc.**) সদস্যপদ গ্রহণের আবেদনপত্র আগামী ১৪ই জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ১৯ শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত চলবে।

উল্লেখ্যঃ যাঁরা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তাদেঁর অবশ্যই ১৯ শে মার্চ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবেদন পত্র জমা করতে হবে। অন্যথায় ভোটার লিস্টে নাম অন্তর্ভূক্তি হবেনা।

দ্বি-বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি $24.00
লাইফ মেম্বর ফি $500.00

নিয়মাবলীঃ

১। সমিতির গঠনতন্ত্রের ৩ (পরিসীমা) ও ৫ (যোগ্যতা ও মেয়াদ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারী সঠিক ফী ও আবেদন পত্র পূরণের মাধ্যমে মেম্বার হিসেবে বিবেচিত হবেন ।

২। আবেদন পত্র জমা দানের সময় ফরমে ব্যক্তিগত এবং পরিবার প্রধানের স্বাক্ষরের সাথে আইডির সাক্ষর মিল থাকতে হবে।

৩। আবেদন পত্রে অবশ্যই সঠিক ঠিকানা, ফোন নাম্বার ও ই-মেইল এড্রেস দিতে হবে, যাতে মেম্বার আইডি ই-মেইল অথবা টেক্সট করা যায় এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারে।

৪। নতুন আবেদনকারীকে সমিতির প্রাক্তন কোন মেম্বার কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।

৫। আবেদনকারী নিজের বা পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কারো আবেদনপত্র জমা দেওয়া গ্রহনযোগ্য হবেনা।

৬। ডাকযোগে বা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

৭। আবেদনকারীর কোন চেক বাউন্স হলে তিনি পুনরায় আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন, অন্যথায় ব্যাঙ্ক ফি বা জরিমানা সহ আবেদন করতে হবে।

৮। আবেদন পত্র জমা দিলেই সদস্যপদ চুড়ান্ত নয়, এ ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে সদস্য ফরম অনুমোদন দেবেন।

সদস্য ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার স্থান ও তারিখঃ

আবেদন পত্র সমিতির অফিস, ওয়েবসাইট, ফেইসবুক ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত স্থান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

চট্টগ্রাম ভবন (সমিতির অফিস) Address: 545 McDonald Ave., Brooklyn, NY 11218 প্রতি শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 347-651-7903, 347-416-0632, 718-306-7288, 347-596-9223, 917-882-7066, 917-365-8420, 516-405-4438.	**Jackson Heights -** Jan 28th, 29th Address: 3766 , 72 street, 2nd FL , Queens, NY 11372. শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা Tel: 917-854-4144, 917-775-4178, 646-284-3008.
Jackson Heights - Feb 18th, 19th কর্ণফুলী ট্রাভেলস Address: 37-16 73rd St Suite 201, Queens, NY 11372 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা TEL- 646-284-3008, 917-775-4178, 917-854-4144, 347-283-4204	**Jamaica -** Feb 11th, 12th Address: 87-77- 168Th Place, Jamaica, NY 11432 (2nd FL). শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 718-607-9002, 646-284-3008, 917-775-4178, 917-854-4144, 347-283-4204.
Bronx - February 4th, 5th খলিল বিরিয়ানি Address: 1457 Unionport Rd. Bronx, NY 10462 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা Tel: 347-993-6461, 718-415-2528	**Ozone Park -** Feb 25th, 26th রাঁধুনী রেস্টুরেন্ট Address: 1203 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 শনি – রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা TEL: 917-775-4178, 347-651-7903, 516-405-4438

নিবেদকঃ
অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি
চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক।

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- TAX (Federal & State)
- IMMIGRATION
- CORPORATION
- BUSINESS SERVICES
- CONSULTING

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243

*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন

Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখা:

Jackson Heights Office: 37-47, 73rd Street 206 Jackson Heights, NY 11432	**Jamaica Office:** 89-14 168th Street Jamaica, NY 11432
Bronx Office: 3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849	**Buffalo Office:** 149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890
Buffalo Office: 2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462	**Jamaica Office:** 167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

এইচ বি রিতা'র বই 'দাগ' এবারের একুশে বইমেলায়

পরিচয় ডেস্ক : অতীত সুখেরও হয়, তিক্ত কষ্টেরও হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয়। নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে ভাবায়। আবারঅতীতে ঘটে যাওয়া কিছু কিছু খণ্ডচিত্র আমাদের মনে দাগ রেখে যায়, যা আমাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়সেগুলো আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করে। আর যখন মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়, তখন সেটা আমাদের দৈনন্দিনজীবনেও নানান সঙ্কট তৈরি করে। শুধু অতীতই বলি কেন, আমাদের বর্তমানে ঘটতে থাকা অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বাবিষয় সবই তো মনে দাগ কাটে, মনকে বিষণ্ন করে দেয়।

এমনই সব ভাবনার আলোকে ব্যক্তি জীবনের কিছু খণ্ড ঘটনা নিয়ে এইচ বি রিতার ছোট গল্পের বই-দাগ প্রকাশ হচ্ছে এবারের২১শে বইমালায়। বইটি প্রকাশ হচ্ছে প্রিয়বাংলা প্রকাশনী থেকে। প্রচ্ছদ করেছেন এস এম জসিম ভূঁইয়া। গল্পের ঘটনা বাস্তবহলেও চরিত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

এ নিয়ে এইচ বি রিতা বলেন, অনেকেই ব্যক্তি-জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর, অপ্রত্যাশিত খণ্ড-খণ্ড চিত্রগুলো প্রকাশ করতেস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। যেহেতু আমরা একটা সমাজে বাস করি, তাই পারিবারিক, সামাজিক একটা সঙ্কট বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকেইযায়। তাই গল্পগুলোতে প্রকৃত ব্যক্তি বা কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। গল্পের মূল চরিত্রের মুখে শোনা বা মেসেজ বক্স থেকে খণ্ডঘটনাগুলো তুলে ধরা সহজ ছিল না। এই ঘটনাগুলোকে শুধুগল্প বলা ঠিক হবে না, বলা যায় আমাদের পরিবার, সমাজেরনিত্য দিনের লুকানো এক একটা ত্রুটিপূর্ণ দায়িত্বহীনতা এবং অস্বাভাবিকতার বাস্তব চিত্র। গল্পগুলো কে সাজাতে গিয়ে আমাকেকিছুটা নিজস্ব ভাবনা শৈলীর আঁচর দিতে হয়েছে। পাঠক গ্রহণযোগ্যতা পেতেই সেটা করতে হয়েছে।চ

কল্পনা নয়, বাস্তবতার নিরিখেই দাগ- বইটি সাজানো হয়েছে ১৩টি ছোট গল্প নিয়ে। এইচ বি রিতা মনে করেন, লেখকদেরভাবনাকে নির্দিষ্ট একটা খাঁচায় আটকে পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপিত করা-ই কেবল একজন লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারেনা। একজন লেখক কখনই একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লিখেন না। জীবনের ঘটনা, দৃশ্যগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, বিবেচনা ও অনুভূতি থেকে লেখকের ভাবনায় আসে শতক-হাজারো লেখার বিষয়বস্তু।

এইচ বি রিতা বলেন, জীবন মানেই নিরন্তর ছুটে চলা। চলতি পথে বারবার পড়ে যাওয়া, নানান বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতায়ক্ষতবিক্ষত হওয়া। আবার সময়ের প্রয়োজনে সেই ক্ষতগুলি মুছে পুনরায় চলতে শেখা। সংগ্রাম এবং ব্যর্থতা বা সাফল্য - এটাইজীবন! প্রত্যকের জীবনের গল্পগুলোও হয় ভিন্ন। সবার গল্প এক নয়। তবে, আমরা কী ধরনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, আমাদের কী ধরনের দাগ রয়েছে তা উপলব্ধি করেই আমাদেরকে নিজেদের গন্তব্য নির্ধারণ করতে হয় এবং অর্জন নিয়ে ভাবতেহয়।চ

এইচ বি রিতা দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত শিক্ষকতায় জড়িত আছেন। নিউইয়র্কের স্পেশাল এডুকেশনে যুক্ত তিনি। বর্তমানে তিনিনিউইয়র্ক সিটির ভার্চয়্যাল হাইস্কুল 'A School Without Walls' -এ শিক্ষকতা করছেন। এ ছাড়াও তিনি নিউইয়র্ক সিটিরশিক্ষা বিভাগে এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটিতে পেরেন্ট ওয়ার্কশপগুলোতে বাঙালি সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধা প্রসারে একজন বাঙালি ইন্টারপ্রেটর হিসাবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এইচ বি রিতা নিউইয়র্কেরওটরো কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলরএবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি এডুকেশন এবং চাইল্ড সাইকোলোজির উপর পড়াশোনা করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রথমআলো উত্তর আমেরিকার একজন নিয়মিত সাংবাদিক ও সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

এইচ বি রিতার মোট ১১টি বই প্রকাশ হয়েছে। অন্যধারা প্রকাশনী থেকে কাব্যগ্রন্থ-মৌনতা, কবিতা তুমি ভবিতব্য কষ্টেরপ্রতিচ্ছবি, দুঃখ জলের লহরী, রক্তাক্ত নীল এবং উপন্যাস-বিনু। প্রিয় বাংলা প্রকাশনী থেকে প্রবন্ধ-জোনাকির ডাকবাক্স, বার্ডসঅফ প্যারাডাইস(সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ) আকাশের বুকে অগ্নিস্রোত(কবিতা) এবং ছোট গল্পের বই-দাগ। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাককিনলিপ্রকাশনী থেকে ইংরেজি কবিতার বই-Diagonal Perspective-Poetry Tied to the Ribbon of Time Ges ¯§,,wZPviYBehind the Patina প্রকাশ হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০২২এ তিনি প্রিয়বাংলা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থওআকাশের বুকে অগ্নিস্রোতহ এর জন্য সেরা লেখকসম্মাননা পেয়েছেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাহিত্যের জন্য কাজে নিবেদিত থাকায় এবং লেখকদের সাথেসংযোগ স্থাপনে দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরুপ জানুয়ারি, ২০২৩-এ সম্মাননা লাভ করেছেন এইচ বি রিতা।প্রথম আলো উত্তরআমেরিকার এক অনুষ্ঠানে তার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন টাউনশিপ অফ ফ্রাঙ্কলিন, কাউন্টি অফ সমারসেট, নিউ জার্সিস্টেটের কাউন্সিলওম্যান শেপা উদ্দিন। মেয়র এবং কাউন্সিলসহ ফ্রাঙ্কলিন টাউনশিপের নাগরিকদের পক্ষ থেকে এইচ বিরিতাকে তাঁর কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে পুরস্কারটি দেয়া হয়।

বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী এইচ বি রিতা বাংলা ও ইংলিশ দুই ভাষাতেই লেখালিখি করেন। যদিও কবিতালেখা তাঁর মধ্যে নেশার মতো কাজ করে, তবু পেরেন্টিং, শিশু যত্ন, মানসিক স্বাস্থ্য ও মানব আচরণ নিয়ে গবেষণামূলক লেখায়তাঁর আগ্রহ বেশি।

আশা করা যায় পাঠকদের কাছে এইচ বি রিতার ছোট গল্পের বই-দাগ কিছুটা হলেও আগামীর দিনগুলোর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরবে। সেই সাথে আমরা যে-ই হই না কেন, যে কোন অবস্থায়ই থাকি না কেন, তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

বছরের শেষ তিন মাসে ধারণার চাইতে ভাল করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি

৫২ পৃষ্ঠার পর

সময় এই হার ছিল ৩.২ শতাংশ। অর্থনীতির কিছু বিশ্লেষক আশঙ্কা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি মন্দার দিকে ছুটে যাচ্ছে। যদিও চাকরির বাজারে সেরকম ইঙ্গিত নেই। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার এখন ইতিহাসের সবথেকে কম। কিন্তু অর্থনীতির অন্যান্য দিক বেশ দুর্বল রয়ে গেছে। ডিসেম্বর মাসে যেখানে বেচাকেনা বেশি হয় সেখানে এবার খুচরা বিক্রি গত মাসের তুলনায় ১.১ শতাংশহ্রাস পেয়েছে। উৎপাদন খাতেও দেখা গেছে মন্দা।

স্টক মার্কেটের অবস্থাও ভাল ছিল না গত বছর। রিপোর্টে দেখা গেছে, বছরের শেষ তিন মাসে হাউজিং বিনিয়োগ ২৭ শতাংশ কমে গেছে। তবে এতকিছু মধ্যেও ভোক্তা ব্যয় যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি, তা স্বাভাবিক রয়েছে।

২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২.১ শতাংশ। যদিও তার আগের বছরের তুলনায় এই হার বেশ কম। মহামারীর শেষে অর্থনীতি দারুণভাবে ফিরে আসছিল। ফলে ২০২১ সালে রেকর্ড ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় যুক্তরাষ্ট্রের। ১৯৮৪ সালের পর এটিই ছিল সর্বোচ্চ। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে দ্রুত জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। ফলে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যংককে মূল্য নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে হয়। গত বছর ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার শূন্য থেকে ৪ শতাংশে উন্নীত করে, এটি ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ব্যংক মানুষকে ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় করতে বলছে। এরফলে জিনিসপত্রের দাম কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এতে করে অর্থনীতি ধীর হয়ে আসবে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারাতে পারে। যদিও আপাতত সেরকম কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না।

জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন করেছে নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি

নিউ ইয়র্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি আয়োজিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, 'যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন দেশের জনগণ জিয়া ও জিয়া পরিবারকে স্মরণ রাখবে'। কেননা, জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা আর আধুনিক বাংলাদেশের সৎ রাষ্ট্রনায়কের উজ্জল দৃষ্টান্ত। অপরদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের প্রতীক, আপোষহীন নেত্রী। আর জিয়া-খালেদার পুত্র তারেক রহমান বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনায়ক।

ব্রুকলীনস্থ মধুবন রেষ্টুরেন্টে গত ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন সংগঠন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জিয়া পরিবারের জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত হয়ে শেখ হাসিনা সরকার নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে।

দেশ ও প্রবাসের জিয়ার সৈনিকেরা যেকোন মূল্যে আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতক, ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল ।

নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি ছালেহ আহমদ মানিকের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সোহেল। সভায় অতিথিদ্বয় ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাগপা সভাপতি মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ হোসেন কচি, মোহাম্মদ মহিন আহমেদ, আনসার আলী চেয়ারম্যান, নোমান সিদ্দিকী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার পত্নী ডা. জোবায়দা রহমানের সম্পদ ক্রোকের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং দেশব্যাপী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গ্রেফতার ও হামলা-মামলা বন্ধ সহ অবিলম্বে সকল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করেন।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জিয়া ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক নেতা। তিনি জনগণের নেতা ছিলেন বলেই কোটি কোটি মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং আজীবন জিয়াকে স্মরণ রাখবে। জিয়ার তুলনা শুধু জিয়ার সাথেই চলে। তিনি বলেন, দেশ ও প্রবাসের বিএনপি নেতা- কর্মী সহ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কোন ষড়যন্ত্র বা প্রলোভন এই আন্দোলন রুখতে পারবে না।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার মতো জনপ্রিয় নেতা দেশে দ্বিতীয়টি নেই। তিনি শুধু দেশের কোটি কোটি মানুষের নেতাই ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বনেতাও। ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রিয় নেতা। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের বড় ভুল ছিলো শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেয়া।

নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মো: মোস্তফা কামাল মুকুল, প্রচার সম্পাদক মো: তাইবুর রহমান, সিটি বিএনপির সভাপতি মো: সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো: মাহবুবুর রহমান সহ অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে হোসাইন মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ মীর হোসেন, মনির আহমদ, আশরাফুল হাসান, আব্দুল মাবুদ সম্রাট, বিপ্লব হোসেন, কদ্দুস হাওলাদার, মোহাম্মদ নিপুন, ওমর ফারুক, একেএম হায়দার, নূর নবী, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মোম্মদ ইউসুফ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ খোকন, নূর মোহাম্মদ, ইকবাল হোসেন, আবুল কাশেম, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, লিটন শাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সুত্র ইউএনএ'র।

সোনালী ব্যাংকের ই-ওয়ালেট, ব্যবহার করা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসেও

পরিচয় ডেস্ক: 'উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী' শীর্ষক সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে, গত ২২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে সোনালী ই-সেবা এবং ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা ও হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত এক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা নিউইয়র্কের কুইন্সের জামাইকার একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী অংশগ্রহন করেন। ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার মো: নুরুন নবীর সঞ্চালনায় এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: আফজাল করিম। বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুভাস চন্দ্র দাশ এবং পারসুমা আলমসহ সোনালী ব্যাংকের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বেশ কয়েকজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

অনুষ্ঠানে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে সোনালী ই-সেবা ব্যবহার করে একাউন্ট খোলা এবং সোনালী ই-ওয়ালেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবে প্রবাসীদের সামনে উপস্'াপন করা হয়। এখানে উল্লেখ করা হয় যে, সোনালী ই-সেবা অ্যাপস থেকে মাত্র দুই মিনিটে প্রবাসে থেকেও প্রবাসীরা ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারবেন। আর সোনালী ই-ওয়ালেট ব্যবহার করে একাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট দেখা, ডিপিএস জমা করা, সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য বাংলাদেশি ব্যাংকের একাউন্টে বা ওয়ালেটে টাকা ট্রান্সফার, একাউন্ট থেকে ওয়ালেট বা ওয়ালেট থেকে একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার, ইটিলিটি বিল পেমেন্ট, বিএফটিএনের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা ট্রান্সফার, মোবাইল রিচার্জ, সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখা ও এটিএম বুথের লোকেশন জানা, সোনালী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের বিল জমাসহ নানাবিধ কাজ করা যাবে অতি সহজে। যুক্তরাষ্ট্র বা প্রবাসে বসেও এই অ্যাপস আইওএস (এ্যাপেল) ও এন্ড্রোয়েড ফোনে ডাউন্ডলোড করে কিভাবে সোনালী ব্যাংকে হিসাব খোলা আর অন্যান্য লেনদেন করা যায়- তার একটি চমৎকার ধারণা পেয়ে উপস্'িত প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাশাপশি তারা উপস্'িত প্রধান অতিথিকে ভার্চুয়ালি পেয়ে ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান।

প্রধান অতিথি সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: আফজাল করিম বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এবং তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা দেশের পাশাপাশি প্রবাসীদের জন্য সবচেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ সেবা নিশ্চিত করতে চাই। আর উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এর স্লোগান সামনে রেখে সোনালী ব্যাংক বিশ্বস্ততার সাথেই এ কাজ করছে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) ব্রুকলিন ইস্ট চ্যাপ্টারের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সালাউদ্দিন রাসেল: গত সোমবার (২৩ জানুয়ারী) বাদ মাগরিব ব্রুকলীনের বাইতুল মা'মুর মসজিদে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) ব্রুকলিন ইস্ট চ্যাপ্টারের উদ্যোগে কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট জনাব বেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত প্রোগ্রামের সার্বিক পরিচালনা করেন চ্যাপ্টার সেক্রেটারী জনাব মুতাসিম বিল্লাহ সিরাজী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রোগ্রামের কার্য্যক্রম শুরু হয়ে শুরুতেই চ্যাপ্টারের নতুন সেশনের জন্য ১৩টি সাব-চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ও কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুনা"র সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আহমাদ আবু উবায়দা, মুনা সোশ্যাল সার্ভিস ডিরেক্টর জনাব আব্দুল্লাহ আল আরিফ। আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুনা"র কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য গোলাম মাওলা সৃজন। উক্ত অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ সম্রাট ও এস এম রাসেল। মুনা ইস্ট চ্যাপ্টারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য ও দুয়ার মাধ্যমে প্রোগ্রামের সমাপ্তি হয়।

মুনা'র নিউইয়র্ক নর্থ জোন লিডারশীপ এডুকেশন সেশনে অনৈতিক কাজ পরিহার করার আহবান

পরিচয় ডেস্ক: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র লিডারশীপ এডুকেশনাল ক্যাম্পে আলোচকবৃন্দ বলেছেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

গত ১৪ জানুয়ারী দিন ব্যাপী " লিডারশীপ এডুকেশন সেশন-এ আলোচকবৃন্দ এ কথা সব বলেন। নিউইয়র্ক নর্থ জোনের কার্যালয়ে (আর রাইয়্যান মসজিদ) অনুষ্ঠিত এডুকেশন সেশনে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি রাশেদুজ্জামান রাশেদ।

পুরুষ ও মহিলা প্রায় তিনশত লোকের উপস্থিতিতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ,সাবেক ন্যাশনাল প্রেডিডেন্ট মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা এবিএম ফয়েজ উল্লাহ, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মজলিশ শুরা সদস্য আবুসামীহাহ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নর্থ জোন সেক্রেটারী মাওলানা তোয়াহা আমিন খান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, দ্বীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে গড়ে তোলা। ইবাদত বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করা এবং তার পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও উত্তম আচার ব্যবহার অবলম্বনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ঈমানের উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত করার জন্যই আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন।

তারা বলেন, রাসূল (সা.) স্বয়ং ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণ। সুতারাং ইসলামের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেককে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা:) এর আর্দশে পরিচারিত হতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা সম্ভব হবে। এডুকেশনাল ক্যাম্পের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, মোহাম্মদ দিদারুল আলম, দেলোয়ার মজুমদার,মমিনুল ইসলাম মজুমদার, আব্দুল্লাহ, আবুল হাসেম, মঞ্জুর আহমেদ প্রমুখ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

আশা হোম কেয়ার এবং আশা সোশ্যাল ডে কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্কের আশা হোম কেয়ার এবং আশা সোশ্যাল ডে কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেছে তার নিউইয়র্ক ও ঢাকা অফিসের কলিগ, স্বাদ বিডির ঢাকা অফিসের সহকর্মী, নিউইয়র্কের হোম কেয়ার নিয়ে কর্মরত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কর্মকর্তা এবং বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা। গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার জন্মদিনের দিন আশা হোম কেয়ার ও আশা ডে কেয়ারের জ্যামাইকার কর্পোরেট অফিসে গিয়ে তাকে অনেকেই ফুলেল শুভে"ছা জানান। এছাড়া আইবিটি অফিসের কর্মকর্তারাও কেক কেটে আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেন। জ্যামাইকা অফিসে গিয়ে যারা আকাশ রহমানকে শুভে"ছা জানান তার মধ্যে ছিলেন নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, নায়ক মারুফ, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবীব, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাংবাদিক সৌরভ ইমাম, সৌরভী এবং রিয়াদ। ফুলেল শুভে"ছা গ্রহণ করার সময় আশা হোম কেয়ার এবং আশা সোশ্যাল ডে কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতার ইন্তেকাল, জামাইকা মসজিদে জানাজা, বাংলাদেশে দাফন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে সুপরিচিত বাংলাদেশি-আমেরিকান চিকিত্সক ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতা মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকার (৮৫) গত ২০ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেলে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)। মরহুম আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকারের নামাজে জানাজা গত ২১ জানুয়ারি শনিবার জামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব মাওলানা আবু জাফর বেগ।

জানাজার আগে ডা. ফেরদৌস খন্দকার বলেন, বাবার হাত ধরে ১৯৯১ সালে আমরা আমেরিকায় এসেছিলাম। এই মসজিদেই আমার বাবার সাথে নামাজ পড়তে আসতাম। বাবার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। বাবার হয়ে তা আমি পরিশোধ করবো। দীর্ঘদিন মরণব্যধি ক্যানসারে ভোগার পর পিতা ফয়েজ খন্দকার শুক্রবার ২০ জানুয়ারি বিকেলে আল্লাহ'র ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে বেহেস্তে নসীব করবেন।

আবুল কাশেম ফয়েজ খন্দকারের মরদেহ এমিরেটেসের ফ্লাইটে গত শনিবারই (২১ জানুয়ারী) বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের দেবিদ্বার উপজেলার বাকশার গ্রামে মায়ের কবরের পাশে গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার তাকে সমাহিত করা হয়। মরহমের মরদেহর সাথে ডা ফেরদৌস খন্দকারও বাংলাদেশে গেছেন।

ডা. ফেরদৌস খন্দকারের পিতা ফয়েজ আহমেদ খন্দকার নিউইয়র্কে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে কাজ করতেন।

বাংলাদেশ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম জিন্দাবাদ

বাংলাদেশের বর্ষীয়াণ রাজনীতিক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, শিক্ষাবিদ ও লেখক, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক,সাবেক মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন রচিত-

গ্রন্থসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে মোড়ক উন্মোচন ও প্রদর্শনী

তারিখ: ২৯ জানুয়ারী, ২০২৩ খ্রি. রোববার

সময়: সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা (নিউইয়র্ক)

বাংলাদেশ সময়: ৩০ জানুয়ারী, সোমবার, ভোর ৫:০০ ঘটিকা

স্থান: জুইস সেন্টার, ৩৭-০৬, ৭৭ ষ্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক- ১১৩৭২

Zoom Metting ID: 860 5616 9283
Passcode: 012923

Zoom time: 8:00 pm New York
7.00 am Dhaka.

প্রধান অতিথি (ভার্চুয়াল): মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

গ্রন্থসমূহের লেখক: অধ্যাপক ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন
(ভার্চুয়াল)

বিশেষ অতিথিবৃন্দ:

মুশফিকুল ফজল আনসারী
জাষ্ট নিউজ সম্পাদক এবং
জাতিসংঘ ও হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা

জিল্লুর রহমান জিল্লু
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

আবদুস সবুর
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

ডা: মুজিবুর রহমান মজুমদার
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

গিয়াস আহমেদ
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

শরাফত হোসেন বাবু
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

জসিম উদ্দিন ভূইয়া
রাজনীতিক ও সমাজকর্মী

ড. খন্দকার মারুফ হোসেন
সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি এবং এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা ।

সভাপতিত্ব করবেন:
নূর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার
সাবেক সিনিয়র জেলা জজ

অনুষ্ঠানে প্রবাসী সকল বাংলাদেশী ভাই-বোনদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আয়োজনে:

নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী

বিজ্ঞাপন সৌজন্যে: **মোশারফ হোসেন সবুজ** সিনিঁয়র যুগ্ম সদস্য সচিব, স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

মাদারীপুরে প্রথম কাজী আনোয়ার হোসেন আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী কাজী আনোয়ার হোসেন প্রথম আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে শিল্পীর নিজ জেলা মাদারীপুরে। ১২ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের ২০০টি ছবি স্'ান পেয়েছে। প্রর্দশনী চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত। প্রদর্শনিতে প্রতিদিনই দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মাদারীপুরবাসী এ ধরণের প্রদর্শনী দেখে খুব খুশি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে চারুকলা দেখতে আসেন অভিভাবকরা।

গত ২০ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় মাদারীপুর শহরের শকুনি লেকপাড়ের মুক্তিযোদ্ধা অডিটরিয়ামে এই চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাদারীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য শাজাহান খান। ৩১ জানুয়ারী শেষ হবে এই প্রদর্শনী। মুক্তিযোদ্ধা অডিটরিয়াম, জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনসহ ৩টা গ্যালারিতে ২০০ জন শিল্পীর ২৩০টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হ"ছ। এর মধ্যে ৫০ জন বিদেশি শিল্পীর চিত্রকর্ম রয়েছে। কয়েকজন দেশি শিল্পীর ভাস্কর্যও রয়েছে। এছাড়াও একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী কাজী আনোয়ার হোসেনের আঁকা ১৫টি চিত্রকর্ম রাখা হয়েছে।

কাজী আনোয়ার হোসেন আর্ট মিউজিয়ামের কিউরেটর ইমরান হোসেন বলেন, মাদারীপুর জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য,

শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দেশব্যাপী পরিচিত করার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা। প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে ভীড় লক্ষ্যনীয়। তিনি বলেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী কাজী আনোয়ার হোসেন মাদারীপুরের একজন কৃতি সন্তান। তিনি চারুকলার বহুবিধ মাধ্যমে নিরীক্ষাধর্মী চিত্রকর্ম সৃজনে ব্রত ছিলেন। বিশেষ করে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাকে বিষয়বস্' করে অগণিত চিত্রকর্ম সৃষ্টির কারণে তিনি 'নৌকা আনোয়ার' বলে খ্যাত। তার চিত্রকর্ম দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্'াপনায় সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলার সার্কিট হাউজে তার শিল্পকর্ম রয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে স্'ান পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ঐশিক অদ্রির চিত্রকর্ম। তিনি বলেন, 'কাজী আনোয়ার হোসেনের চিত্রকর্ম সবসময় আমাকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি চারুকলার বোটম্যান নামে খ্যাত, তার নৌকার চিত্রকর্মগুলো আমাকে খুব আকর্ষিত করেছে। এখানে আমার যে চিত্রকর্মটি স্'ান পেয়েছে তার নাম দিয়েছি 'হিস্টেরিয়া অ্যান্ড কালমিনেটেড গিল্ট'।

প্রর্দশনীতে স্'ান পাওয়া আরেকজন শিল্পী স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য্য। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে চিত্রকলায় মাস্টার্স শেষ করেছেন।

তিনি বলেন, আমার একটি চিত্রকর্ম এখানে প্রদর্শিত হ"ছ। এখানে মানবমনের অর্ন্তদ্বান্দিক স্নায়ুযুদ্ধে অবিরাম প্রবাহ ধারায় যে মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো উন্মোচিত হ"ছ, তা ধরার চেষ্টা করেছি।

মাদারীপুর জেলা প্রশাসক ড. রহিমা খাতুন বলেন, ১২ দিনব্যাপী মাদারীপুর উৎসব চলছে। মাদারীপুরে এ ধরণের আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। মাদারীপুরবাসীও এই প্রদর্শনী দেখে অনেক মুগ্ধ হয়েছেন।

চিত্রশিল্পী কাজী আনোয়ারের ছেলে কাজী আশিকুর রহমান (অপু কাজী) বলেন, আমার বাবা ২০১৬ সালে একুশে পদক পেয়েছেন। তার দেড় হাজারের বেশি চিত্রকর্ম এখনো আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আমার বাবা তার চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের কথা বলেছেন। আমার বাবা নৌকা আনোয়ার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

গ্রোসারী স্পেন্ডিং কার্ডে স্বল্প আয়ের পরিবারের ৯০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ

৫২ পৃষ্ঠার পর

নেটওয়ার্কে যুক্ত আছে কিনা, তা অবশ্যয়ই কাষ্টমার কেয়ার প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় জেনে নিতে হবে।

গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ড মেডিকেয়ারের জন্য একটি ত্রাণ হিসাবে আসে, বিশেষত খাদ্য খরচ বৃদ্ধির সাথে। আমেরিকানরা এই সুবিধাটি পেতে যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে একটি হটলাইন খোলা হয়েছে ফোন নম্বর হলো : ১-৮০০-২০৭-৭১৯৮. ওয়েবসাইট: https://quote.qualifzmedicare.com/liat/1

বাংলা ট্যুরের এবারের গন্তব্য সৌদি আরব

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান পরিচালিত ট্রাভেল কোম্পানি বাংলা ট্যুর এবার গেল সৌদি আরব। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে গত ২৭ জানুয়ারী শুক্রবার সৌদি আরবের উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে ট্যুরে অংশগ্রহণকারীরা। কর্মসূচী অনুযায়ী এদিন দুপুর ২ টায় সৌদিয়া এয়ারলাইন্সে প্রথম দলটি এবং বিকেল ৫ টায় ইজিপ্ট এয়ারের অপর গ্রুপটি জেএফকে বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

ভ্রমণের শুরুটা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে। যেখানে মদীনায় প্রিয় নবীর রওজা পরিদর্শন করবে মদীনা নগরী থেকে দু'শ মাইল দূরের খায়বর যুদ্ধ ক্ষেত্র। যেখানে ১৬০০ মুজাহিদ নিয়ে নবী মোহাম্মদ (সা.) ৬২৮ খৃস্টাব্দে ষড়যন্ত্রকারী ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নেতৃত্ব দিয়ে বসবাস'ল আল-কামুস দুর্গ অবরোধ করে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন।

এ গ্রুপের পরবর্তী ভ্রমণসূচিতে রয়েছে পবিত্র মদিনা নগরী থেকে ৪০০ কিমি. উত্তর-পশ্চিমে এবং জর্ডানের পেত্রা নগরী থেকে ৫০০ কিমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্'ত হিজায পর্বতের পাদদেশের সমতল মালভূমিতে অবস্'ত নবী হজরত সালেহ (আ.),নবী হজরত শোয়ায়েব (আ.) এবং নবী হজরত মুসা (আ.) এর স্মৃতিবিজরিত প্রাক-ইসলামী যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা মাদা'ইন সালেহ পরিদর্শন। যেখানে মরুর অপার সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত হয়েছে ইতিহাসের মিতালী। পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব নির্মাণশৈলী নিয়ে এখানে আজো দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন নাবাতিয়েন সমাধিসৌধ।

এই এলাকায় নবী শোয়ায়েব (আ.) বসবাস করতেন। পরবর্তীতে নবী মুছা (আ.) তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে এখানে ৮ বছর বসবাস করেছিলেন। মাদা'ইন সালেহ সৌদি আরবের প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্'ান যাকে ২০০৮ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।

পবিত্র মক্কা নগরীতে ওমরাহ পালনের মধ্য দিয়ে উভয় গ্রুপের ভ্রমণ কর্মসুচির সমাপ্তি ঘটবে।

৬ ফেব্রুয়ারি গ্রুপটি নিউইয়র্ক ফিরে আসবে। বরাবরের মতোই গ্রুপের দায়িত্বে থাকবেন বাংলা ট্যুরের প্রধান নির্বাহী হাবিব রহমান। দেশ ও বিদেশে যে কোনো ট্যুরের জন্য আগ্রহীরা ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিয়ানীবাজার সমিতির উদ্যোগে ১৭৫০টি কবর কেনার সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালনা করলে প্রবাসে উপজেলা ভিত্তিক একটি সামাজিক সংগঠন যে জাতীয়ভিত্তিক কোনো সংগঠনের চেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তার নমুনা বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক। তাদের অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম প্রবাসে ইতিমধ্যে সবার দৃষ্টি কেড়েছে। বহু সংগঠন এখনই তাদের পদাংক অনুসরণ করে নতুনভাবে নিজেদের কার্যকর পরিচালনায় আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। প্রবাসে উপজেলাভিত্তিক একটি সংগঠন হয়েও বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ নিউজার্সির প্রাইনব্রোক কবরস্থানে ১ হাজার ৭৫০টি কবর ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা থেকে ৫৫০ উপজেলার অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামভিত্তিক সংগঠনের হাতে তুলে দেয়া হবে। তাদের এ মহতি উদ্যোগ প্রবাসের বড়োবড়ো সংগঠনকেও চমকিত করেছে। এ উপলক্ষে ব্রুকলিনের ওজনপার্ক স্কাইলাইন মমোস হলে বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির উদ্যোগে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ফয়জু মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবু এর সঞ্চালনায় এক জরুরী সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সমিতির সবার সম্মতিতে নিউজার্সির পাইনব্রোকে কবরস্থানে ১হাজার ৭৫০টি কবর কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যার মধ্যে ২টি কবর সমিতির নিজস্ব নামে রেখে ২শ্ব টি কবর সমিতির নিজস্ব নামে রেখে বাকি ১হাজার ৭৫০টি কবর নিউইয়র্কের বিয়ানীবাজার উপজেলার অন্তর্গত গ্রামভিত্তিক প্রায় ১৩টি আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্যে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামভিত্তিক সংগঠনগুলো তাদের নামে বরাদ্দকৃত কবরগুলোর মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করবে। ফলে আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে গেলে মূল সংগঠনের উপর চাপ কম পড়বে এবং সংগঠন অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দিতে সক্ষম হবে। সাধারণ সভায় নাজমুল হক মাহবু জানান, বিয়ানীবাজার সমিতিরর পক্ষ থেকে একজন বিজ্ঞ এটর্নি তদারকি করছেন। তার সুচিন্তিত আইনি মতামত প্রাপ্তির পরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ এ জরুরি সভায় উপস্থিত থেকে মতামত দেন- বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা বুরহান উদ্দিন কফিল, সাবেক সভাপতি মাকসুদুল হক ছানু, উপদেষ্টা আহমদ এ হাকীম ও হাজী শামসুল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, খাসাড়িপাড়া সমিতির সভাপতি

সামছুল আবেদীন, ছোটদেশ সমাজকল্যাণ সংস্থার সভাপতি কামাল আহমেদ, শ্রীধরা জনমঙ্গল সমিতির পক্ষে আহমেদ মোস্তফা বাবুল, পাতন আব্দুল্লাপুর সমিতির সভাপতি আব্দুর রহিম কাদির ও জহির উদ্দিন জুয়েল, বৈরাগীবাজার এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক আফজল মিয়া শামীম, তিলপাড়া সমিতির পক্ষে নজিবুল ইসলাম, ফেনগ্রামের পক্ষে আলতাফ চৌধুরী আলতা, দেউলগ্রামের পক্ষে সামাদ আহমেদ ও নুরুল হক, কোনগ্রামের পক্ষে আব্দুল হামিদ, ফুলতলী জামে মসজিদের পক্ষে জামাল হোসেন, মাদানী মসজিদের পক্ষে মো. এসএম রহমান বাবুল এবং গোলাব শাহ সমাজকল্যাণ সংস্থার পক্ষে আখতার হোসন মুক্তা প্রমুখ। উপস্থিত সকলে প্রত্যেকে তাদের বক্তব্যে বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএর ভূয়সী প্রশংসা ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। - মোস্তফা অনিক রাজ প্রেরিত

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে বিশেষ দোয়া মাহফিল এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা

নিউ ইয়র্ক: মহান স্বাধীনতার ঘোষক,ভোটাধিকার ও বহুদলীয় গনতন্ত্রের স্থপতি,দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসুচীর অংশ বিশেষ গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার বাদ এশা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের ইসলামিক সেন্টার কমপ্লেক্সে বিশেষ দোয়া মাহফিল এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল যুক্তরাষ্ট্র এর সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলমের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তাগণ শেখ মুজিব সরকার স্বাধীনতা পরবর্তীতে প্রথমে গনতন্ত্রকে হত্যা করেন।তিনি ছিলেন দেশে পারিবারতন্ত্র একদলীয় বাকশালি দুরশাসনের জনক।

জনগনের ভোটাধিকারও ছিল না।আজকে তার কন্যা হাসিনার নেতৃত্বে একনায়ক মুজিবের বাকশালি মডেলের দুরশাসন চলছে।

নেতৃবন্দ বলেন,শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন মহান দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক।যিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে উন্নয়নের শিহরে নিয়ে গেছেন।বক্তাগণ বলেন,তার সাড়ে তিন বছরের সুশাসন বিশ্ব দরবারে স্বর্ন যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন,প্রেসিডন্ট শহীদ জিয়া ছিলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাদের জনক,মহান মানবতার শান্তির দুত।তারা বলেন,জিয়াউর রহমানের জন্ম না হলে হয়তো বা বাংলাদেশ নামক দেশটির জন্ম হত কি না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আলোচনা সভা শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন,যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা আনোয়ার ইসলাম নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান কাউসার, নিউইয়র্ক মহানগর দঃ বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম,যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সিনিঃসহ সভাপতি মোস্তাক আহম্মদ,জাফর তালুকদার শ্রমিক নেতা মোস্তফা আহম্মদ,হুমায়ুন কবির,আলহাজ্ব আব্দুল হান্নান শিকদার,শফিকুর রহমান তপু ও মোঃ নাছির, আকন্দ, নূর নবী চৌধুরী, মোহাম্মদ আলম, ফয়সাল আহমেদ, যুবদল নেতা মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ আজিজ ও শ্রমিক দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বগুড়া সোসাইটির যৌথসভায় কবরস্থানের জায়গা ক্রয়ে সন্তোষ প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বগুড়াবাসীর প্রাণের সংগঠন বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত প্রকল্প, মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল জায়গা ক্রয় করার প্রচেষ্টা এখন সফল হয়েছে। সেই বিষয়ে বিস্তারিত জাননো এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে সোসাইটির কার্যকরি পরিষদ, উপদেষ্টা পররিষদ ও ষ্ট্রাষ্টি বোর্ডসহ সকল বগুড়াবাসী যৌথভাবে একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২১ জানুয়ারী ২০২৩ শনিবার সন্ধ্যায়।

জ্যাকসন হাইটসের মামুন টিটরিয়ালে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ। এবং সভাটি সঞ্চালনা ও কবরস্থানের জায়গা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন, উপদেষ্টা পরিষদের সগস্য আব্দুল মান্নান, উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আজিজুল হক মুন্না, উপদেষ্টা মোঃ সাইফুল ইসলাম মান্না, উপদেষ্টা রাফেল তালুকদার, উপদেষ্টা আতোয়ারুল আলম, সিনিয়র সহ সভাপতি ডঃ জাকিরুল ইসলাম, সহ সভাপতি মোহাম্মাদ আলী, সহ সভাপতি জুয়েল আহদে, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ আল হেলাল (রতন), প্রচার সম্পাদক গোলাম রব্বানী রাজু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সহ আপ্যায়ন সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল, এক নং সদস্য মোঃ সাইফুল ইসলাম (কুইন্স), সদস্য নাফিউস সাদি, আবু তাহের, আবু তাহের এম আলম সহ অসংখ্য বগুড়াবসী।

সভায় এরকম একটি মহৎ কাজের সাথে একমত পোষন এবং বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তাদের পদক্ষেপের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সহ সভাপতি মোহাম্মাদ আলী।

সংগঠনের সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ এবং সাধারন সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামকে সাধুবাদ জানান এবং ভুয়সী প্রশংসা করেন। সভা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনি বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

এদিকে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর উদ্যোগে মানুষের জীবনের সর্বশেষ ঠিকানা ৩০০ টি কবরস্থান ক্রয়ের কন্টাক্টপেপারসহ আনুসঙ্গিক কাগজপত্র গত ২৫ জনুয়ারী বুধবার সোসাইটির সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেছেন কবরস্থানের জায়গার স্বত্ত্বাধীকারী মিষ্টা মাইকেল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নাসায় গবেষণার সুযোগ পেলেন নিউ ইয়র্কবাসী আদিবা সাজেদ

৫২ পৃষ্ঠার পর

বংশোদ্ভুত শিক্ষার্থী আদিবা সাজেদ।

যুক্তরাষ্ট্রে সম্মানজনক আইভী লীগ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি হিসেবে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব অ্যারোনাটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনাটিকস (এআইএএ) আয়োজিত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফোরামে অংশ গ্রহণ করেন আদিবা। ফোরাম থেকে বিশ্বের ১৩ জন শিক্ষার্থীকে নাসার ল্যাবে রিসার্সের পাশাপাশি পড়ালেখার জন্য অর্থায়ন করা হয়। নির্বাচিত ১৩ শিক্ষার্থীর একজন হলেন আদিবা।

আদিবার মা লেখক রওশন হক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ বিষয়ে এক পোস্টে লিখেছেন,ওআদিবা সাজেদ বিশ্বের ১৩ জনের মধ্যে একজন হিসেবে সিলেক্ট হয়ে এই পোগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন, কর্নেল ইউনিভার্সিটি তাদের ইউনিভার্সিটিকে রিপ্রেজেন্ট করতে একমাত্র আদিবাকেই মনোনীত করে ওই প্রোগ্রামে পাঠিয়েছে। কারণ গত ২ বছর ধরে সে পড়াশোনার পাশাপাশি নাসার মনোনীত কর্নেল ইউনিভার্সিটির এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিল।

গত ২ বছরের ভালো রেজাল্ট এবং কর্মদক্ষতার কারণে কর্নেল ইউনিভার্সিটি আদিবাকে এই সুযোগ দেয়। এর আগে ওই পোগ্রামে জয়েন করবার জন্য তাকে অনেকগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সে নাওয়া-খাওয়া ভুলে পাগলের মতো পড়ে নাসার সব পরীক্ষা ভালোভাবে পাস করে। এবার নাসার গবেষণা ল্যাবে জগৎবিখ্যাত সব বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে কাজ করবার জন্য সে নির্বাচিত হয়েছে।

রওশন হক আরও লিখেছেন,ওএআইএএ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফোরাম এবং এক্সপোজিশন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং এ সংক্রান্ত নীতিগুলো কভার করে।

যা মহাকাশের ভবিষ্যৎকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। ফোরামটি মহাকাশ গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির জন্য বিশ্বের বৃহত্তম ইভেন্ট। যারা ১১টি স্বতন্ত্র প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো একত্রিত করে। এআইএএ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফোরামের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪৩টি দেশের প্রায় ১ হাজার করপোরেট, একাডেমিক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৫০০টিরও বেশি স্নাতক এবং স্নাতক ছাত্র এবং মহাকাশ পেশাদাররা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আদিবার বিষয়ে তার মা রওশন হক আরো জানান, আদিবা ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে ভর্তি হয়।

সেখানে এরোস্পেস ইনজিনিয়ারিংয়ে তৃতীয় সেমিস্টারে পড়াশুনা করছে। প্রথম বর্ষ শেষ করার পর সে অ্যারোস্পেস ইনিজিনিয়ারিংয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

কর্নেল ইউনিভার্সিটির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে এ বছর এআইএএ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফোরামে অংশ নেয় উল্লেখ করে রওশন হক বলেন,ওআদিবা কর্নেল ইউনিভার্সিটির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ওই ফোরামে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়েছে এটা আমাদের জন্য খুব গর্বের। রওশন হক আরা জানান, আবিদা নাসা ও বোয়িংসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অফার পেয়েছে কিন্তু সে চাচ্ছে নাসার অধীনে থেকে পড়ালেখা ও গবেষণা করবে।

তিনি জানান, আদিবার জন্ম ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুলে পড়লেখা করে। এরপর পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে।

তিনি বলেন,ওআদিবা ভালো পড়াশোনার জন্য এইট গ্রেড ও টুয়েলভ গ্রেডে দুবার ভেলোডিকটেরিয়ান হয়। এ ছাড়া ২০১৯ সালে (ঝঅঞ-এসএটি) পরীক্ষায় ১৬০০ নম্বরের মধ্যে ১৫৮০ নাম্বার পেয়ে ১২টি আইবিলিগ কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পায়।

আদিবা বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রাকারিকুলার এক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে জাপানি শিক্ষা ব্যবস্থা ওকুমনের ম্যাথের প্রধান ছিল। নিউইয়র্কের কয়েকটি শাখায় টিউটোরিং এর কাজও করেছে।

ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন

নিউইয়র্কের আশা হোম কেয়ার এবং আশা সোশ্যাল ডে কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেছে তার নিউইয়র্ক ও ঢাকা অফিসের কলিগ, স্বাদ বিডির ঢাকা অফিসের কলিগ, নিউইয়র্কের হোম কেয়ার নিয়ে কর্মরত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কর্মকর্তা এবং বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা। গত বুধবার জন্মদিনের দিন আশা হোম কেয়ার ও আশা ডে কেয়ারের জ্যামাইকার কর্পোরেট অফিসে গিয়ে তাকে অনেকেই ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এছাড়া আইবিটি অফিসের কর্মকর্তারাও কেক কেটে আকাশ রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেন। জ্যামাইকা অফিসে গিয়ে যারা আকাশ রহমানকে শুভেচ্ছা জানান তার মধ্যে নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, নায়ক মারুফ, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবীব, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী, সাংবাদিক সৌরভ ইমাম, সৌরভী এবং রিয়াদ। ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করার সময় আশা হোম কেয়ার এবং আশা সোশ্যাল ডে কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

১৪-১৬ এপ্রিল নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে আগামী ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল শতকণ্ঠে বাংলা নববর্ষবরণ আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ উদযাপন পর্ষদের প্রধান সমন্বয়ক শামীম আল আমিন এর সঞ্চালনায় শতকণ্ঠে বর্ষবরণ উদযাপন পর্ষদের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক শুহম্মদ ফজলুর রহমান। নিউইয়র্কের সক্রিয় প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহযোগিতায় এ আয়োজন করছে এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড। বর্ষবরণের ঘোষণার পর তিন ঘন্টাব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও শতকণ্ঠে বর্ষবরণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়া পরিচালনা করেন সঙ্গীত আয়োজক মহীতোষ তালুকদার তাপস। মুক্তিযোদ্ধা ও কণ্ঠশিল্পী তাজুল ইমাম পাপেট শো'র মহড়া করেন।

ব্যাপক আয়োজন। দুদিনব্যাপী থাকবে চিরায়ত বাংলার বৈশাখী মেলা।

মহড়া ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালক মহীতোষ তালুকদার তাপস বলেন, প্রথম মহড়ায় নিউ ইয়র্কের সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী মানুষরা বাংলা বর্ষবরণের জন্য যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন তাতে আমরা প্রানিত হয়েছি।

আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে আগ্রহ পাচ্ছে এই প্রজন্মের তরুণরা। তাদের অংশগ্রহণে এই আয়োজনটি অনন্য মাত্রায় পৌঁছাবে বলে আশা করছি।

আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইড এর সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন বলেন, এবারের বৈশাখ উদযাপনে নিউ ইয়র্কের মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি করছি । তিন দিন ব্যাপী এ আয়োজনে অন্তত ৩০ হাজার ডলার খরচ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । যথাসময়ে বর্ষবরণের এই আয়োজনে

১৪৩০ বঙ্গাব্দবরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় বলা হয়, নিউইয়র্কের শত আলোকিত মানুষের অংশগ্রহণে পাপেট শো, যাত্রাপালা, পুঁথিগান, কবির লড়াই, বায়োস্কোপসহ হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির উপস্থাপনা থাকবে এই বৈশাখী আয়োজনে।

শতকণ্ঠে বর্ষবরণের ঘোষণার সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গোলাম ফারুক ভূইয়া, ফাহিম রেজা নূর, দর্পণ কবীর, জলি কর, রাশেদ আহমেদ, শীতেশ ধর, নুরুল বাতেন, আলপনা গুহ, দীমা নেফারতিথি এবং সবিতা দাস।

আয়োজক সংগঠন এনআরবি ওয়াল্ডওয়াইডের সভাপতি বিশ্বজিত সাহা বলেন, ১৪৩০ সালের পহেলা বৈশাখের ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রমনার বটমূলের আদলে শতকণ্ঠে বর্ষবরণ করা হবে। থাকবে মঙ্গল শোভাযাত্রার সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করে সার্বজনীন উদযাপন পর্ষদ।

বর্ষবরণের প্রথম মহড়ায় নিউইয়র্কের সক্রিয় প্রগতিশীল সংগঠনের মধ্যে উপস্থিত ছিল প্রকৃতি, বহ্নিশিখ সঙ্গীত নিকেতন, চারুকণ্ঠ, অনুপ দাস ডান্স একাডেমি (আড্ডা), শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল একাডেমি অ্যান্ড আর্টিস্ট এসোসিয়েশন এবং প্রজন্ম ৭১। আরও তিনটি মহড়া অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকরা জানান। আগামী মহড়ায় চূড়ান্ত শতশিল্পী নির্বাচন করা হবে। বৈশাখী মেলায় থাকবে অন্তত ৫০টি স্টল। স্টল বুকিংয়ের জন্য ১৩৪৭-৬০৫-০৫৯৩ ও ১৩৪৭-৬৫৬-৫১০৬ এই whatsapp নম্বর এবং nrbworldwide71@gmail.com-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস, মুক্তিযোদ্ধা দল ও শ্রমিক দলের যৌথ উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মদিন পালন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২শে জানুয়ারী রোববার বাদ এশা জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদে নিউইয়র্কে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৮৭ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস, মুক্তিযোদ্ধা দল ও শ্রমিক দলের যৌথ উদ্যোগে এ উপলক্ষে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকো সহ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে আহতদের সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যুব দলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বাবর উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান সায়েম, সদস্য সচিব জাহাঙ্গির সোহরাওয়ার্দি, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মাকসুদ চৌধুরী প্রমুখ। দোয়া মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু, আবদুস সবুর, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়া ছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক। আর আওয়ামী সরকার বাকশাল কায়েম করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলো।

বক্তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না। নব্য বাকশালী সরকার ও ভারতীয় সেবাদাসের সরকারের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশের জনগণ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তরুন প্রজন্মের অহংকার তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করবে ইনশাল্লাহ। দেশ ও প্রবাসের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে হাসিনা সরকারের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির ফুড ব্যাংক

আটলান্টিক সিটি, নিউ জার্সি : আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয় । গত বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারী) আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, দুধ, ডিম, মাংস, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়।ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউ জার্সি"।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

গ্রোসারী স্পেন্ডিং কার্ডে স্বল্প আয়ের পরিবারের ৯০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ

৪৯ পৃষ্ঠার পর

নেটওয়ার্কে যুক্ত আছে কিনা, তা অবশ্যয়ই কাষ্টমার কেয়ার প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় জেনে নিতে হবে।

গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ড মেডিকেয়ারের জন্য একটি ত্রাণ হিসাবে আসে, বিশেষত খাদ্য খরচ বৃদ্ধির সাথে। আমেরিকানরা এই সুবিধাটি পেতে যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে একটি হটলাইন খোলা হয়েছে ফোন নম্বর হলো : ১-৮০০-২০৭-৭১৯৮. ওয়েবসাইট: https://quote.qualifzmedicare.com/liat/1

নানামুখি কল্যাণের জন্য আবু জাফর মাহমুদ মানবতার হাত প্রসারিত রেখেছেন

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামের দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পাড়ের সারিকাইত ইউনিয়নের দরিদ্র জেলেদের মাঝে কম্বল ও শীতের টুপি বিতরণ করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউণ্ডেশন। 'মানুষ মানুষের জন্য, 'দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য' শ্লোগান নিয়ে সারিকাইত হাজী মতিউর রহমান জামে মসজিদ মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে শীতের ওইসব সামগ্রি বিতরণ করা হয়। সেসময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড মেম্বার মিজানুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, সমাজ কর্মী মিরাজুর মাওলা রিজভী, সাংবাদিক সাজিদ মোহনসহ অনেকে।

এর আগে সম্প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সমাবেশ, প্রীতিভোজ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয় কবি আবদুল হাকিম অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হেলাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মঈন উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাঈন উদ্দীন মিশন, পৌরসভা মেয়র মোক্তাদের মাওলা সেলিম, সন্দ্বীপ থানা অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজহারুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আলাউদ্দীন বেদনসহ অনেকে। বক্তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সন্দ্বীপের কৃতি সন্তান আবু জাফর মাহমুদ ও তার প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক কাজের প্রশংসা করে বলেন, তিনি তরুণ বয়স থেকেই দেশ ও মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, একইভাবে বহু মানুষের জীবন জীবিকাসহ নানামুখি কল্যাণের জন্য সবসময় মানবতার হাত প্রসারিত রেখেছেন। সুদূর মার্কিন প্রবাসে থেকেও তার এই সদা জাগ্রত উদ্যোগ আমাদেরকে আশান্বিত করে।

নিউইয়র্কে সানিসাইড মুসলিম সেন্টারের ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে উডসাইডের গুলশাল টেরেস এ শুক্রবার ২০ জানুয়ারী ২০২৩ অনুষ্ঠিত হলো সানিসাইড মুসলিম সেন্টারের ফান্ডরেইজিং ডিনার। অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাফোক ইসলামিক সেন্টার এর ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ ইজাত বায়োমী ও বিশিষ্ট ক্বারী দারুল ইসলাহ হিফজ একাডেমীর ইমাম ও ডিরেক্টর শায়খ ওয়ালীদ। মদিনা ইউনিভার্সিটির সদ্য গ্র্যাজুয়েট ইউসুফ চৌধুরীর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জনাব আবু সালেহ শোয়াইব এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ মোহাম্মদ ও নাকিব হামিদ। সানিসাইড মুসলিম সেন্টারের প্রেসিডেন্ট পারভেজুর রহমান মসজিদের চিত্র উপস্থাপন করে সকলকে মসজিদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

শায়খ ওয়ালিদ এবং সুললিত কণ্ঠে কুরআন সকলের মর্ম স্পর্শ করে। শায়খ আব্দুল্লাহ ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠান গুরুত্ব উল্লেখ করে উপস্থিত সকলকে মসজিদে দান করতে উদ্বুদ্ধ করেন। পুরো অনুষ্ঠানের তত্বাবধানে ছিলেন মসজিদের সেক্রেটারী নাসির হায়দার। ফান্ডরেইজিং কমিটির আহবায়ক আব্দুল হামিদ সোহেল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। ডিনার পর্ব শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম আর নেই, দাফন সম্পন্ন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ফোবানা'র সাবেক সদস্য সচিব, শিল্পপতি মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসানের বড় ভাই, নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম মোহাম্মদ সেলিম-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারী) বাদ এশা উডসাইড'স্থ আহলে বাইয়াত জমে মসজিদে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত তেলাওয়াত করেন শাইখ সাইয়েদ রব্বানী আযহারী, নাতে রাসুল পাঠ করেন সাইয়্যেদ মুসতাইন বিল্লাহ রব্বানী এবং মিলাদ পরিচালনা করেন হাফেজ টিপু রহমান। সবশেষে

দোয়া পরিচালনা করেন আহলে বাইয়াত জমে মসজিদে ইমাম ড. সাইয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রব্বানী আযহারী।

দোয়ার আগে মরহুম মোহাম্মদ সেলিম স্মরণে তার ছোট ভাই মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসান সহ অন্যান্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মাসুদুর রহমান ও জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ। এসময় তারা মরহুম সেলিমকে একজন সাদা মনের ভালো মানুষ হিসেবে উল্লেখ তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং মহান আল্লাহ তায়ালা যেনো জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন সেই কামনাই করেন।

অনুষ্ঠানে অন্য ান্যদরে মধ্যে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিই আবু তাহের, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান, আহলে বাইয়াত জমে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী সৈকত আনোয়ার, বিশিষ্ট সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাংস্কৃতিক কর্মী মোহর খান ও মরহুমের পরিবারের সদস্য/সদস্যসহ মুসল্লীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ সেলিম ম্যানহাটানের স্লোয়ান ক্যাটারিং মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার সকাল সাড়ে ৭টায় ইন্তেকাল করেন। বয়স হয়েছিলো ৬২। তার দেশের বাড়ী নীলফামারী জেলা সদরের বাবু পাড়া।

এক সময় তিনি নিউইয়র্কে বাংলাদেশ বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কান্সারে ভুগছিলেন। ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি নিউইয়র্ক প্রবাসী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী মালিহা সুলতানা ছাড়াও এক ভাই ও এক বোন সহ অনেক আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। গত ২৩ জানুয়ারী বাদ জোহর রিজউড-এ মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে ঐদিনই অপরাহ্নে বৃষ্টিভেজা দিনে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেলস্থ কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

দাফন অনুষ্ঠানে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নাসির আলী খান পল, ডা. মাসুদুর রহমান, গিয়াস আহমেদ, আসে বারী টুটুল. মোহাম্মদ কাশেম, মোতাহার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

বিদ্যুৎ চালিত গাড়ীর জন্য ১০০০ প্লেট দিচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি টিএলসি

প্লেট পেতে সহযোগিতা দিচ্ছে এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স

পরিচয় ডেস্ক : বিদ্যুৎ চালিত গাড়ীর (ইলেকট্রিকভেহিকেল) জন্য নিউইয়র্কের ট্যাক্সি এণ্ড লিমুজিন কমিশন (টিএলসি) ১০০০ প্লেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে ৬০০ টি প্রদান করা হবে ব্যক্তি মালিকানায় আর ৪০০টি প্রদান করা হবে কর্পোরেট মালিকানায়।

এসব প্লেট পেতে নিউইয়র্কের প্রতিষ্ঠিত ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স সহযোগিতা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শাহ নেওয়াজ। প্লেট পেতে জ্যাকাসন হাইটসের এনওয়াই ইন্স্যুরেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা সহজে তা পেতে সার্বিক সহযোগিতা করবে বলেও জানান জনাব শাহনেওয়াজ ।

এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ডিএমভির অথরাইজড এক্সপ্রেস এজেন্ট

জনাব শাহনেওয়াজ আরো বলেন, এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স নিউইয়র্কের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসীদের সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এনওয়াই ইন্স্যুরেন্সে গ্রাহক সেবার মান শতভাগ। এখানে সপ্তাহে পাঁচ দিন ট্যাক্সি চালকদের ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত সব ধরণের সেবা দেয়া হয়।

শাহ নেওয়াজ আরো বলেন, এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ডিএমভির অথরাইজড এক্সপ্রেস এজেন্ট। আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে যে কোন ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, ঠিকানা পরিবর্তন, নাম্বর প্লেট পরিবর্তন, জমাদানসহ সব ধরণের সেবা সঙ্গে সঙ্গে নেয়া যায়। তিনি বলেন, এখন টিএলসি ইন্স্যুরেন্স নবায়ন মৌসুম চলছে। আমরা পুরাতন এবং নতুন গ্রাহকদের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে দ্রুত সহযোগিতা দিচ্ছি। এছাড়া যারা নতুন করে ইন্স্যুরেন্স নিতে আগ্রহী তারাও সেবা পাচ্ছেন।

শাহ নেওয়াজ আরো বলেন, আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষ টিমের কারণে গ্রাহকরা শতভাগ সন্তুষ্ট। আমরা নবায়ন মৌসুম শুরুর আগ থেকে টিএলসি ইন্স্যুরেন্স নবায়নের ব্যাপারে গ্রাহকদের জানিয়ে দিই এবং অফিসের আসার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধিকারের ভিত্তি ইন্স্যুরেন্স নবায়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করি।

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টিএলসি এবং ডিএমভি সংক্রান্ত সব ধরণের সহযোগিতা সহজেই নেয়া যাবে বলে উল্লেখ করেন জনাব শাহনেওয়াজ ।

বাংলাদেশের চারশোর বেশী ছাত্র লেখাপড়া করছে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীতে

পরিচয় রিপোর্ট: বাংলাদেশ থেকে চারশোর বেশী ছাত্র বর্তমানে লেখাপড়া করছে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীতে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দারা (গ্রীনকার্ডধারী, কাজের অনুমতিপ্রাপ্তসহ) মাত্র ৫০ শতাংস টিউশনের বিনিময়ে যেকোন ষ্টেট থেকে অনলাইনে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীতে ব্যাচেলর্স কিংবা মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান পিপলএনটেক এ দক্ষতা অর্জনের জন্য ৫ হাজার ডলারের একটি বৃত্তিও পাবেন। ফলে গ্রাজুয়েশন লাভের পর শিক্ষার্থীদের আর এন্ট্রি লেবেল চাকুরীতে না গিয়ে অর্জিত ডিগ্রী ও দক্ষতার কারণে মিড লেবেল এর চাকুরীতে যোগ দিতে সক্ষম হবেন বলে জানিয়েছেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীর চ্যান্সেলর প্রকোশলী আবু বকর হানিপ। তিনি বলেন উপরোক্ত বাড়তি সুবিধা এবং সুযোগের কারণে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীতে ট্রান্সফার স্টুডেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছে। যেসকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে অপরাধের ঘটনা কমছে দাবী গভর্ণর আর মেয়রের

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে অপরাধের ঘটনা কমছে এমন দাবী করেছেন নিউ ইয়র্ক ষ্টেট গভর্ণর ক্যাথি হোকুল এবং নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস। গত ২৭ জানুয়ারী শুক্রবার ডাউনটাউন ম্যানহাটানে একটি সাবওয়ের প্লাটফরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখী হওয়া গভর্ণর হোকুল বলেন, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সাবওয়েতে অপরাধ দমনে কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল সকাল এবং বিকেলের ব্যস্ত সময়ে বেশ কিছু সাবওয়ে ষ্টেশনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। প্রায় মাস তিনেক পর কিছুটা সাফল্য সবাই এখন অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ট্রানজিট বিভাগের প্রধান মাইকেল ক্যাম্পার বলেন, ২০২৩ এর জানুয়ারী মাসের প্রথম ৩ সপ্তাহে সাবওয়েতে অপরাধের ঘটনা ২০২২ এর তুলনায় ৩১% হ্রাস পেয়েছে যা আশাব্যাঞ্জক।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির ৩০০টি সাবওয়ে ষ্টেশনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের জন্য দৈনিক ১২০০ ঘন্টা ওভারটাইম প্রদানের জন্য ৬২ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ রাখা হয়েছে ষ্টেট তহবিলে । তবে বরাদ্দের ৬২ মিলিয়নের মধ্যে এপর্যন্ত কত ব্যয় হয়েছে তা কিন্তু গভর্ণর জানান নি । তবে তিনি বলেছেন সাবওয়ে যাত্রীদের মধ্যে নিরাপদ বোধ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সে লক্ষ্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে বলে উল্লেখ করেন গভর্ণর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটজিপিটি যখন চিন্তার কারণ

আহেমদ বিন কাদের অনি: ধরুন আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চান বা কোনো বইয়ের ব্যকরণ সংশোধন কিংবা কঠিন লেখাকে সহজ-সংক্ষিপ্ত করতে চান, তাহলে মানুষের মতো স্বাভাবিক যোগাযোগের পাশাপাশি এসব কাজও এখন করে দিতে সক্ষম চ্যাটজিপিটি। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

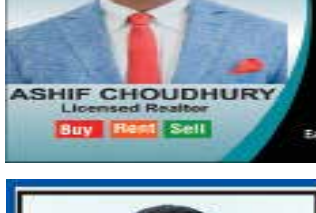

নাসায় গবেষণার সুযোগ পেলেন নিউ ইয়র্কবাসী আদিবা সাজেদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যারোনাটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) অর্থায়নে পড়ালেখার পাশাপাশি নাসার নিজস্ব ল্যাবে গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন নিউ ইয়র্ক এর কর্নেল ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

১০ই ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কসহ ২২টি শহরে মুক্তি পাচ্ছে "মেড ইন চিটাগং"

পরিচয় ডেস্ক: আগামী শুক্রবার ১০ই ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কের জামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা সহ প্রায় ২২টি শহরে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশনায় ২০২৩ সালের প্রথম পরিবেশনা - সম্পূর্ণ চট্টগ্রামের ভাষায় নির্মিত বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বছরের শেষ তিন মাসে ধারণার চাইতে ভাল করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েই চলেছে। তারপরেও ২০২২ সালের শেষ তিন মাসে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক অর্থনীতি।গত ২০২২ সালের শেষ তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২.৯ শতাংশ। যদিও এর আগের বছরের একই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

গ্রোসারী স্পেন্ডিং কার্ডে স্বল্প আয়ের পরিবারের ৯০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: মেডিকেয়ার অ্যাডভান্টেজ প্ল্যানের সাথে অন্তর্ভুক্ত 'গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ডটি এখন স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য ৯০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই কার্ডটি পেতে অবশ্যই মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার প্ল্যান (চধৎঃ- অ ই) এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে 'গ্রোসারি স্পেন্ডিং কার্ডটিতে রয়েছে ভাড়া সহায়তা, ইউটিলিটি বিল সহায়তা, ফার্মেসির খরচ, ডেন্টাল কেয়ার কভারেজ, চোখের চশমার কভারেজ, যাতায়াত এবং আরও অনেক কিছু!

সুবিধাটির যোগ্য কিনা জানতে, ফোন কলে নিজের নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, মেডিকেইড নম্বর, মেডিকেয়ার নম্বর,

অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান কার্ড সাথে রাখতে হবে।ফোনকলে একজন এজেন্টের সাথে কথা বলতে সময় লাগে গড়ে ২-৩ মিনিট। কল করতে কোন ঝুঁকি নেই, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

দীর্ঘদিন যাবত চিকিৎসাসেবা দেয়া প্রাইমারি ডাক্তারটি কী এই নতুন প্ল্যানের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*